অনুপ্রাস

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম. এ.

কর্ত্তৃক প্রণীত

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীমনোরঞ্জন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩২০।

মূল্য আট আনা।

ভূমিকা।

এই পুস্তকে মুদ্রিত প্রবন্ধ কয়টি সংখ্যায় অনেকগুলি হইলেও সবগুলি একই বিষয়ের আলোচনা, সবগুলিরই কেন্দ্র এক ; কেননা সব গুলিতেই অনুপ্রাসের কথা। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কারণে সকল পাঠকের সকল প্রবন্ধপাঠের সুযোগ ঘটে নাই। যাহাতে সকল পাঠকই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িতে পারেন, সেইজন্য এক্ষণে সব কয়টি একত্র পুনর্মুদ্রিত হইল। পুনর্মুদ্রণকালে মূল-রচনা নানাপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এতগুলি প্রবন্ধ একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আলোচনা, সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে একাধিক স্থলে এক কথার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। বিষয়ের সম্পূর্ণতার জন্য ইহা অপরিহার্য্য। প্রবন্ধগুলি একটানে পড়িলে কতকটা একঘেয়ে লাগিবে। তজ্জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন একটানে একটির বেশী না পড়েন ; তাহা হইলে তত বিরক্তিবোধ হইবে না। যাঁহারা তরল প্রকৃতি, শুদ্ধ মজা লুঠিবার জন্য পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যেন কেবল 'অনুপ্রাসের অট্টহাসে' মনোযোগ দান করেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা গম্ভীরপ্রকৃতি, কাযের কথা শুনিতে চাহেন, বাজে বকুনি ভাল বাসেন না, তাঁহারা যেন কেবল 'অনুপ্রাসের অধিকারবিচার' লইয়া নাড়াচাড়া করেন। আর যাঁহারা ব্যস্তবাগীশ, অধিক পড়িবার অবকাশ পান না, দু'দশ মিনিটের মত আমোদ চাহেন, তাঁহারা যেন 'সুকুমার সাহিত্যে

অনুপ্রাসে' বা 'প্রবাদবাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাসে' একবার চোখ বুলান। বলা বাহুল্য, যথার্থ বিচারক পাঠক, দ্বাদশমাসে দ্বাদশরাশিতে সংক্রমণশীল সূর্য্যের ন্যায়, দ্বাদশটি প্রবন্ধে যথাক্রমে বিচরণ করিবেন!

অনুপ্রাসের তরফে ওকালতী করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এক সময়ে, শুধু আমাদের সাহিত্যে কেন, সকল দেশের সাহিত্যেই, অনুপ্রাসের খুব চল ছিল। এখন ইহা অনেকের মতে সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। লেখক সেই পুরাতন প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য কাহাকেও উৎসাহিত করিতে উদ্যত হন নাই। রসজ্ঞদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সমালোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এক কথায় বলিতে গেলে, রন্ধনে লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, অথচ মাত্রা অধিক হইলে অখাদ্য হয়, অনুপ্রাসও সেইরূপ পরিমিতপ্রয়োগে রচনার সৌন্দর্য্য সাধন করে, ভূরি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে কর্ণপীড়া উৎপাদন করে। জোরজবরদস্তি করিয়া, কষ্টকল্পনা করিয়া, অনুপ্রাসের অজস্র সৃষ্টি করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে। "রে পাষণ্ড ষণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড-প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া ভণ্ড-সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ এবং গবাগণ্ডের ন্যায় গণ্ড জন্মিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশিলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছ,"— এরূপ অনুপ্রাস-অলঙ্কারের নমুনা বাস্তবিকই 'ভাষার গলগণ্ডস্বরূপ!'

ফল কথা, ভাষাতত্ত্বের একটি কৌতুকাবহ রহস্য প্রদর্শন করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কটুকষায়স্বাদ ভাষাতত্ত্বের কথা একটু মিষ্টরসে পাক করিয়া বাজারে বাহির করিয়াছি। ইহা আমলকীর মোরব্বা —মিছরীর কুঁদো নহে; কুইনাইন ক্যাপসুল বা টাইকোসোডা ট্যাব্লেট— চিনির নৈবেদ্য নহে। পাঠকগণের যেন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় না!

আজকালকার বাজারে ছবি বিনা বই বিকায় না—প্রকাশকের প্রমুখাৎ শুনি। বটতলা এ বিষয়ে অনেক পূর্ব্বে পথ দেখাইয়াছে (আমরা আজও যে বটতলার সরস্বতীর কৃপাকটাক্ষ এড়াইতে পারি নাই!) অথচ অনুপ্রাস-বিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে কি ছবি খাপ খাইবে ইহা ঠিক করাও কঠিন। শেষে 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির' যে, কবি কালিদাস-কর্ত্তৃক বন্দিত জগতের মাতাপিতা দেবদম্পতী পার্ব্বতীপরমেশ্বরের চিত্র লাগাইলে আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে—পুস্তকের মঙ্গলাচরণও হইবে অথচ অনুপ্রাসের মানও রহিবে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বিখ্যাত চিত্রশিল্পী প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়কে হরগৌরীর একখানি মনোরম ছবি আঁকিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; তিনি স্বাভাবিক সৌজন্য-গুণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন ও ব্লক কাটাইবার জন্য ছবিখানির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া লইতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। ইত্যলমতিপল্লবিতেন।

বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা
১লা শ্রাবণ ১৩২০

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা

মন্তব্য

ব্যঞ্জনসাম্যে অনুপ্রাস হয়, স্বরসাম্যে বৈচিত্র্যাভাববশতঃ অনুপ্রাস হয় না—সংস্কৃত-ভাষায় আলঙ্কারিক-গণের এই বিধান। কিন্তু ইংরাজীতে alliteration ও assonance, ব্যঞ্জনসাম্য ও স্বরসাম্য, দুই প্রকারই দেখা যায়। ইংরাজীর নজীরে 'অনুপ্রাস' শব্দটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি এবং 'উরাং উটাং' ( ) প্রভৃতি উদাহরণ উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছি। ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যে 'আদ্যা আত্মরূপা আশা পূরাইতে আসিয়া। আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥' প্রভৃতি স্থলে পর পর অনেকগুলি পদে আদিস্বরের সাম্যে বৈচিত্র্য ঘটে নাই কি? অলঙ্কারশাস্ত্রে রকম রকমের অনুপ্রাস আছে; খরতর বরশর এক রকমের অনুপ্রাস; নব বন, হরি রিহ, রমা মার, মরা রাম, আর এক রকমের অনুপ্রাস। আবার কাঠখড়, জলঝড়, এ সব শব্দযুগ্মেও অনুপ্রাস, ইহার নাম শ্রুত্যনুপ্রাস। প্রবন্ধগুলিতে এইরূপ হরেক রকম অনুপ্রাসের রাশি রাশি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় বিকৃত উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শ ষ স, ণ ন, ব ব, জ য, র ড়, খ ক্ষ, গ জ্ঞ, অনুপ্রাসস্থলে এক বলিয়া ধরিয়াছি। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত ইংরাজী শব্দও তালিকা-ভুক্ত করার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। তবে যে গুলি আহেলী বিলাতী শব্দ, সেগুলি দ্বার-বন্ধনীর মধ্যে দিয়া স্পর্শদোষ পরিহার করিয়াছি!

অনুপ্রাস।

ধর্ম্মকর্ম্মে অনুপ্রাস।

(সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৯)

ধর্ম্মের কাহিনী কেহ শুনিবেন কিনা জানি না কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, ধরাধামে সর্ব্বধর্ম্মেই অনুপ্রাসের অবাধ অধিকার। খৃষ্টানের আদিম মানব আদম, যীশামুশা, ক্রুশকাষ্ঠ, মাতৃমূর্ত্তি মরিয়ম, দেবদূত, সুসমাচার, প্রভাতপ্রার্থনা, (বাইবেল, ট্রিনিটি, মারটার, পুলপিট, চর্চ্চ, রেজ-রেকশান) ; মুসলমানের আল্লা খোদা তাল্লা, আল্লা আল্লা বিসমল্লা, আল্লাহো আকবর, হজরত মহম্মদ, দিনতুনিয়ার মালেক, ইমাম, প্রেরিত পুরুষ (Prophet), পীরপয়গম্বর, পাঁচপীর, শিয়া ও সুন্নি, হাসানহোসেন, মহরম, মক্কা মদিনা, জেদ্দা জেমো, মোল্লা মুয়াজ্জিন, জুম্মা মসজিদ, মতি মসজিদ, মীনা মসজিদ, রমজানে রোজা ; বৌদ্ধের বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ, কুরুকুল্লা, পদ্মপাণি, প্রজ্ঞাপারমিতা, ত্রিভঙ্গ বা চীনের সেং-ফেণ-ফণ, দিব্যাবদান, বৌদ্ধবিহার, দালাইলামা ; শিখের নানক, গুরুগোবিন্দ, গুরুজীর জয়, গুরুদরবার ; জৈনের পুণ্যপীঠ পার্শ্বনাথ

পাহাড়; আর্য্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী; ব্রাহ্মসমাজের রাজা রামমোহন রায়, সাধারণ সমাজের শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী ও নববিধানের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র; সৎপন্থী সম্প্রদায়, আউলবাউলের দল, লালন (ফকীর), কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ, কেহই অনুপ্রাসের উপরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন না। কামায়নে কেদারনাথ তীর্থ, তিব্বতে তারানাথ, কোটকাঙ্গরার ৺ নয়না, পঞ্জাবে প্রহলাদপুরী, মন্দারে মনোহরকুণ্ড ও মধুসূদন, বর্দ্ধমানে বাঁয়াইয়ে বসন্তচণ্ডী সবই অনুপ্রাসের গণ্ডীর ভিতরে। প্রাচীন প্রথার প্রকৃতিপূজা প্রেতপূজা পিতৃপূজাও অনুপ্রাসভজা। মার্কিন মুল্লুকের মর্মন (Mormon) অনুপ্রাস-প্রবণ। মহামাংসলোলুপ অসভ্যজাতির মম্বো-জম্বো (Mumbo Jumbo) দেবতা ও পাউ আউ (Pow-Wow) পুরোহিতও অনুপ্রাস রহিত নহে। সার্ব্বভৌম ধর্ম্মে, সর্ব্ববাদিসম্মত স্তোত্রে অনুপ্রাস। বকধার্ম্মিক ও ধর্ম্মধ্বজীও অনুপ্রাসে গররাজী নহেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে, নির্গুণ নিরুপাধি নিরাকার শুদ্ধবুদ্ধ ব্রহ্মই বলুন, আর সগুণ সোপাধি সাকার ব্রহ্মই বলুন, কেহই অনুপ্রাসের অতীত নহেন। উপনিষদের আত্মতত্ত্বে, ব্রহ্মবিদ্যায়, অনুপ্রাস। জ্ঞানযোগে অনুপ্রাসের আমেজ আসে। কর্ম্মকাণ্ডে, মুক্তিমার্গে, জ্ঞাননেত্রে, অনুপ্রাস সুস্পষ্ট। গভীর প্রণব উচ্চারণের পর যে তৎ সৎ, তাহাতে অনুপ্রাসের রূপ মূর্ত্তিমৎ; তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, সত্যং শিবং সুন্দরং, পরমপুরুষ, পরাৎপর, সারাৎসার, সৎচিৎ, আনন্দ, রসো বৈ সঃ, সব অনুপ্রাসরসে ওতপ্রোত। শ্বেতাশ্বতর (উপনিষদ), যজুঃ (বেদ), তৈত্তিরীয় (শাখা), মাধ্যন্দিন (শাখা), শতপথ (ব্রাহ্মণ), কেন কঠ, মুণ্ডকমাণ্ডুক্য, ব্রহ্মবিন্দু, পুরুষসূক্ত, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। শুনঃশেফ, শ্বেতকেতু, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, বিশ্ববারা, আত্রেয়ী মৈত্রেয়ী (যুগলে), অনুপ্রাসের অধীন। জীবে শিবে অভেদ, জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ, অনুপ্রাসের অবচ্ছেদ। সাধনায়

সিদ্ধি অনুপ্রাসের শ্রীবৃদ্ধি। 'ভক্তাধীন ভগবান্' অনুপ্রাসের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। 'ডাক ডুব মুটো আর সব ঝুটো' এবং 'ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি',—অনুপ্রাসের প্রভাবে অকাট্য।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুপ্রাস পদে পদে। ব্রহ্মা বিষ্ণু, কৃষ্ণ বিষ্ণু, বিধিবিষ্ণুশিব, ত্রিমূর্ত্তি, দত্তাত্রেয়, ইন্দ্রচন্দ্র, বায়ুবরুণ, স্বাহাস্বধা, পিতৃপতি, প্রজাপতি, বিশ্বাবসু, বিশ্বেদেবাঃ, দিতিঅদিতি, নাগগণের মাতা পিতা কদ্রু-কশ্যপ, দেবদৈত্য, দৈত্যদানব, যক্ষরক্ষঃ, যম যমুনা, কার্ত্তিকেয়, নরনারায়ণ, বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু, কৈলাসবাসী সদাশিব সকলেই অনুপ্রাস শৃঙ্খলে বদ্ধ। পঞ্চোপাসক ও অনুপ্রাস-নাশক নহে।

ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি দেবাদিদেব চন্দ্রচূড় ত্রিনেত্র পিনাকপাণি বৃষভবাহন নীললোহিত কালকূটকণ্ঠ পশুপতি পরমপিতা সদাশিব। তিনিই তারকেশ্বর দক্ষিণেশ্বর, নকুলেশ্বর নর্ম্মদেশ্বর, বীরেশ্বর বিশ্বেশ্বর, শৈলেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, আবার তিনিই চুঁচুড়ায় ষাঁড়েশ্বর শিব। বাবা বিশ্বনাথ ও বাবা বৈদ্যনাথেও জাগ্রৎ অনুপ্রাস। সদাশিবের শ্মশানে মশানে বিল্ববৃক্ষতলে বা মহাকালের মন্দিরে বাস। তালবেতাল-ত্রিশৃঙ্গী তাঁহার অনুচর। বিভূতি-বৃষভ তাঁহার ভূষণ-বাহন।

শিবের শক্তি নগনন্দিনী গিরিশগৃহিণী বিন্দুবাসিনী ত্রিতাপতারিণী ভবভয়বারিণী মহামায়া সিদ্ধেশ্বরী শ্যামা মা জগজ্জননী দয়াময়ী মূর্ত্তিমতী মাতৃমূর্ত্তি। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জয়া-বিজয়া। তিনিই চিন্ময়ী মৃন্ময়ী, তিনিই ষোড়শী, রাজরাজেশ্বরী, গিরিরাজ-গৃহে গৌরী। মা কখনও বিন্ধ্যবাসিনী, কখনও কৈলাসবাসিনী, কখনও কাশীবাসিনী বিশ্বেশ্বরের অন্নপূর্ণা। আবার কখনও বা শ্রীমন্ত সদাগরকে কৃপা করিতে কমলে-কামিনী।

সুরশৈবলিনী শৈলসুতা-সপত্নী পতিতপাবনী কলিকলুষনাশিনী সুরেশ্বরী জহ্নুকন্যা গঙ্গা। শ্বেতসরোজবাসিনী শারদাম্ভোজবদনা সারদা সরস্বতী

বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি বিদ্যাদায়িনী। চঞ্চলা কমলার কৃপাকটাক্ষেও (ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভে) অনুপ্রাসের লক্ষ্য আছে।

শৈব 'শিবায় শাম্ভায়' বলিয়া স্তবস্তুতি করিতেছেন, 'শিব শিব শম্ভো বম্ বম্ ভোলা' বলিয়া গল্দঘর্ম। ভবানীভক্ত শাক্তের শ্মশানবাসিনী শবাসনা দিগ্‌বসনা কালী করালী কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী চামুণ্ডামূর্ত্তি শুম্ভনিশুম্ভ-নাশিনী রণরঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিনী ভৈরবীভৈরব-শোভিতা, খেটক-খর্পরকরা, ডাকিনীযোগিনীসমভিব্যাহারিণী, গলে দোলে মুণ্ডমালা। ভক্ত শাক্ত 'চণ্ডিকে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি' মন্ত্রে তাঁহাকে ভক্তিভরে ভজনা করিতেছেন, পিশাচসিদ্ধ হইবার জন্য তন্ত্রমন্ত্রবলে পঞ্চ মকার-সংযোগে শব-সাধনা করিতেছেন। মহামাংসও কচিৎ পূজার উপচার। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা। শুধু সন্ন্যাসী কেন, সংসারীও 'কালী কুলাও' বা 'কালী কল্পতরু' বলিয়া কল্যাণ কামনা করিতেছেন। তন্ত্রমন্ত্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপেও 'হিং-টিং-ছট্' 'তুট তুট তোতয়' অনুপ্রাসের উদয়!

জ্ঞানের মাত্রা বাড়িলে, কালীকৃষ্ণ কৃষ্ণকালী একাকার, কভু মুণ্ডমালী কভু বনমালী, কভু শ্যাম কভু শ্যামা, করে কভু অসি কভু বাঁশী। অথবা হরিহর-রূপে তনু আধ আধ, আহা কিবা মুরহর পুরহর একদেহে বিরাজে। আবার তারা মা কখনও শবশিবা, কখনও হরগৌরী মিলিতাঙ্গ দুইএ একে বিরাজে, পুরুষ-প্রকৃতি একাকার।

সৃষ্টিস্থিতিসংহারে অনুপ্রাস। নারায়ণ যুগে যুগে দানবদর্পদমন বা দনুজদলন ও ভূভারহরণ করিতে ধরাধামে অবতরণ করেন। বৃষ্ণিবংশের কৃষ্ণে ও কলিতে কল্কী অবতারে পরিপূর্ণ অনুপ্রাস। গৌরী-গিরিশের পুত্র বিঘ্নবিনাশন গণেশের ধ্যানে, নারায়ণের ধ্যানে, মহাদেব ও মহামায়ার ধ্যানে, মহিম্নস্তবে, সূর্য্যস্তবে, সুপবিত্র সাবিত্রী-মন্ত্রে, লক্ষ্মীর নিকট ধনধান্য-প্রার্থনায়, সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে, অখণ্ড-মণ্ডলাকারং মন্ত্রে গুরুর

অর্চ্চনায়, পাপমুক্তি প্রার্থনায় পুণ্ডরীকাক্ষের শরণ গ্রহণে, অনুপ্রাস মহিমা প্রকট।

হিন্দুর শাস্ত্রশাসনে শ্রুতিস্মৃতি আগমনিগম, বেদউপনিষদ, বা বেদবেদাঙ্গবেদান্ত, তন্ত্রতত্ত্ব ও স্মৃতিসংহিতার তিথিতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, হিন্দুর স্মরণীয় সুরথ সমাধি ও মেধসমুনি, পুলস্ত্য পুলহ বামদেব, হিন্দুর আদি কবি ব্যাস বাল্মীকি, হিন্দুর প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে শাস্ত্রসিদ্ধ বিধিনিষেধ, হিন্দুর শাস্ত্রবক্তা শুকসনকাদি সাধু এবং দ্বৈপায়ন ও তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্বের প্রবর্ত্তয়িতা সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার এই চতুঃসন, হিন্দুর সাধুসন্ন্যাসী ত্রিগুণাতীত, (শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ং) শঙ্করস্বামী, শিবানন্দস্বামী, শিবনারায়ণস্বামী, শ্রীধরস্বামী, শৃঙ্গেরী মঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, সোহং স্বামী, (মণ্ডনমিশ্রে অনুপ্রাস, উভয়ভারতীতেও অনুপ্রাস), রামস্বামী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী (অন্ত্যানুপ্রাস), বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, মোহান্ত মহারাজ, মাতাজী মহারাণী, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়ামক বেদবিধি বেদবাক্য, হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রের সংস্কারক স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন। হিন্দুর হৃদিস্থিত হৃষীকেশ, হিন্দুর গতিমুক্তি গয়াগঙ্গাগদাধর বা গোগঙ্গাগায়ত্রী, হিন্দুর আরাধ্য শালগ্রাম শিলা ও বটবৃক্ষ, হিন্দুর অপাপের সহায় শ্যামা-তুলসী, হিন্দুর সংকল্পের সাক্ষী সূর্য্যসোম যম, হিন্দুর পুণ্যযুগ সত্য ত্রেতা, হিন্দুর পুণ্যবারি জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী যুক্তবেণী ও মুক্তবেণী, হরিদ্বার গঙ্গাসাগর, মানস-সরোবর, হিন্দুর তীর্থ কাশী কাঞ্চী কামরূপ কামাখ্যা বা কাশের কাছে কালীঘাট, সাগরসঙ্গম, মহামুনি, (ব্যাসকাশী), হিন্দুর কাম্য জাহ্নবীজীবনে বা তুলসীতলায় নারায়ণ-স্মরণ করিয়া তনুত্যাগ, বৃদ্ধবয়সে কাশীবাস, মাঘে প্রয়াগ ও পতিতপাবনের পাদপদ্ম মরণে শরণ।

হিন্দুর আচার বিচার, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, ধ্যানধারণা,

জপতপ, যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি, স্তবস্তোত্র, স্তুতিনুতি, সঙ্কল্পসূক্ত, মূলমন্ত্র, ঋদ্ধিসিদ্ধি, পূজাপদ্ধতি, সঙ্কল্পসিদ্ধি, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, ভজনপূজন, স্নানদান, দানধ্যান, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চারণ চান্দ্রায়ণ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, আগ্যশ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধশান্তি, শ্রাদ্ধসপিণ্ডীকরণ, পিতৃপ্রেতকৃত্যে পিণ্ডপ্রদান, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ (জলাঞ্জলির জন্য), অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু মন্ত্রে স্বস্তিবাচন, আসন-সংশোধন, হোত্রা পোতা, শিষ্যসেবক, গুরু-পুরুত (পুরোহিত), গুরুগৃহে শিক্ষাদীক্ষা, পালপার্ব্বণ, পূজাপার্ব্বণ, পূজাপাঠ, প্রতিমাপূজা, প্রতীকপূজা (পুতুলপূজা !), ঘটে পটে পূজা, প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পত্রিকাপ্রবেশ, দেবদেবীর ভূষণ-বাহন, ফলফুলে বিল্বদলে গঙ্গাজলে পূজা, বারব্রত, দোলদুর্গোৎসব, রথরাস, জগন্নাথের রথ, পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণবৈষ্ণব-বন্দনা, দেবসেবা, দেবদর্শন, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, সৎসঙ্গ, সজ্জনসেবা, সাধুসেবা, ভগবানের ভোগরাগ, পরে ভক্তিভরে প্রসাদপ্রাপ্তি, অফুরন্ত অনুপ্রাস।

হিন্দুর পুরাণে ব্রহ্মার বর, শিবের বর, ব্রহ্মবাক্য বিফল হয় না ; হিন্দুর দেবাদেশ দৈববাণী, হিন্দুর দেবদ্বারে দেবদাসী, হিন্দুর পিতৃপুরুষের পুণ্যে সুখসৌভাগ্য, বা ললাট-লিখন কপালমূলং, হিন্দুর পরপীড়নে পাপ, হিন্দুর কামিনী-কাঞ্চন কুৎসিত, হিন্দুর নরককুণ্ডের নাম রৌরব, হিন্দুর সশরীরে স্বর্গলাভ, হিন্দুর স্বর্গসুখ নন্দনকানন, হিন্দুর ঐশ্বর্য্য কুবের-ভাণ্ডার, হিন্দুর সুশাসন রামরাজ্য, হিন্দুর প্রজারঞ্জক রাজা চারচক্ষুঃ। হিন্দুর প্রভুভক্তি বা প্রভুপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা বীরবর, হিন্দুর সুন্দরীশিরোমণি তিলোত্তমা, হিন্দুর আদর্শ সপত্নী দুর্গা ও গঙ্গা, হিন্দুর আদর্শদম্পতী সুরলোকে শিবসতী বা হরগৌরী বা গৌরী-গিরিশ বা পার্ব্বতী-পরমেশ্বর বা উমা-মহেশ্বর * (রোমরাজ্যে জুপিটার-জুনো !), ও

* নদীয়ার লক্ষ্মীনারা(য়ে)ণ ও রাঢ়ের লক্ষ্মী-নারা(য়)ণও আদর্শ-দম্পতী।

নরলোকে সাবিত্রী-সত্যবান্। হিন্দুর পঞ্চ পতিব্রতা রমণীরত্ন সতী-সীতা সাবিত্রী-শৈব্যা-শকুন্তলা। এই জন্যই হিন্দুকবি অনুপ্রাসের আশ্রয় লইয়া গাহিয়াছেন—'পতিপদে মতি যা'র তা'রে বলি সতী।'

অনুপ্রাসের তাড়নায় শিবশূন্য যজ্ঞ পণ্ড। অনুপ্রাসের চাপে পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চপিতা। শিবকবচ, কালীকবচ, কৃষ্ণকবচ, অনুপ্রাসের প্রভাবে অমোঘ। কালীতলা, নৈবেদ্যে ছোলাকলা, কলামূলা বা চালকলা, তিলতণ্ডুল, শ্বেতসর্ষপ, তিলতর্পণ, পিতৃতর্পণ, চিনির নৈবেদ্য, ষোড়শোপচারে উপাসনা, পঞ্চপল্লব, ত্রিপত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্পপাত্র, পূর্ণপাত্র, কুশাসন, কোশাকুশী, ধূপধূনা, গুগ্‌গুল, ধূপদীপ, দীপদান, সায়ংসন্ধ্যা, গ্রহণে গঙ্গাস্নান, বিপ্রপাদোদকপান, একগলা গঙ্গাজল, গুরুগিরি, রাত্তিরেতে প্রাতঃপ্রণাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, স্পর্শদোষ, জল আচরণীয় জাতি, উৎসব উপলক্ষে ঢাকঢোল, পাঁঠাকাটা, বলিদানের বাজনা, বিসর্জ্জনের বাজনা, রামরাজা, মেড়াপোড়া, মুণ্ডমালা, চালচিত্তির, দুর্গার দশ হাত, লাল চেলী, চেলীর পুঁটুলী, ব্রাহ্মবিবাহ, বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ, মলমাস, বারবেলাবিচার, কালবেলা কুলিকবেলা, দগ্ধাদোষ, শনির শেষ, বিষ্যুৎ বারের বারবেলা, সর্ব্বসিদ্ধেস্ত্রয়োদশী, পরদায় পরদায় অনুপ্রাস। বঙ্গভঙ্গবদলের পর প্রবাসী বাঙ্গালীর দিল্লীতে দুর্গোৎসবেও অনুপ্রাসের মহিমা। বর্ত্তমান বৎসরে বোধন-বিষয়ে ব্যবস্থায় বঙ্গবাসী বিখ্যাত (১৩১৯)। সুলভে শাস্ত্র-প্রকাশেও অনুপ্রাস সপ্রকাশ। অনুপ্রাসের গুণে গুপ্তপ্রেস ও পি এম্ বাগচির পঞ্জিকার ঘরে ঘরে আদর এবং প্রসন্ন শাস্ত্রীর পকেট চণ্ডীর পাঁচ আনা মূল্য।

কার্ত্তিকে কার্ত্তিকপূজা, চৈত্রে চড়ক, ফাল্গুনে ফাগুয়া ও কুটকড়াই-মুড়কী, মাঘমাসে মাঘমেলা, জ্যৈষ্ঠে জামাইষষ্ঠী ও যুগলের মেলা, পৌষ-পার্ব্বণ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, শীতলা-ষষ্ঠী, সূতিকা ষষ্ঠী, গোষ্ঠ-অষ্টমী, চম্পকচতুর্দ্দশী,

চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক, রবিবারে মৎস্যমাংস মাষকলাই নিষেধ ও তৈলতরুণী-বর্জ্জন, শুভস্বচনী, সাঁজপূজনী, তুষতুষলী, কুলকুলতী, চাঁপাচন্দন, পুণ্যিপুকুর, মাঘমাসে মাঘমণ্ডল, ফাল্গুনে ফাগুনকোণা ব্রত, কসাই-কালী, কাশী-কোতোয়াল কালভৈরব, ফণী মনসা, কালীঘাটের কাঙ্গালী, শিবরাত্রির সলিতা, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস-মাহাত্ম্য। উড়িষ্যার উড়াপট, মনসাপূজার কথায় অঙ্গ অঙ্গে অলঙ্কার ও উমনোঝুমনো, ভূতপ্রেতের ভয়ে রামনাম, কথকতা, পুরাণপাঠ, পূজার পার্ব্বণী, বারইয়ারী ব্যাপার, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু, বিশকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশকর্ম্মা, গণেশের শুঁড়, প্রিয় পরিজনের কল্যাণকামনায় পাঁচশিকার পূজা ও পাঁচপীরের কাছে বা সত্যনারায়ণের সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি এততেও কি অনুপ্রাস-মাহাত্ম্যে সন্দেহ করেন?

এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। বৈষ্ণব বাবাজীর হৃৎকমলে রাইরাজা আর রাখালরাজা। সখ্যরস, দাস্যরস, মধুর মধুর রাসরস, কোথায় না অনুপ্রাস? চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস বলরামদাস বৈষ্ণবদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ—সমস্তভাবে অনুপ্রাসের দাসানুদাস। চণ্ডীদাসের রামী রজকিনী অনুপ্রাসরসে ডগমগ। প্রভুপরম্পরার আবির্ভাব-তিরোভাবে অনুপ্রাস। পুরুষোত্তম পণ্ডিত অনুপ্রাস-মণ্ডিত। শ্রীনন্দনন্দনের আনন্দকানন শ্রীবৃন্দাবন বৈষ্ণবের তীর্থ, ইহলোকে বৃন্দাবন-বাস ও পরলোকে বৈকুণ্ঠবাস তাঁহার স্বর্গসুখ, পাটপর্য্যটন তাঁহার কাম্যকর্ম্ম, রথরজ্জুধারণ রথারোপণ রথারূঢ় জয়-জগন্নাথ-দর্শন তাঁহার পূর্ণপুণ্য, কৃষ্ণকলি ফুলে 'কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং' মন্ত্রে তাঁহার দেবপূজা। গিরিগোবর্দ্ধনধারণ তাঁহার শ্রীগুরু গোপেশ্বরের শৌর্য্যবীর্য্য, নবনারীকুঞ্জর ব্রজবিহার বৃন্দাবনবিলাস কেলিকুঞ্জ কেলিকদম্ব বংশীবাদন কালিন্দীর কূলে ষোল-শ' গোপীর বসনহরণ বা যমুনার জলে জলকেলি তাঁহার দেবতার লীলাখেলা, জটিলা কুটিলা তাঁহার শ্রীরাধার

সাধনার শক্র, বৃন্দাদূতী, কৃষ্ণ ও কুব্জা, পরকীয়াপ্রীতি তাঁহার মধুর রসের উৎস, কানাই বলাই শ্রীদাম সুদাম সুবল তাঁহার সখ্যরসের সাধনার সম্বল, (রাখাল বালক ল'য়ে বনে বনে ধবলী শ্যামলী গরু চরান), ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর তাঁহার বাৎসল্যের আধার, দধিদুগ্ধ ক্ষীরসর নবনীত তাঁহার দামোদরের ভোগরাগ, বৃন্দাবনের মাখমমাটী তাঁহার অমৃত আহার, ধড়া চূড়া শিখিপাখা বংশীবট চূয়াচন্দন কুঙ্কুমকস্তুরী তাঁহার বংশীধারী হরির প্রসাধন, মুকুন্দমুরারি রাধামাধব শ্যামসুন্দর মদনমোহন যুগলজীবন বংশীবদন বঙ্কুবিহারী বাঁকেবিহারী বালগোপাল নন্দদুলাল নীলমণি তাঁহার দেবতার নিত্য নব নব নাম। কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণকীর্ত্তন, চমৎকার-চন্দ্রিকা, গোপীগীতা, গোপীগোষ্ঠ, বৈষ্ণববিধান, বৃন্দাবনধ্যান, বৃন্দাবনবিলাস, ব্রজবিহার, বিবর্ত্ত-বিলাস, প্রাচীন পদাবলী, তাঁহার দেবতার গুণগান-গ্রথিত সংসাহিত্য, সখীসংবাদ, সুবল-সংবাদ, মানমাথুর, তাঁহার সাধের সঙ্গীত, ব্রজবুলি তাঁহার ভাবের ভাষা, নামগান তাঁহার ধ্যান জ্ঞান, হরি হে দীনবন্ধু তাঁহার আকুল আহ্বান, ষট্‌সন্দর্ভ তাঁহার দর্শনশাস্ত্র, প্রভুপাদ তাঁহার পূজ্যপদবী, পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী কৃতহরিসেব শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ তাঁহার কর্ণকুহরে মধুধারা বর্ষণ করে— আর ভাবের আবেশে এই মাটীতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া তিনি গড়াগড়ি দেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের সাধনায়, শচীসুত নদীয়ার নিমাই নিতাই নাটের গুরু, নীলাচলে গৌরহরির নবলীলা, পুণ্ডরীক প্রেমনিধি মহাপ্রভুর পরমভক্ত, জগাই-মাধাই-উদ্ধার নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের মহামহিমা। শ্রীরায় রামানন্দ, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, গীতগৌরাঙ্গ, চৈতন্যচৌতিশা, চৈতন্যচরিত, চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত), চৈতন্যচন্দ্রিকা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় (কবিকর্ণপূর-প্রণীত)—সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের অভ্যুদয়। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রেমপ্রচারিণী সভায়ও অনুপ্রাস।

এ ঘোর কলিকালেও অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, খড়দহের শ্যামসুন্দরের ফুলদোল, শিব-নিবাসে মাঘমাসে মদনমোহনের মেলা, রামানন্দের রাস, রাণী রাসমণির রূপার রথ, জ্যৈষ্ঠে যুগল, পটপূর্ণিমা, সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তনে খোল করতাল খঞ্জনী, মৃদঙ্গমন্দিরা, ভেক নিয়ে ভিখ মাগা, হরিনামের মালা, তুলসীতলা, ফোঁটা কাটা, চৈতন-চুটকি, বহির্বাস, সেবাদাসী—নিজে নদের নোক হ'য়ে আর নেড়ানেড়ীর নাম নেব না—অনুপ্রাস-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

বিদ্যামন্দিরে অনুপ্রাস।*

(প্রতিভা, কার্ত্তিক ১৩১৯)

বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণি বিদ্যা-মন্দিরে বিরাজিতা দেবী; অতএব বিদ্যার আদান-প্রদান বা আধুনিক কালের ক্রয়বিক্রয়-বাণিজ্যব্যাপারে অনুপ্রাস অনায়াসলভ্য হওয়াই উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে অনুপ্রাসের অবারিত অধিকার।

পাঠশালার পড়ুয়ার পাততাড়ীতে, বেতহাতে গুরুমহাশয়ের ছেলে-লেখানতে, কোদালে 'ক' কাগের ছা বগের ছা বা হিজিবিজি বা হিলি-বিলি লেখায়, আঁকুরে 'ক'এ, আনাগোনা 'ঘ'এ, বেগুনবীচি 'চ'এ, কাঁকে কলসী 'ঝ'এ, হাড়গোড়-ভাঙ্গা 'দ'এ, পেটকাটা 'ষ'এ, হলহলে 'হ'এ, 'ক'এ করাত 'খ'এ খরগোস প্রভৃতি প্রাচীন কিণ্ডারগার্টেন

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে বা বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতিতে সান্ধ্য-সম্মিলনে পঠিত। (৮ই অক্টোবর ১৯১২)।

প্রণালীতে, অনুপ্রাস গজ্ গজ্ করিতেছে। শিশুশিক্ষাকালে 'অবৃত্তবু (অবতু বো) গিরিসুতা, মায়ে বলে পড় পুতা' 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই' ইত্যাদি শ্লোকবাক্যে অনুপ্রাসের খর নজর আছে। কালী কলম কাগজে, কালী কলম মনে, লালনীল পেন্‌শিলে, সেল্‌ফ্‌-ফিলিং ফাউণ্টেন পেনে, টাইপ-রাইটারে, অনুপ্রাসের আঁচড় আছে। না-প'ড়ে পণ্ডিতও অনুপ্রাসের খাতির রাখেন। ঠেকে শেখা ও দেখে শেখা—উভয়ই অনুপ্রাসের অনুগ্রহে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির কথাই বলুন আর 'শতশ্লোকেন পণ্ডিতঃ' এই প্রবাদ-বাক্যই ব্যবহার করুন, অনুপ্রাস অপরিহার্য্য।

স্ত্রীশিক্ষায়, বালিকা বিত্তালয়ে, ব্রাহ্ম বালিকা বিত্তালয়ে, বীটুন বালিকা বিত্তালয়ে, প্রথম প্রতিষ্ঠান প্যারীচরণ সরকারের বারাসত বালিকা-বিত্তালয় ও চোরবাগান বালিকা-বিত্তালয়ে, মাতাজী মহারাণীর মহাকালী পাঠশালায়, এবং 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ', এই মূলমন্ত্রে অনুপ্রাসের শুভ অবসর রহিয়াছে।

সংস্কৃত শিক্ষায়, বিত্তাবিনোদিনী সভায়, বঙ্গবিবুধ-জননী সভায়, বৰ্দ্ধমান বিজয়কেন্দ্রে, আর্য্যাশিক্ষাসমিতিতে, সংস্কৃতসঞ্জীবন সমাজে, সংস্কৃত-সঞ্জীবনী সভায়, সংস্কৃত সমিতিতে, সম্মিলনী সভায়, সারস্বত সমিতিতে, সারস্বত সম্মিলনে, সারস্বত সমাজে, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস সুপ্রকাশ। টোল-চৌপাঠীর উপাধিতেও অনুপ্রাসের উপরোধ উপেক্ষিত হয় না। যথা—কবিকণ্ঠাভরণ, কবিবল্লভ, কাব্যকণ্ঠ, কাব্যকৌমুদী, তর্কতীর্থ, ভক্তিভূষণ, ভাগবত-ভূষণ, বাণীবিনোদ, বিত্তাবাগীশ, বিত্তাবাচস্পতি, বিত্তাবিনোদ, বিত্তাবিশারদ, বিদ্বদ্‌বল্লভ, বেদান্তবাগীশ, বেদান্তবাচস্পতি বা চঞ্চু, বেদান্তরত্ন, সাংখ্যসাগর, সাহিত্যসরস্বতী, সিদ্ধান্তসাগর, সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—অনুপ্রাস সকলেরই মাথার মণি। ফল কথা, স্মার্ত্তশিরোমণিই

বলুন আর বিদ্যাদিগ্‌গজই বলুন, মহামহোপাধ্যায়ই বলুন আর পোলিটিক্যাল পণ্ডিতই বলুন, কেহই অনুপ্রাসের অতীত নহেন।

বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্পস্ ক্রিষ্টি কলেজ, সিডনি সাসেক্স কলেজ, ক্লেয়ার কলেজ কেমব্রিজ, কলেজ ক্যাপ, ট্রিনিটি টার্ম, সমার সেমেষ্টার (জার্ম্মান), পিট প্রেস সিরিস, হোরেস হার্ট, ক্রেভন্ ক্ল্যাসিক্যাল স্কলারসিপ, সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার—সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের বাহার।

কমারশ্যাল কলেজ বা বাণিজ্যবিদ্যালয়, কৃষি-কলেজ, কারিগরি-কলেজ, বয়ন-বিদ্যালয়, বিজ্ঞান-বিদ্যালয়,হাতে-হেতেড়ে শিক্ষা, সায়ান্স এসোসিয়েশন, কিণ্ডারগার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত, জাতীয়-শিক্ষা সমিতি, সাধারণশিক্ষা, শিশুশিক্ষা, প্রতিযোগি-পরীক্ষা, ব্রাহ্ম বয়েস্ বোর্ডিং, ডেফ্ এণ্ড ডাম্ স্কুল, প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা, কবীন্দ্র কলেজ, বারাণসী বেদ-বিদ্যালয়, বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়—সর্ব্বত্রই অনুপ্রাস। মেডিক্যাল কলেজের মাঝখানে অনুপ্রাস উঁকি মারিতেছেন, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল, ন্যাশন্যাল কাউন্‌সিল্ ও মর্টন ইন্‌ষ্টিটিউশানের পশ্চাতে অনুপ্রাস লাগিয়া আছেন। মাষ্টার মশায়, প্রাইভেট টিউটর, রয়াল রীডার, সেকালের জুনিয়র সিনিয়র স্কলার, হেয়ার-হিন্দু, হেয়ার স্কুলের পূর্ব্বপরিচয় স্কুল-সোসাইটির স্কুল, শারবোর্ণ সাহেবের স্কুল,—অনুপ্রাসই এ সকলের মূল। বড়দিনের বন্ধ, শেষ শনিবারে ছুটি, অনুপ্রাসের যোগাযোগে। এল্ এ ফেলের মাষ্টারী করিতে করিতে মোক্তারী পড়া অনুপ্রাসেরই অনুরোধে।

স্কুল-কলেজের খেলাধূলায় আমোদপ্রমোদেও অনুপ্রাস উঁকিঝুঁকি মারেন। যথা—কলেজ ক্রিকেট ক্লাব, প্রেসিডেন্সী স্পোর্টস, দীননাথ ও বঙ্কিমবিহারী সেন শীল্‌ড্। ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে অনুপ্রাস জল্ জল্ করিতেছে। বালকবাসের বোর্ডিং ব্যবস্থায়ও অনুপ্রাসের হাত আছে; যথা, হিন্দু-হোষ্টেল, ডান্-ডাস্ হোষ্টেল।

মাধব বাবুর বাজারের ধারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রাসের হাট জমজমাট। শিক্ষা ও পরীক্ষা, বিধিব্যবস্থা, পরীক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্য-পুস্তক, প্রশ্নপত্র, প্রশংসাপত্র, পদক প্রাইজ পারিতোষিক পুরস্কার, স্কুল-কলেজ, সেকসান, রীডার, পেপার-সেটার, ল লেকচার, মুট্ কোর্ট, [Rules & Regulations, Senate & Syndicate, Subjects & Syllabus, Curriculum, Tabulator & Moderator, original research, modern method, Keys Cribs & Cram-books, Subscription & Donation, Fees & Fines; I. A., B. A., M. A.; I. Sc., B. Sc., M. Sc; Ph. D., D. Sc.; B. L., M. L., D. L.;] মামুলি এল এল ইত্যাদি উপাধিধারী—সর্ব্বঘটে অনুপ্রাস। General Geography, Mixed Mathematics, আগের আমলের Sanitary Science প্রভৃতি বিষয়নির্দ্দেশেও অনুপ্রাস। History & Economics এ অনুপ্রাসের অভাব দেখিয়া নববিধানে Economics & Politics এ যোড় মিলান হইয়াছে। এই জন্যই কি আমাদের বার Jane Austen এর Emma এম্ এর কোর্স হইয়াছিল? Entrance Examination বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুন্দর অনুপ্রাস ছিল; নূতন নাম Matriculation Examination এও আছে, তবে পুচ্ছদেশে ছবড়জঙ্গ গোছের।

প্যাচেটি প্রাইজ, মতিলাল মল্লিক মেডাল, ষ্টিফেন ফিনি মেডাল, সংস্কৃতে সোনামণি মেডাল, মোহিনীমোহন মিত্র রৌপ্যপদক, এম্ বিতে ম্যাকলাউড্ মেডাল, ম্যাথাম্যাটিক্সে ম্যাক্কান্ মেডাল, এবং ছাত্রজীবনের সেরা সম্মান (blue ribbon) মাউয়াট মেডাল ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিতে অনুপ্রাসেরই অনুবৃত্তি। অনুপ্রাস-প্রবণ ম্যাথাম্যাটিক্সে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী দুই দুই জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-পদে 'নমিনেশান'

পাইয়াছেন, ইহাতেও অনুপ্রাসের জয়জয়কার। অনুপ্রাসের অনুগ্রহে, প্রেসিডেন্সীতে প্রথম বাঙ্গালী প্রোফেসার প্যারিচরণ সরকার, ও প্রথম বাঙ্গালী প্রিন্সিপ্যাল (ডাক্তার) প্রসন্নকুমার রায় (P. K. Roy), প্রথম বাঙ্গালী কলেজ মেট্রপলিটান্ ইনষ্টিটিউশ্যান্। বসুর বঙ্গ-বাসী কলেজে ও কৃষ্ণনগর কলেজে অনুপ্রাস। সিটিকলেজে ও সেন্ট্রাল কলেজে ও ইংরাজীতে অক্ষরগত অনুপ্রাস আছে। অনুপ্রাসের অনুরোধে বহরমপুর কলেজ (কৃষ্ণনগর কলেজের কাছাকাছি বলিয়া?) কৃষ্ণনাথ কলেজ হইয়াছে, গৌহাটী কলেজ কটন কলেজ হইয়াছে, ও ময়মনসিংহে কলেজের নামে আনন্দমোহনের স্মৃতি সম্মানিত হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বয়োবৃদ্ধি ও পরিশ্রম-প্রযুক্ত পরীক্ষা-পাশে কৃতকার্য্যতা বা সসম্মানে উত্তরণ অনুপ্রাসের পোষক প্রমাণ নহে কি? অনুপ্রাসের অনুসারেই প্রথম বিভাগে পাশের পরিমাণ বাড়িয়াছে কি না (বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায়) কে জানে? বাড়াবাড়ি দেখিয়া পরীক্ষা-পাশে প্রতিভার পরিমাপ বা বিদ্যার বহর বিচার হয় না এই অজুহতে কেহ কেহ পরীক্ষাপাশ পণ্ডশ্রম ও উপাধি ব্যাধি বলিয়া তুচ্ছ তাচ্ছল্য করেন। তাঁহাদিগকে অনুপ্রাসে অনুরক্ত মহাকবি ভবভূতির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে,—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভসাধনাকল্পে নবনিযুক্ত শিক্ষাসচিব ও সহকারী শিক্ষাসচিব অনুপ্রাসের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন। সে যাহাই হউক, আমরা হীনপ্রাণ, হোমরা চোমরা সাহেব-সুবার ধার ধারি না। অস্মদাদির অদৃষ্টের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা বা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—অক্লান্তকর্ম্মা অন্বর্থনামা ডবল ডাক্তার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের সারসর্ব্বস্ব স্যার

শ্রীআশুতোষ সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি, ডি এল, ডি এস্ সি, এফ আর এ এস্, এফ আর এস ই, ৭৭ রসা রোডে রহিয়াছেন!

দেবভাষায় অনুপ্রাস।*

(প্রতিভা, ফাল্গুন ১৩১৮)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-ভূষিত সংস্কৃতপাঠশালায় সারস্বত-সম্মিলনে যেরূপ অনুপ্রাস, তাহাতে এ ক্ষেত্রে অনুপ্রাসের অল্পস্বল্প আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সংস্কৃতশাস্ত্র-সাগরে ও সাহিত্যসরিতে রীতিমত প্রবেশ না করিয়াও যেটুকু অনুপ্রাসের প্রভাব অনুভব করিয়াছি, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। যে ভাষায় শোকই শ্লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে ("শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ"), সে ভাষায় অনুপ্রাস ত স্বতঃসিদ্ধ। সেই জন্যই বোধ করি দর্পণকার 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' বলিয়া কাব্যের লক্ষণনির্দ্দেশেই অনুপ্রাসের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। শুধু কাব্যে কেন, অন্যত্রও অনুপ্রাসের অবসর আছে।

কোথাও গ্রন্থের নামে, কোথাও গ্রন্থকারের নামে, কোথাও বা উভয়ত্র অনুপ্রাস আছে। কোথাও কোথাও আবার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামে মিলিয়া অনুপ্রাসের তিলতণ্ডুলবৎ সংসৃষ্টি। মলাট ছাড়িয়া গ্রন্থের ভিতর আসিলে, বর্ণনীয় বিষয়ে, নায়ক-নায়িকার নামনির্দ্দেশে, ইতর পাত্রপাত্রী-

---

* সংস্কৃত কলেজে সারস্বত-সম্মিলনে পঠিত।

গণের পরিচয়-প্রসঙ্গে, অনুপ্রাসের অবতারণা দেখিতে পাই। ক্রমে দেখাইতেছি।

গ্রন্থের নামে অনুপ্রাস যথা—

(১) কাব্য। অনর্ঘরাঘব, (কথা)সরিৎসাগর, কাদম্বরীকথা, কীর্ত্তিকৌমুদী, চন্দ্রপ্রভচরিত, ধনঞ্জয়বিজয়, নাগানন্দ নাটক, নেমিনির্ব্বাণ,পার্ব্বতীপরিণয়, পুরুষপরীক্ষা (বিদ্যাপতি-প্রণীত), পুষ্পবাণবিলাস, মন্দারমরন্দ, মল্লিকামারুত, মালতীমাধব, রসসদন, রাঘবপাণ্ডবীয়, রাবণার্জ্জুনীয়, লটকমেলক, বঙ্গেশবিজয়, বাতদূত, বাসুদেববিজয়, বিদগ্ধমুখমণ্ডন, বেতালপঞ্চবিংশতি, শ্রীনিবাসবিলাস, সঙ্গীতপারিজাত, সপ্তশতক, হরচরিতচিন্তামণি।

(২) ছন্দঃশাস্ত্র। প্রাকৃত-পিঙ্গল।

(৩) অলঙ্কার-শাস্ত্র। কাব্যপ্রকাশ, ধ্বন্যালোকলোচন।

(৪) ব্যাকরণ-শাস্ত্র। কবিকল্পদ্রুম, কলাপকাতন্ত্র, কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি, বান্ধব ব্যাকরণ, বৃত্তিবার্ত্তিক, সারস্বত ব্যাকরণ, সংক্ষিপ্তসার। পাণিনি নিজে অনুপ্রাসের অধীন ; বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশে অনুপ্রাস সুপ্রকাশ। ৺নীলমণি ন্যায়ালঙ্কারের মণিমঞ্জরীও বাদ যান না।

(৫) জ্যোতিঃশাস্ত্র। মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড, সামুদ্রিকশাস্ত্র, সামুদ্রিক শিক্ষা, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(৬) বৈদ্যকশাস্ত্র। পরিভাষাপ্রদীপ, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরত্নাকর, রসসার, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, শার্ঙ্গধরসংগ্রহ, শার্ঙ্গধরসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা। স্বয়ং ধন্বন্তরি অনুপ্রাসের অরি নহেন।

(৭) বৈষ্ণব শাস্ত্র। উজ্জ্বলনীলমণি, উজ্জ্বলরসসার, কমলাকরুণাবিলাস, গীতগোবিন্দ, গোপীগীতা, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, বিবর্ত্তবিলাস, ব্রজবিহার।

(৮) দর্শনশাস্ত্র। আত্মতত্ত্ব-বিবেক, ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি, উপমান-

চিন্তামণি, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, তর্ককৌমুদী, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, মীমাংসাপরিভাষা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ষট্সন্দর্ভ, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সাংখ্যসপ্ততি, সাংখ্যসূত্র, সাংখ্যসার।

(৯) স্মৃতিশাস্ত্র। সম্বর্ত্তসংহিতা, শাতাতপসংহিতা, স্মৃতিসংহিতা, নবরর্থমুক্তাবলী, কৃত্যতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, স্মৃতিসিদ্ধান্ত।

(১০) ধর্ম্মশাস্ত্র। অনুত্তম-স্তবনাবলী, অবধূতগীতা, আর্য্যা সপ্তশতী, কালীকৈবল্যদায়িনী, ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, গণেশগীতা, গর্ভগীতা, গুরুগীতা, মোহমুদ্গর, তন্ত্রতত্ত্ব, ব্যাসসংহিতা, শতশ্লোকী, শাণ্ডিল্যসূত্র, শান্তিশতক, শৃঙ্গারশতক, শ্যামাসন্তোষ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সূর্য্যশতক, সৌরসূক্ত, স্তবকবচমালা।

(১১) পুরাণশাস্ত্র। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

(১২) বেদবেদাঙ্গ। যজু (বেদ), শতপথ (ব্রাহ্মণ), তৈত্তিরীয় (শাখা), মাধ্যন্দিন (শাখা)। শ্বেতাশ্বতর, ব্রহ্মবিন্দু, পুরুষসূক্ত, কেনকঠ, মুণ্ডক-মাণ্ডুক্য, যোড়ে যোড়ে অনুপ্রাস। উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে, পদপাঠে, অনুপ্রাস।

গ্রন্থকারের নাম বা উপাধিতে অনুপ্রাস। যথা বেদব্যাস, বররুচি, ভবভূতি, ভবদেবভট্ট, ভোজরাজ, বীররাঘব, মুরারিমিশ্র, কবিকর্ণপূর। কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্টও অনুপ্রাসপিষ্ট; তবে বড় আড়ষ্ট, ঠিক যেন ভট্টস্য কটাং শরটঃ প্রবিষ্টঃ!

মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ, বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ, মুরারি-মিশ্রের অনর্ঘরাঘব, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, এ সকল স্থলে প্রণেতার নামেও অনুপ্রাস, পুস্তকের নামেও অনুপ্রাস। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেবের (কথা) সরিৎসাগর, বীররাঘবের বীরচরিতটীকা, এ কয়েকটি স্থলে গ্রন্থে ও গ্রন্থকারের নামে মিলিয়া অনুপ্রাস। সোমিল

রামিল পূর্ব্বকবিদ্বয়ে যুগলে অনুপ্রাস। রামায়ণের রচয়িতা রত্নাকর ধরিলে অনুপ্রাসের অবসর ঘটে।

ছন্দোবন্ধ, পাদপূরণ, তিলতণ্ডুলবৎ সংসৃষ্টি, টীকাকার, টীকাটিপ্পনী, সুভাষিত, পারিপার্শ্বিক, বিষ্কম্ভক, নান্দী, শৌরসেনী, প্রাকৃত ও সংস্কৃত, শ্রব্য কাব্য, কোষকাব্য, রূপক উপরূপক, নাটকত্রোটক, বীররস, রুদ্ররস, বীজবিন্দু, স্তম্ভস্বেদ (সাত্ত্বিক), পত্রপ্রকর্ষ, মুখ প্রতিমুখ, চেটবিট, বৃদ্ধবিপ্র কঞ্চুকী, ব্যঞ্জনাবৃত্তি, লক্ষণাব্যঞ্জনা, স্বকীয়া পরকীয়া, মানভঞ্জন, চাটুবচন, পাদপতন, চরণসংবাহন, পাদপদ্মে প্রণতি, স্তোকবাক্য, কৃতককোপ, কৃতক-কলহ, মদনমহোৎসব, প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপারেও অনুপ্রাস দেখা যায়।

পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশে—কাকোলূকীয়, কাককূর্ম্ম, মূষিককপোতকথা, কাকমৃগশৃগালানাং, পোতবণিক্‌পত্নী-রাজপুত্রয়োঃ, বণিক্‌বৃষসিংহশৃগালানাং, ব্যাধমৃগশূকরসর্পশৃগালানাং, শক্তুশরাব, করালকেসর, খরনখর, বীণাকর্ণ, রথকার, সুবর্ণসিদ্ধ, সোমশর্ম্মা, ধর্ম্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি, কর্পূরপট, কাষ্ঠকূট, ফুল্লোৎপল, বীরবর, সঙ্কটবিকট, করটকদমনক, কল্যাণকটক ও পাটলীপুত্রনামনগর প্রভৃতি বহুতর অনুপ্রাস।

দশকুমারচরিতে, উপহারবর্ম্মা অপহারবর্ম্মা, মিত্রগুপ্ত মন্ত্রগুপ্ত, গোমিনী-ধূমিনী, নিম্ববতী নিতম্ববতী, প্রভৃতি যোড়ে যোড়ে নামে অনুপ্রাস। পূর্ব্ব-পীঠিকায় অনুপ্রাস, কন্দুকক্রীড়ায় অনুপ্রাস।

প্রিয়দর্শিকায় বিনয়বসু, নাগানন্দে জীমূতকেতুর পুত্র জীমূতবাহন, বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসু, মিত্রাবসুর ভগিনী মলয়বতী (মলয়াচলের উপত্যকায়), রত্নাবলীতে সাগরিকার সখী সুসঙ্গতা, বৎসরাজপত্নী বাসবদত্তা প্রদ্যোতদুহিতা, বিক্রমবাহু, বাভ্রব্য, বিদূষক বসন্তক, বিক্রমবাহুর পুত্র বসুভূতি, বিজয়বর্ম্মা জয়বর্ম্মা ভ্রাতৃদ্বয়, মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য, অনুপ্রাসের আধিক্য নহে কি?

কবি কালিদাসের পিতৃপ্রদত্ত নামটা নিতান্ত বদখত ছিল, কিন্তু তিনি পার্ব্বতীপরমেশ্বরের স্তব করিয়া অপরাধ-ভঞ্জন করিয়াছেন। 'শকুন্তলা'য় সত্যসেবক শার্ঙ্গরব-শারদ্বত তাঁহার অনুপ্রাসপ্রিয়তার সাক্ষী। 'ঋতু-সংহার' নামে অনুপ্রাসের বাহার না থাকিলেও বর্ষাবর্ণন-বসন্তবর্ণনে আছে। 'কুমার-সম্ভবে' শিববিবাহ বা পার্ব্বতীপরিণয় বর্ণনীয় বিষয়।

ভবভূতির অনুপ্রাসপ্রবণতা কাহারও অবিদিত নহে। যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় চরণগুরু পংক্তিপাবন ধৃতব্রত ব্রহ্মবাদী বাজপেয়যাজী বংশে যাঁহার জন্ম, পদ্মপুরে যাঁহার বাস, যিনি নিজে বশ্যবাক্ পরিণতপ্রজ্ঞ ও যিনি নীলকণ্ঠের পুত্র শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি, তাঁহার অনুপ্রাসে অসাধারণ অধিকার থাকিবারই ত কথা। বীরচরিত উত্তরচরিত একত্র করিলে অনুপ্রাস, মালতীমাধবে পরিপূর্ণ অনুপ্রাস। আরও রহস্য রহিয়াছে। প্রকরণের প্রথম অঙ্কের অভিধান বকুলবীথিকা। নায়ক মাধব, নায়িকা মালতী; মাধবের মিত্র মকরন্দ, মালতীর মিতিন মন্দারিকা, মকরন্দের মধুরমিলন মদয়ন্তিকার সঙ্গে। ইহা ছাড়া নন্দন-কামন্দকী-কলহংসক-কপালকুণ্ডলা-অঘোরঘণ্ট প্রভৃতিতে অনুপ্রাসের ঘণ্ট হইয়াছে।

রামায়ণে বর্ণনীয় বিষয়—রামের রাজ্যাভিষেক, পিতৃসত্যপালনার্থ বনবাস, মায়ামৃগ, শাপাদপি শরাদপি, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, বালিবধ, মায়ামুণ্ড, স্বর্ণসীতা, পাতালপ্রবেশ। কেকয়, কিষ্কিন্ধ্যা, জনস্থান, পম্পা, তমসাতীর, প্রভৃতি স্থানও অনুপ্রাসের মান রাখিয়াছে। তা'র পর সগরসন্তান, কৌশিক, কৈকেয়ী, নলনীল, গয়গবাক্ষ, হনূমান্ জাম্ববান্, সুষেণ, শুকশারণ, বীরবাহু, মন্দোদরী, কুম্ভকর্ণ, সকলেই অনুপ্রাসের তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। তাই প্রাচীন কবি বড় কথাটাই ধরিয়াছিলেন,—

কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
কথং জ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে ভকারো নাস্তি রাবণে॥

মহাভারতে কৌরবপাণ্ডব, দুর্যোধন দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য, বৃষকেতু বৃষসেন, কৃপকৃপী, কৃষ্ণকৃষ্ণা, উত্তরউত্তরা, হিড়িম্বহিড়িম্বা, নরনারায়ণ, কুরুকুল, পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চালীর পঞ্চপতি, পাশুপত অস্ত্র, দেবব্রত, সত্যবতী, বিচিত্রবীর্য্য, বেদব্যাস, জনমেজয়, সব্যসাচী বভ্রুবাহন, যুযুৎসু, দ্বৈপায়নশিষ্য বৈশম্পায়ন, দ্বৈপায়নে দুর্যোধন, অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, বলভদ্র-সুভদ্রা, হাহা-হুহু, অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা, বারণাবত, ভীষ্মের শরশয্যা, সর্পসত্র, গোগ্রহ, যদুবংশধ্বংস, যযাতির যৌবনপ্রাপ্তি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিবাদ, বারো বছর বনবাস, সশরীরে স্বর্গারোহণ, সবই অনুপ্রাসের ধাপে ধাপে।

আরও দেখুন। লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে অনুপ্রাসের আভাস আছে। আবার শমন-দমন রাবণ রাজা রাবণ-দমন রাম, রামের প্রতিদ্বন্দ্বী পরশুরাম, রাবণের অরি রাম, সীতার সখী সরমা, কৃষ্ণের শত্রু কংস, সাবিত্রীর স্বামী সত্যবান্।

খগোল ভূগোলে উপত্যকা অধিত্যকা, গিরিগুহা, নদনদী, মানস সরস্, দধিদুগ্ধাদি বা ক্ষারোদক্ষীরোদাদি সপ্ত সমুদ্র, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, লোকালোকাচল, সুমেরু-কুমেরু, সরিৎ-সাগর-ভূধর, মানসসরোবর, সুদর্শন সরঃ, মহর্ষি মাণ্ডকর্ণীর পঞ্চাপ্সরঃ সরঃ, পম্পা, অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ, কাশীকাঞ্চী, কোশল, কান্যকুব্জ, কিষ্কিন্ধ্যা, জনস্থান, বৃন্দাবন, পুরুষপুর, শূরসেন, কর্ণসুবর্ণ, পাটলীপুত্র, জাহ্নবী-যমুনা, সরস্বতী, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। পুণ্যপীঠ সরস্বতী-দৃষদ্বতী-বেষ্টিত ব্রহ্মাবর্ত্তে অনুপ্রাস প্রকট।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে গ্রহউপগ্রহ, যুতবেধ যামিত্রবেধ, বামবেধ, সপ্তশলাক, বারবেলা, কালবেলা-কুলিকবেলা, মলমাস, নষ্টকোষ্ঠী (উদ্ধার), দগ্ধাদোষ, রাজযোটক, করকোষ্ঠী, কলাকাষ্ঠা, দিনক্ষণ, দিবাদণ্ড, পল-বিপল-অনুপল, মেষবৃষ, তিথিতারার সংজ্ঞা ইত্যাদিতে ভূরি ভূরি অনুপ্রাস।

কোষগ্রন্থ কোষকাব্য না হইলেও অনুপ্রাসরসে বঞ্চিত নহে। কোকিলঃ পিক ইত্যপি, তুষারস্তুহিনং হিমং, গহনং কাননং বনং, বেলা কালে তীরনীরয়োঃ, ক্ষিতিক্ষান্ত্যোঃ ক্ষমা, স্বোদিবৌ দ্বে, রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা, প্রশ্রয়প্রণয়ৌ সমৌ, স প্রভাবঃ প্রতাপশ্চ, অনুভাবঃ প্রভাবশ্চ, মন্যুর্দৈন্যে ক্রতৌ ক্রুধি, বার্ত্তা প্রবৃত্তির্বৃত্তান্তঃ, শুক্ল-শুভ্র-শুচি-শ্বেত-বিশদ-শ্যেত-পাণ্ডরাঃ, ইত্যাদিতে অনুপ্রাসের প্রয়াস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এরূপ বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা পিষ্টপেষণ মাত্র।

ব্যাকরণে ষত্বণত্ব, ধাতুপ্রত্যয়, সন্ধিসমাস, সন্ধির সূত্র, স্বরসন্ধি, দ্বন্দ্বদ্বিগু, বহুব্রীহি, ব্যধিকরণ সমানাধিকরণ, সুপ্সুপা, কৃৎ তদ্ধিত, কারক, কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়া, সম্প্রদান অপাদান, উত্তম-মধ্যম-প্রথম পুরুষ, প্রতিপ্রসব, যোগবিভাগ, বর্জ্জিতবিধি, বিশেষবিধি, অপপ্রয়োগ, অনুনাসিক, ডিথডবিথ, দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি দৃষ্টান্ত, ভূতভবিষ্যৎ, অদ্যতন অনদ্যতন, লঙ্ লিঙ্ লুঙ্, লট্লিট্লোট্, শতৃশানচ্, কসুকানচ্, স্যতৃস্যমান, ক্ত-ক্তবতু, ডুল-ডামহট্, তরতম, দেশ্যদেশীয়, ল্যব্লোপে পঞ্চমী, পচাদ্যচ্, অচতুরেতাচ্, শেষে ষষ্ঠী, ইত্যাদিতে পুঞ্জে পুঞ্জে অনুপ্রাস। অভ্যস্তসংজ্ঞাও অনুপ্রাসের অনুরোধে কি না, কে জানে?

দর্শনশাস্ত্র কুলিশকঠোর হইলেও অনুপ্রাসের অনায়ত্ত নহে। ত্রিতাপনিবারণের জন্য ইহার উদ্ভব। কণাদ-কপিলাদি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিকে, আধিব্যাধিতে, রূপরসে, স্থূলসূক্ষ্মে, অণিমা-লঘিমায়, সৎ-চিতে, দিগ্দেশে, পঞ্চপ্রাণে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতে, প্রকৃতিবিকৃতিতে, পুরুষ-প্রকৃতিতে, পরমপুরুষার্থে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণে, বিবর্ত্তবাদে, বিপ্রতিপত্তিতে, স্যাদ্বাদে, পূর্ব্বপক্ষে, অনুপ্রাস বিরাজিত। ষড়্দর্শনে অনুপ্রাসের ছায়া পড়িয়াছে। নব্যন্যায়ের কচকচিতেও ঘটত্ব পটত্ব, ব্যাপ্যব্যাপক, অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, অনুপ্রাসে অবচ্ছিন্ন;

অবয়বের অবয়বে অনুপ্রাস সপ্রকাশ। অধিক বাক্যব্যয় করিয়া পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষের পরিচয়-প্রদানে পারগ নহি।

বৈদ্যকশাস্ত্রে, মণিমন্ত্র মহৌষধ অনুপ্রাস। শরীরং ব্যাধিমন্দিরং বৈদ্যের মূলমন্ত্র। বৈদ্যের ব্যবসায় শ্বাসকাসশ্লেষ্মা বা বাতপিত্তপ্রকোপ প্রশমন। পিত্তিপড়া, মাথাব্যথা, শিরঃপীড়া, শিরোরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মধুমেহ, বিষবৈদ্য, বিষব্রণ, বায়ুবিকার, বাতশ্লেষ্মা বিকার, বাতব্যাধি, বাধক-বেদনা, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, শিবের অসাধ্য শূলব্যাধি, গলগণ্ড রোগ মানমণ্ড পথ্য (বা পাণিফলের পালো)। বিষম ব্যাপারে বিষবড়ি ব্যবস্থা। পুটপাক ঔষধ প্রস্তুত করার প্রশস্ত প্রণালী। কন্দর্প কান্তি তৈল, তিল তৈল, ত্রিগুণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ, মহামাষ তৈল, মহামেদ-রসায়ন, চিন্তামণি-চতুর্মুখ, পরিপাকের বড়ি, পর্পটি, স্বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর, সমস্তই অনুপ্রাস-রসে পরিপক্ক। সুতরাং অনুপ্রাসের স্পর্শে স্পর্শে ইঁহাদিগের কবিরাজ নাম অন্বর্থ হইয়াছে।

মুসলমানী শব্দে অনুপ্রাস।

(ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন, বৈশাখ ১৩১৯

[সাধু ভাষা বনাম চলিত ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"অনেক আরবী ও পারসী শব্দ (বাঙ্গালা ভাষায়) এত প্রয়োজনীয় ও নিত্য-ব্যবহৃত যে, সেগুলি উঠাইয়া দেওয়া তত সহজ নহে। সেগুলির অভাবে ভাষা দরিদ্র হইয়া পড়িবে।" আমার বড় ইচ্ছা, মুসলমান ভ্রাতৃগণ এইরূপ শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাহা হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন, আরবী ও পারসী ভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা কতদূর ঋণী। সম্প্রতি আমি বাঙ্গালা ভাষার

সকল বিভাগে অনুপ্রাসের উদাহরণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই কথাটি নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। যে সকল আরবী ও পারসী শব্দে অনুপ্রাসের অবসর ঘটিয়াছে, নিম্নে সেগুলির একটি ফর্দ দাখিল করিলাম। আশা করি, বঙ্গভাষানুরাগী মুসলমান লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য আরবী ও পারসী শব্দ সঙ্কলন করিতে অগ্রসর হইবেন। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কৈফিয়ত দিয়া রাখি, যে সকল শব্দ সঙ্কলন করিয়াছি তাহার কোন্‌টি আরবী কোন্‌টি পারসী তাহা জানি না। সেই জন্য 'মুসলমানী' এই ব্যাপক নাম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। অজ্ঞতাবশতঃ শব্দগুলির আরবী পারসীর অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাস করিতেও অসমর্থ হইয়াছি। হয় ত অজ্ঞান বা অনবধানবশতঃ অন্য ভাষার শব্দকে আরবী পারসী ভ্রমে এই ফর্দে স্থান দিয়া ফেলিয়াছি। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধের এই ত্রিবিধ ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন, আমার এই অনুরোধ। ভাষাতত্ত্ব নিতান্ত নীরস শাস্ত্র। পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহাতে কিঞ্চিৎ সরসতা প্রবেশ করাইয়াছি। অনেকের নিকট ইহাও একটা অপরাধ। ইহার জন্যও বিজ্ঞজনের ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।]

মুসলমান নামটাই অনুপ্রাসের বশ। আজকাল অনেকে নামটা উঠাইতে চাহেন, কিন্তু অনুপ্রাসের অনুরোধ অবহেলা করা অনুচিত। মস্‌লেমের ইসলাম ধর্ম্মে, আল্লা খোদাতাল্লা, আল্লা আল্লা বিস্‌মিল্লা, আল্লা হো আক্‌বর, দিনদুনিয়ার মালিক, হজরত মহম্মদ, পীর পয়গম্বর, পাঁচ পীর, ইমাম, হাসান হোসেন, শিয়া ও সুন্নি, কোরানশরীফ, মহরম, মক্কা মদিনা, জেহাদ জেনো, জুম্মা মসজিদ, মতি মসজিদ, মীনা মসজিদ, মোল্লা মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসা মুখতাব মুশাফিরখানা, রমজানে রোজা, ফতে দোয়াজ দাহান, ইত্যাদি পরম পবিত্র নামে বা ব্যাপারে অনুপ্রাস।

মুসলমান-শ্রেষ্ঠ মহম্মদ মহসীন অনুপ্রাসের অধীন। আমীর উল ওমরা, সাহান সা, রায় রায়ানই বলুন, নায়েব নাজীম, নবাব নাজীমই বলুন, শ্যাম-সুল আলম বা মীর মুন্সীই বলুন, আর স্যার সলিমুল্লাই বলুন, সকলেই অনু-প্রাসের খাতির রাখেন। আগা খাঁতেও শ্রুত্যনুপ্রাস। আফগানিস্থানের

আমীর, খেলাতের খাঁ, পারস্যের শা, সাসেরামে সরোবরে সমাহিত সের-সংহারক সের সাহ, সাহসুজা, বাবর, কৈকোবাদ, তাস্তিয়া তোপী, আমেদ সা আবদালী, সর্ফরাজ, গুরগন, বুলবন, বহুবেগম, দাউদ, আবদর রহমান, আবদুল আজিজ, আমীর আলি, খাফি খাঁ, আবু বকর, আবুল ফজল, সোমজী মোল্লা, ফকীর বায়জিদ বোস্তামি, কেহই অনুপ্রাসের অতীত নহেন। তক্ত তাউসে, দিল্লী দরবারে, দিল্লী দরওয়াজায় অনুপ্রাস; আবার দিল্লীকা লাড্ডুতে, গাজীপুরের গোলাপজলে, আদালতের আমলায়, মল্লা সামলায়, মানহানির মামলায়, দেনার দায়ে, খুসীর সওদায়, বাজে কাজে, বাজে বকুনীতে (যেমন এ ক্ষেত্রে) অনুপ্রাস।

আরবী পারসী ভাষার সাহিত্যে গ্রন্থকারের নাম আলওয়াল, শেখ সাদী, গ্রন্থের নাম বোস্তাঁ ও গুলেস্তাঁ (যুগলে অনুপ্রাস), হাতেম তাই, বাগ-ও-বাহার, গোলে বকায়লী, আলফ লায়লা, গাজির গান, আবুল ফজল আলামির আকবরনামা, আইন-ই-আকবরি, এমন কি সংস্কৃত নাম পারস্যোপন্যাসে ও সংস্কৃতভাষায় সঙ্কলিত শেখ-শুভোদয়ায় পর্য্যন্ত অনুপ্রাসের শুভোদয়। শা-নামায় স্থানের বাহন সোহান, রস্তমের বাহন রকস্। আধুনিক গ্রন্থকার মীর মশাররফ হোসেনের নামে অনুপ্রাস, তৎপ্রণীত বিষাদসিন্ধু বা মহরমে অনুপ্রাস (এই সুলেখক সম্প্রতি পরলোকপ্রস্থিত)। হাকিম মশিহর রহমানের নামে অনুপ্রাস; আবার তিনি বেগম-বাহার তৈলের সহিত বেগম-মহাল-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত অভিষেক-অঞ্জলি উপহার দিয়া অনুপ্রাসের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। সংবাদপত্র নবনূর, মোহাম্মদী ও সংস্কৃত নাম মিহির ও সুধাকরে অনুপ্রাস। আমী-রুদ্দিন আহাম্মদ, আব্বাস আলি, আবদুল লতিফ, আব্দুল আলি, আমেদ আলি, আশরফ আলি, আমজাদ আলি, গোলাম আলি, জাহাদর রহিম

জাহিদ, শোভান শেখ, শামসুদ্দিন, মোল্লা আলি, প্রভৃতি নামেও অনুপ্রাস।

আরবী পারসী ভাষার যে সব শব্দ বাঙ্গালাভাষায় চলিত হইয়াছে, সেগুলি কোথাও একাএক, কোথাও বা যোড়ে যোড়ে অনুপ্রাসবদ্ধ। কোথাও আবার সংস্কৃতমূলক বা ইংরেজী শব্দের সঙ্গে মিলিয়া অনুপ্রাস। সম্পর্কসূচক চাচা, নানা, মামু, ফুফু প্রভৃতিতে অনুপ্রাস; পোষাক-পরিচ্ছদ, চোগা-চাপকান আচকান, জামা-যোড়া, আবাকাবা, শাল-আলোয়ান, আল-খাল্লায়, হামেদিয়া হোটেলে, কোপ্তা কোপ্তা কাবাব শিককাবাব ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যে, অনুপ্রাস। স্থানের নামে অনুপ্রাস। যথা উজীরপুর, কাজিরবাজার, গাফরগাঁও, গিলগিট, চাঁদনী চক, দমদমা, দিলদারনগর, নবীনগর, নাজীর-বাজার, পীরপাহাড়, পীরপৈন্তি, ফরিদাবাদ, মীরপুর, মীরবহর, মোরাদা-বাদ, মৌলবীবাজার, বাহাদুরপুর, বাহিরবন্দর, মেহেরপুর, বাশবেরিলী, সেরপুর ইত্যাদি; আবার দেরা গাজী খাঁ দেরা ইসমাইল খাঁ, সমরখন্দ বোখারা, কাবুল কান্দাহার, দিল্লী লাহোর ইত্যাদিতে যোড়ে যোড়ে অনুপ্রাস।

ঘরগৃহস্থালীর আড়া বরগা, কড়ি বরগা, কড়িকাঠ, কর্ণিক, কাঁচকড়া, শিশি, কৌচকেদারা, খড়খড়ি, খোলা খাপড়া, গালিচা দুলিচা, জাজিম, পাপস, গোশাঘর, দরদালান, রাজমজুর, ঝাড়ুবরদার, মেরামত, বৈঠকখানা, সদর-দরওয়াজা, সদর অন্দর, সাজ-সরঞ্জাম, মালমশলায় অনুপ্রাস। গালাগালিও অনুপ্রাস-রসে বঞ্চিত নহে। যথা—মুখ খারাপ, মুখ খিস্তি, খয়ের খাঁ, খামখেয়ালি, খোদার খাসি, জবরজঙ্গী, নিমক হারাম, বকেয়া বদমায়েস, বেআকুব, বেয়াদব, বেইমান বেতমিজ, বেহদ্দ বেহায়া, বেজায় বেল্লিক।

জমীদারী মহাজনী ও আদালতী দরবারী এবং লড়াইএর ভাষায়ও অজস্র অনুপ্রাস।

আ আইন আদালত, আইন-কানুন, আফিস আদালত, আমদানী রপ্তানী, আমমোক্তারনামা, আমলা ফয়লা, আবওয়াব। (দরবারী)—আদর আব্দার, আদব কায়দা, আমীর ওমরা, আসা সোটা

এ একরার

ক কবুলজবাব, কাজিয়া-কলহ, কায়দাকানুন, কারকারবার, কারকুন, কালী কলম কাগজ, কিস্তি খেলাপ, কুচকাওয়াজ, ক্রোক

খ খরিদদার, খাজাঞ্চিখানা, খাতাপত্র, খাতিরনাদারৎ, খাসকামরা, খাসদখল, খুনজখম, খুনখারাপী, খেতাব খেলাত, খোদকাস্তা পাইকাস্তা

গ গরহাজির, গড়পড়তা, গুনোগার,

চ চিঠি চপাটি

জ জমিজমা, জমিজায়গা, জমিজিরেৎ, জোৎজমা, জুলুমজবরদস্তী, জোরজবরদস্তী, জোরজুলুম, জোবানবন্দী, জলদি জবাব

ড ডিক্রীজারীর মোহরার

ঢ ঢাল তরওয়াল

ত তরতিববন্দি, তর-বেতর, তহবিল তছরূপ, তালুক মুলুক

দ দফাদার, দরদস্তর, দরদাম, দরবার, দলিল দস্তাবেজ, দপ্তরখানা বন্দোবস্ত, দখিদার, দাঙ্গাফ্যাসাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দাদন, দাবী দাওয়া, দেনদার, দেনাপাওনা, দোকানদার

ধ ধরপাকড়, ধনদৌলত

ন নকলনবিশ, নমুনা, নিকাশপ্রকাশ

প পত্তনি পাট্টা, পাইকপেয়াদা, প্রজা জমীদার

ফ ফর্দ্দ দাখিল, ফাঁসী শূলী, ফৌতফেরার

ম মামলা মোকদ্দমা, মামলা মুলতবী

য যুদ্ধজাহাজ

র   রদবদল, রাজারুজী (উজীর ?)

ল   লাভলোকসান (নোকসান), লেনাদেনা, লোকলস্কর

ব   বখরা বন্দোবস্ত, বন্দোবস্ত, বরতরফ, বাওবাব, বাকীবকেয়া, বাজারদর, বাজেজমা, বায়নানামা, বারবরদারী, বারুদ বন্দুক, বাহাল বরতরফ, বিদায় আদায়, বিলকুল (বেল + কুল নহে), বিলবতি, বিলাত বাকী, বিলিবন্দেজ, বেবাক, বোম্বেটে

শ ষ স সরকার, সরফরাজী, সরিকানা স্বত্ব, সহিসুপারিশ, সলাপরামর্শ, সহিমোহর, সাক্ষীসাবুদ, সালিশী সভা, সাহেবসুবা, সাফাই সাক্ষী, শিকস্তি পয়স্তি, শিক্ষানবিশ, শিক্ষাসহবৎ, সেহানবীশ, স্বত্ব সাব্যস্ত, সিপাইসান্ত্রী, সুদিবুদি, সেসন সোপর্দ

হ   হরকরা, হাওলাত বরাত, হাকিম হুকুম, হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ, হিসাব কিতাব, হুকুমনামা, হুজুরে হাজির।

অন্যান্য নানাবিধ ব্যাপারেও অনুপ্রাসের উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা—

আ   আসমান জমীন,

ই   ইশারা ইঙ্গিত, ইস্তককাবার

উ   উল্লামুল্লা

ও   ওস্তাদ ও সাকরেদ

ক   কাণ্ডকারখানা, কূলকিনারা, কোরান পুরাণ

খ   খামখা, খোজখবর, খোসখবর

গ   গররাজি

চ   চরাই উতরাই, চালাকচতুর, চীৎপাত

জ   জাঁহাবাজ, জেনানা জোয়ান, জেরবার

ড   ডেঙ্গাডহর

ত   তরতল্লাস

দ দফারফা, দরকার, দিগদারী, দিনতনিয়া, দিলদরিয়া, দেদার,

ন নাস্তানাবুদ, নেকনজর

প পিয়াজ পয়জার

ফ ফাইফরমাএশ, ফেরফাফর

ম মর্দ্দা ও মাদী, মহামুস্কিল, মামদো, মেথর মুদ্দফরাস, মেরেমদ্দ

য যুৎবরাত, যোগাড়যন্ত্র

র রবিঅল আউঅল, রামরঙ্গিন

ব বেকবুল

শ ষ স সন্ধান সুলুক, সরগরম, শাকসবজী, শালসেগুন, সীমানা সরহদ্দ

হ হরেকরকম, হদ্দমুদ্দ, হাম্মেহাল, হাড়হদ্দ, হায়রান পেরেশান, হিমসিম।

পাঠকবর্গকে হিমসিম খাওয়াইয়া এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

সাহিত্যে অনুপ্রাস।*

(বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১৮)

সাহিত্যের আসরে অনুপ্রাসের অবাধ অধিকার। অনুপ্রাস সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। গদ্যে পদ্যে, গল্পসল্পে, গল্পগুজবে, গল্পগাছায়, গালগল্পে, গানগল্পে, গ্রাম্যগীতিতে, প্রীতিগীতিতে, স্তবস্তুতিতে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে, কালীকীর্ত্তনে, সাধকসঙ্গীতে, সাধনসঙ্গীতে, ভগবানের গুণগানে, গুণিগণ যুগে যুগে অনু-

---

* পূর্ণিমা-মিলনে মদন মিত্রের গলিতে ৺দীনবন্ধু মিত্রের দীনধামে পঠিত।

প্রাসের গরিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন। লিপিপটু সাহিত্যধুরন্ধরগণের সরস বচনবিন্যাসে, বাগ্‌বিভবে, বাক্যের বাহারে, ছলাকলায়, কলাকৌশলে, কায়দাকরতবে, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অনুপ্রাসের পূর্ণপ্রসর। এবারে সাময়িক সাহিত্য অস্থায়ী সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানাইব। আগামী বারে খাঁটি সাহিত্য ধরিব।

২। পূর্ণিমা-মিলন, সাহিত্য-সম্মিলন, স্মৃতি-সম্মিলন, সখা-সম্মিলন, সখী-সম্মিলন, সান্ধ্য-সম্মিলন, স্মৃতি-সভা, সাহিত্য-সমাজ, সাহিত্য-সভা, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সমাচার, সাহিত্য-সমালোচনা, সাময়িক সাহিত্য, সারস্বত সমিতি, সারস্বত-সম্মিলন, সারস্বত সমাজ, সাহিত্যসেবি-সম্প্রদায়, সাহিত্যসেবক-সমিতি, সৌখীন সাহিত্যিক, সাহিত্য-সম্রাট্, সমস্তই সানু-প্রাস।

৩। আরও রহস্য রহিয়াছে। যেখানে বিন্দুমাত্র রস সেখানেই অনু-প্রাস। রসভাব, রসাভাস, রসরঙ্গ, রঙ্গরস, রসগর্ভনির্ভর রচনা, আর রচয়িতা রহস্যরসিক রসরাজ রসিকরাজ রসরত্নাকর রসময় লাহা (রলয়োঃ ঐক্যং ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।)

৪। কালী-কলম-কাগজের ব্যাপারে অনুপ্রাস স্বতঃসিদ্ধ। বিবাহ-বাসরে প্রীতিউপহার, শ্রাদ্ধসভায় শোকস্মৃতি, পদ্যরচনায় প্রতিযোগিতা, কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ, এ সব অনুপ্রাসের যোগসাযোগে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত, বইবাঁধান, প্রিয় পাঠক (সম্বোধন), করকমলে (উপহার), অশুদ্ধশোধন, পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত, অনুকরণ ও অনুসরণ, সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত, সুলভ মূল্য, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর, পূর্ব্বপীঠিকা, টীকাটিপ্পনী, ফুটনোট, সর্ব্বত্রই অনুপ্রাসের অনুরোধ। পুস্তকপ্রবন্ধ বস্তুস্থ হইলে যন্ত্রণাস্থল হইয়া উঠে, ইহার জন্যও অনুপ্রাস দায়ী। মুদ্রাযন্ত্রের ও পুস্তকালয়ের নামে পর্য্যন্ত অনুপ্রাসের অনুগ্রহ আছে। যথা

—[প্রিন্টিংপ্রেস, পকেটপ্রেস, প্রেসিডেন্সীপ্রেস, প্যারাগনপ্রেস, আর্টিষ্টিক-(প্রেস), ইটালি ইণ্ডিয়া(প্রেস), প্রতিভাপ্রেস, প্রজাপতিপ্রেস,] সাপ্তাহিক সংবাদ (প্রেস), বাণীবিলাস (যন্ত্র), কালীকৈবল্যদায়িনী (যন্ত্র), নববিভাকর (যন্ত্র), চৈতন্যচন্দ্রোদয় (যন্ত্র); পুরাতন পুস্তকালয়, মনোমোহন (লাইব্রেরী), বীণাপাণি (লাইব্রেরী), [এডওয়ার্ড (লাইব্রেরী)], [কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরী], চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি, বি ব্যানার্জি!

৫। সাময়িক সাহিত্যে, সেকালের প্রভাকরের প্রতিযোগী ভাস্কর, গুপ্তকবির প্রতিদ্বন্দ্বী গুড়গুড়ে, বর্দ্ধবিদ্যাপ্রকাশিকা পত্রিকা, সর্ব্বশুভকরী, সংবাদ-রসরাজ, হিন্দুহিতৈষিণী, পাষণ্ডপীড়ন,রসরাজ, রসসাগর,অবলাবান্ধব, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন (ব্রজমাধব বসু প্রকাশিত) [ও নবগোপাল মিত্রের ন্যাশন্যাল পে-পার], অনুপ্রাসের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে। একালের মৃন্ময়ী, বামাবোধিনী, ব্যবসা ও বাণিজ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবাদী, জগজ্জ্যোতিঃ, প্রজাপতি, নবনূর, মাহিষ্যমহিলা, সচ্চাষী-সুহৃদ, সৎসঙ্গ, সাধুসংবাদ, সাহিত্যসংবাদ, সাহিত্যসংহিতা, সাহিত্যসমাজ, শিক্ষাসমাচার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শিল্প ও সাহিত্য, স্বাস্থ্যসমাচার, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। সখা ও সাথীতে অনুপ্রাস ছিল; 'শিশু'তেও অনুপ্রাস আছে, আর শিশুর অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীতে ত অনুপ্রাস জমজমাট। মাসিক-পত্রিকায় কবিতাকুঞ্জ, খেয়ালখাতা, পুরাতন প্রসঙ্গ, চিত্রচয়ন, পুস্তকপরিচয়, সহযোগী সাহিত্য সমালোচনা, সারসংগ্রহ বা সারসঙ্কলন, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। সাহিত্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি স্বয়ং মাসিক সাহিত্য সমালোচনা লেখেন।

৬। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা ও ছোটগল্পের আয়ের উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাস উৎক্ষিপ্ত। যথা, কবিতার নমুনা—আলোকে আঁধারে, কলির সহর কলিকাতা, কায়া ও ছায়া, গরুর গাড়ীর গান, চড়কের চানাচুর,

তটিনীতীরে, তন্দ্রাতুর, তোমরা ও আমরা, তোমাতে আমাতে, দেবদূত, ধরা পড়া, না জানা, নববর্ষা, নারী ও বারি, পদ্মার প্রতি, প্রকাশ-পীড়ন, প্রভাতকুমারের প্রতি, প্রত্যাগতা, প্রেম-পরিণাম, মায়ের মন, রক্ষা কর, রূপ ও ধূপ, বালিকা বিধবা, বৈয়াকরণবৈঠক, বার্থবসন্ত, বর্ষবর্ত্তন, শরতের সঙ্গীত, শান্তশালা, সন্ধ্যাসতী, সমুদ্রসৈকতে, সালগম-সংবাদ, সিন্ধু ও ইন্দু, শোক ও সান্ত্বনা, স্নেহ স্মৃতি। গল্পের নমুনা—কৃষ্ণ-কথা, চটির পাটি, দিদি, দেবনাথ দা, পরশপাথর, পিতৃভক্তির পুরস্কার, প্রজাপতির পরিহাস, প্রায়শ্চিত্তের প্রতিশোধ, মণি-মঞ্জীর, মস্তকের মূল্য, মায়া-মরীচিকা, মাষ্টার মশায়, মিলনে মৃত্যু, মৃত্যু-মিলন, রসময়ীর রসিকতা, বাড়ী-বিক্রয়, সাধে বাদ।

৭। মাসিক পত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ বা রসগর্ভনির্ভর প্রবন্ধ-নিবন্ধের নাম-নির্ব্বাচনেও অনুপ্রাস প্রকট। যথা—অবস্থা ও ব্যবস্থা, আবদারের আইন, উপনিষদের উপদেশ, উপাধি-উৎপাত, কথা বনাম কায, কলিকালে কালো-রূপ, কুৎসা-কুমারী, কেতাবকীট, গল্প ও অল্প, গরুর গাড়ী, গীতগৌরাঙ্গ, গুজরাটে গরবা, গোগ্রাস ভূমি, চরিতচিত্র, জামাইজাঙ্গাল, চীনেম্যানের চিঠি, চীনচিত্র, তানুনপ্তু, তেল-নুন-লকড়ী, নূতন নীহারিকাবাদ, পথ্য ও পরিচর্য্যা, পরমাণু-প্রয়াণ, পাস্তো পলিটিক্‌স্‌, পুরাতন-প্রসঙ্গ, পুরাণপ্রসঙ্গ, পুরীর পথে, পেঙ্গুইন পক্ষী, প্রবাদ-প্রসঙ্গ, প্রাসাদ-প্রসাধিকা, প্রিয়দর্শি-সম্বন্ধে পুনরালোচনা, প্রেমপীড়ার প্রতীকার, প্রেমের পরিণতি, মহিলা- মজলিস, মুখর মুদ্রা, মুদ্রামধ্বস্তর, বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়, বংশানুক্রম ও ব্যাধি, বজেট ও বোর্ড, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য, বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিচার্য্য, বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বকোষ, বুরোক্র্যাসি ও বাবুক্র্যাসি, বোধোদয়ের ব্যাখ্যা, বিলাতী বাড়ী-ওয়ালী, ব্যোম-বিহার, রাজা রসালু, রামায়ণের রচনাকাল, শকশোণিত, সায়েস্তা খাঁর শাসনসংস্কার, শ্বেতপোত, শারীর স্বাস্থ্যবিধান, সংসার ও সন্ন্যাস,

সফল স্বপ্ন, সহবৎ-শিক্ষা, সাঞ্চীর স্তূপ, সামাজিক সমস্যা, সার সত্য, সাহিত্য-সেবী, স্বপ্ন না স্মৃতি, স্বামিশিষ্য-সংবাদ।

৮। গুরুগম্ভীরগবেষণাগর্ব্ব লইয়াও পরিষৎ-পত্রিকা অনুপ্রাস-পরবশ, নামেই প্রকাশ। কমলাকর, গৌড়ে গাজন, টা টো টে, তর্পণ-দীঘির তাম্রশাসন, কোটালিপাড়ার কূটশাসন, পরিক্রমা-পরম্পরা-প্রণেতা নরহরি, পর্ত্তুগীজপ্রভাব ও পর্ত্তুগীজ-পদাঙ্ক, বাঙ্গালা-ব্যাকরণ, বাংলা বহু-বচন, বীম্‌সের বাংলা-ব্যাকরণ, শঙ্কর ও শাক্যমুনি, সেখশুভোদয়া ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের নামনির্দ্দেশে অনুপ্রাস প্রভূত-পরিমাণে পাইবেন। পরিষৎপত্রিকাও অনুপ্রাসের গুণে মনোরঞ্জিকা। ইহাতে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকায়, প্রথমবাঙ্গালা অভিধান অমরের অনুবাদ শব্দসিন্ধু, নীতিবিষয়ক প্রথম পুস্তক কবিতামৃতকূপ, ইত্যাদি অনুপ্রাস। ইংলণ্ডের ইতিহাসও ইহার ভিতর আছে। ইহার উপর, পরিষৎ-পুস্তকাগারে, প্রাপ্ত পুস্তক পুথিতে, প্রাচীন পুথি প্রকাশে, পুথির পাটায়, পরিষৎ-প্রদর্শনীতে, প্রভাবতীপুরস্কারে, শাখাসভায়, শাখাসমিতিতে, শব্দসমিতিতে, শব্দসঙ্কলনে, সাধারণ-সম্মিলন-সমিতিতে, সমাধি-স্তম্ভে, স্মৃতি-সৌধে, মর্ম্মর-মূর্ত্তি বা পাষাণ-প্রতিমার পাদপীঠে, প্রত্নতত্ত্বে, শিলালিপি শিলাফলক শা-সন শিলালিপিপাঠে, প্রশস্তি-পরিচয়ে, আনুমানিক আয়ব্যয়ে, অনুপ্রাসের অনধিকারপ্রবেশ অনিবার্য্য।

৯। সংবাদ-পত্রের নামনির্দ্দেশেও অনুপ্রাস। যথা—প্রাত্যহিক পত্র সমাচারচন্দ্রিকা, রাজভাষায় রচিত রইস্ ও রায়ত, প্রয়াগের পায়োনীয়ার, ও মাদ্রাজমেল ও মুসলমান; বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবাসী, বার্ত্তাবহ, বীরভূমবার্ত্তা, ও সাপ্তাহিক সমাচার, মোহম্মদী, মহামায়া ও সেকালের হরকরা (স্যামুয়েল স্মিথ স্বত্বাধিকারী)। দক্ষিণবঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সুলভসমাচার ও পূর্ব্ববঙ্গে বিশ্ববার্ত্তা সরকারের সরকরাজী করিতে জন্ম লইয়াছিল। বসুমতী "নমো

নারায়ণায়" বলিয়া অনুপ্রাসের অভাবটা সারিয়া লইয়াছেন। বহুবাজারে বাসা লওয়াও ত অনুপ্রাসের অনুরোধে। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রেরিত পত্রে, প্রত্যক্ষদর্শীর পত্রে, অভাব অভিযোগে, সদুক্তি-সংগ্রহে, সাময়িক সংবাদে অনুপ্রাস। প্রবন্ধ-প্যারাগ্রাফের নামমালায়ও অনুপ্রাস, যথা—আইন ও প্রাণ, আপীল বিফল, কর্জ্জনের কণ্ডূয়ন, কলম্বোর কাণ্ড, কলিকাতায় কন্গ্রেস, কাশীর কথা, কাওয়ানের কারাদণ্ড, কাওয়ান-কীর্ত্তি, কুইনাইনে কুফল, কোকেন কীর্ত্তি, খাঁয়ের খালাস, গার্ড গ্রেপ্তার, গোময়ের গুণ, গ্রামবাসী ও গোরা, জেলাময় জলাভাব, ডাকাতি বাতিক, দলাই লামা, দারোগার দণ্ড, নকলে নাকাল, নাবিকগণের নিমন্ত্রণ, নালিশে পুলিশ, নূতন নিয়োগ, পঞ্চায়তের পুরস্কার, পত্নীর প্রার্থনা, পূর্ব্ববঙ্গে পুলিশ, পারস্য-প্রসঙ্গ, পারস্য-সমস্যা, প্রাসাদে পীড়া, প্রিয়তমের প্রতিশোধ, ভোট-ভিখারিণী, প্লেগ-প্রতিষেধ, ভবিষ্যৎ ভাবনা, মারাত্মক মোটর, মার্কিনের মেয়ে, ময়দানে মৃতদেহ, মজঃফরপুরের মামলা, মাদ্রাজে ম্যালেরিয়া, মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্টার, মোটরে মৃত্যু, মোহন্তের মোকদ্দমা, বঙ্গবাসীর বয়োবৃদ্ধি, বর্দ্ধমান বেড়ুগ্রাম, বালক ও তামাক, বালকের বেত, বালিকাবধ, বিমানে বিভীষিকা, বিষম বাত্যা, বিষম বিভ্রাট্, বিষম বিড়ম্বনা, বোমা-বিভ্রাট্, বৃত্তি বন্ধ, বৃত্তিবিধান, ব্যাঘ্রে বিপদ্, শিঙ্গেল-শাসন, শীকার-স্পৃহা, শুভসংবাদ, শোকসভা, সরকারের সদ্ব্যয়, সহর না শ্মশান, সাগরে সঙ্কট, সুরেন্দ্রনাথের সুরফেরতা, সারা সেতু, সিংহ-শীকার, সীমান্তসংবাদ, সেতুর সঙ্কল্প, হায়রাণী হানা। দিল্লীদরবার ও সম্রাটের শুভাগমন সম্বন্ধে যে সব অনুপ্রাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি স্বতন্ত্র সন্নিবেশিত করিতেছি।

* সম্রাট্ ও সম্রাট্‌মহিষী ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবেন এই শুভসংবাদ ঘোষিত হওয়া অবধি সাময়িক সাহিত্যে নিয়ত অনুপ্রাসের নব নব অবসর

ঘটিতেছে। সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-প্যারাগ্রাফের নাম-নির্দ্দেশে অনুপ্রাসের ঘোর ঘটা। নিম্ন-নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টান্তে পরিচয় পাইবেন—

(অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী) এক যোড়া ঘোড়া। সহর-শোভা। সহরসংস্কার। সহর-সজ্জা। বোম্বাইএ বৃষ্টি। সম্রাটে ও বড়লাটে সাক্ষাৎ। সম্রাটের শরীররক্ষী সৈন্য। পুলীশ পাহারা। দিল্লী দরবার। দিল্লী দুর্গ। দিল্লী দরওয়াজা। দুর্গদর্শন। দরবার দর্শন। সম্রাট্ সন্দর্শন। শুভ সুযোগ। রাজারাণী। সম্বর্দ্ধনা-সমারোহ। অভিষেক অভিনন্দন। সিপাই সান্ত্রী। কুচ কাওয়াজ। সম্রাটের সেনাসম্ভাষণ। সেনা-শিবিরে। শিবির-সংস্থান। দারু-তোরণ। দরবার দিবস। দরবারদৃশ্য। রাজভোজ। উৎসব উপলক্ষে ভূরিভোজন। সামরিকদিগের সম্মান। বলন্টিয়ারের বদান্যতা। পোলোয় পুরস্কার। উপাধি পুরস্কার পারিতোষিক পদক প্রাইজ প্রদান। বঙ্গবিভাগ-ব্যবস্থা বদল। ঘোষণাবাণী। সম্রাটের শীকার। সম্রাটের সাহস। তাপ্তীতীরে মৃগয়া-মন্দির বা শীকার-শিবির। শীকার-স্মারক। শীকার শেষ। পর্য্যটন প্রস্তাব। (মহিষীর) গরুর গাড়ী চড়া। নাগার নাচ (বাঁশীর বাজনা)। পুলীশের পুরস্কার। সম্রাট্ ও সংবাদপত্র। সম্রাটের প্রজাপ্রীতি। মুকুটমণি। উপরি উপাধি। রাজ নজর। আকুল আকাঙ্ক্ষা। বিফলে সফল। সম্রাট্‌মহিষীর হাসি। সম্রাজ্ঞীর সৌজন্য। সম্রাটের সহৃদয়তা। সম্রাটের স্মৃতিনিদর্শন। সম্রাটের স্মৃতি। কলিকাতায় করোনেশান কমিটি। সম্রাটের শুভাগমন। সম্রাটের সম্বর্দ্ধনা। সম্রাটের শোভাযাত্রা। সম্রাটের মোটর। রেড্ রোডে (বা রক্ত রথ্যায়) শিশুসমাবেশ। প্রোক্ল্যামেশান প্যারেড। আতসবাজী ও আলোকসজ্জা। টর্চলাইট ট্যাটু। ঘোড়দৌড়। ময়দানে মিছিল। প্রীতির প্রভা। স্মৃতিশালায় স্মৃতিচিহ্ন। জাহাজে জলযোগ। শুভাগমনে শুভফল। সম্রাট্‌সমীপে। স্বদেশে সম্রাট্।

সাময়িক সাহিত্য—শুভ অভিষেক। অভিষেক অঞ্জলি। ভারত-ভিক্ষা। রাজপূজা। লয়্যাল্‌টি লোটাস্‌। সম্রাট্‌-সম্রাজ্ঞী (বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী)।

অনুপ্রাস অবলম্বনে উপসংহার করি—

ইংরাজ রাজা। রাজার কাজ প্রজারঞ্জন বা প্রজাপালন। প্রকৃতি-পুঞ্জের কর্ত্তব্য কার্য্য রাজপূজা ও সম্রাট্‌দম্পতীর কল্যাণ-কামনা। নরনাথ জর্জ্জের জয়। জয় রাজরাজেশ্বরের জয়। জয় রাজরাজেশ্বরীর জয়।

Long Live the King-Emperor.

Long Live the Queen-Empress.

১০। পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা ও প্রকাশকও অনুপ্রাসের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছেন। তাঁহাদিগের পুস্তকরাশির মলাটেই যখন এত অনুপ্রাসের ঘটা, না জানি গ্রন্থের মধ্যে কত রস। যথা—

কনককবিতা, কবিতাকণিকা, কবিতাকথা, কবিতাকদম্ব, কবিতা-কলাপ, কবিতাকলিকা, কবিতাকুসুম, কোমলকবিতা, নবকবিতা, পদ্যপাঠ, পদ্যপাদপ, পদ্যপুষ্পাঞ্জলি, পদ্যপ্রকাশ, পদ্যপ্রদীপ, পরিমলপাঠ, পরীক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষাসিন্ধুসেতু, পাঠশালা-পরীক্ষাবিধান, প্রকৃতিপরিচয়, প্রকৃতি-পাঠ, প্রথমপাঠ, প্রাথমিক প্রাকৃতবিজ্ঞান, প্রিয়পাঠ, বর্ণবোধ, বালকবোধ, বালবোধ ব্যাকরণ, বালবোধিনী, বোধবিকাশ, শব্দশিক্ষা, সচিত্র শিশুশিক্ষা, শিক্ষাসার, শিক্ষাসোপান, সৎসন্দর্ভ, সরলসংস্কৃত, সহজশিক্ষা, সচিত্র শৈশব-সঙ্গীত, শৈশবসঙ্গী, সংস্কৃতশিক্ষা, সংস্কৃতসরণি, সাহিত্যশিক্ষা, সংস্কৃতসোপান, সাহিত্যসন্দর্ভ, সাহিত্যসার, সাহিত্যসোপান, সাহিত্যসংগ্রহ, সুনীতিসন্দর্ভ,

** চিহ্নিত অংশটুকু বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিন (জানুয়ারী ১৯১২) হইতে গৃহীত।

সুনীতিসোপান। কিণ্ডারগার্টেন কর্ম্মসঙ্গীত ও নিম্নশিক্ষক-সুহৃদে পর্য্যন্ত অনুপ্রাস।

১১। শিশুশ্রেণীর উপযোগী উপহার-পুস্তকাদিও অনুপ্রাসে অনুপ্রাণিত। যথা—আহ্লাদে আটখানা, কৌতুককাহিনী, খুকুরাণীর খেলা, খেলাধূলা, খোকাখুকুর খেলা, চারু ও হারু, ছবি ও ছড়া, ছেলে ও ছবি, ছেলেখেলা, ছেলেভুলান ছড়া, ঝিক্‌মিকে বই, ঝুমঝুমি, টুক্‌টুকে বই, টুনটুনির বই, টুলটুল, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, ভূতপেত্নী, মহরম, রাক্ষসখোক্ষস, শিশু, শিশুতোষ, শিশুসখা, হাসানহোসান, হাসিখুসি, হাসিরাশি। 'পুরীর চিঠি' পুরীর পত্র হইলে অনুপ্রাস হইত।

১২। খাঁটি সাহিত্য না হইলেও অনুপ্রাস সারসম্বল করিয়া অনেক লম্বসাটপটাবৃত বহি তরিয়া যাইতেছে। কার্পাসকথা, কুলীকাহিনী, শিকারকাহিনী, পত্র ও পাট্টাদি লিখনপ্রণালী, পরিমাপ-পদ্ধতি, পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট, প্রাথমিক পাটীগণিত, বৈষয়িক ব্যবহার, শারীরক্রিয়া ও স্বাস্থ্যবিধি, সচিত্র সীবন-শিক্ষা, সমাহিত সহস্রাঙ্ক, সরল শরীরপালন, সার্ভে ও সেট্‌ল্‌মেণ্টদর্পণ, সূচিশিল্প, স্বাস্থ্যসহায়, সভ্যতাশিক্ষা, অনুপ্রাসের ঘনঘটায় সৎকাব্যভ্রান্তি ঘটায়। ব্যাকরণ-অভিধানের মধ্যে শব্দসার ও শব্দসংজ্ঞা-বিশ্লোলি ও সাহিত্যসেবক এবং প্রাকৃতপ্রকাশ, পালিপ্রকাশ, (পাগলের প্রলাপ ও ব্যাকরণবিভীষিকা!) অনুপ্রাসের দোহাই দিয়া সাহিত্যের আসরে স্থান পাইতে চাহে। 'পাকপ্রণালী' এবং 'আমিষ ও নিরামিষ আহারে' অনুপ্রাসরসে অপর রসের সঞ্চার করে।

১৩। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের বাহারে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিক্রয়ের বিস্তারে ব্যস্ত, তাঁহারাও সুকুমারসাহিত্যসৃষ্টির সহায়তা করেন। কবিত্ব অংশে তাঁহারাও কেহ কম নহেন।

শুভ শারদীয়া পূজায় প্রিয়জনের প্রীতি উপহারে পূজার বাজার সরগরম। আনন্দময়ীর আগমনে মনোমুগ্ধকর কারুকার্য্যে সুশোভিত সর্ব্ববিধ পূজার পোষাক পরিচ্ছদ, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার উদ্দেশ্যে স্থাপিত কমলালয়ে বা শোভা-ভবনে বা শোভা-সদনে, বঙ্গবন্ধু বঙ্গবাসী বঙ্গলক্ষ্মী বা বান্ধব বস্ত্রালয়ে, বিখ্যাত বস্ত্রবিক্রেতা বীরেশ্বর পাড়ের নববাসে, চণ্ডীভাণ্ডারে, ও কাটা কাপড়ের দোকানে সজ্জিত থাকিয়া অনুপ্রাসের প্রভাবে চিত্তচাঞ্চল্য ও ব্যয়বাহুল্য ঘটায়।

রমণীরঞ্জন সৌখীন সামগ্রীতে অনুপ্রাসের অবসর অধিক। যথা, সাবিত্রী শাঁখা, সতীশোভনা সিন্দুর, মনোমোহিনী টিপ, প্রভাবতী পাউডার, শচীশোভনা আল্‌তা (স্ত্রীজাতির ব্যবহারে আসে বলিয়া বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ), সুশীলমালতী, চরণচাঁদ তরল আলতা, সৌভাগ্যসিন্দুর, গোলাপ জল, সুরভিসার, সৌরভসার, কুন্দকুসুম, বেলা বোস, রোজ রয়েল, বকুল রয়েল, এসেন্স, সানলাইট সোপ, দিলদার, শীতের সাবান, মনের মতন, খস্‌খস্ সাবান, হাসনাহানা, পাণের সেন্‌সেন। কেশপাশে স্বর্গীয় সৌরভ-সঞ্চারী সৌখীন তৈল—কমলাবিলাস, কামিনীকুসুম, কাশ্মীরকুসুম, কিন্নরকেশী, কুন্তলকমলিনী, কুন্তলকান্তি, কুন্তলকুমুদিনী, কুন্তলকৌমুদী, কৃষ্ণকুন্তলা, কেতকীকুসুম, কেশকান্তি, গোলাপগন্ধ কুন্তলীন, পুষ্পিকা, বকুলতৈল, বসন্তবিরাজিনী, বেগমবাহার, মধুমালতী, শেঠের সুষমা, সুকেশ ও সুরমা। অলকে 'অলোকা' লাগাইলেও অনুপ্রাস অনায়াসে আসে। ফুলাল তৈল চামেলী তৈল নারিকেল তৈল তিল তৈলে অনুপ্রাস তরতরে, রিফাইন্‌ড্ রেড়ীর তেলে হড়হড়ে। গয়নাগাটি সোণাদানা সোণার সামগ্রীতে ও কেমিক্যাল পালিশপাতা রোল্‌ড্ গোল্‌ড্ বা মায়াপুরী মেটালে নির্ম্মিত যৌবনবাহার চুড়ী, বিনোদবাহার চুড়ী, স্বামিসোহাগিনী চুড়ী প্রভৃতি ভেল ও ভোলও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ছেলেভুলান পোষাকপরান পুতুলে, ও বৃদ্ধের ব্যবহার্য্য চুলের কলপে, নেশার বশ বাঙ্গালী বাবুর অম্বুরী খাম্বীরা আমীরী তামাকে, বিজলীবিন্দু টিকায়, সুলতান সিগরেটে অনুপ্রাস। সোণালী কালীতে অনুপ্রাস জল্‌জল্ করিতেছে। সবজীবীজ এবং ল্যাংড়া ও লিচুর কলম হইতে ধানভানা কলে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অনুপ্রাস।

দোকান বা দ্রব্যের নাম—মিশ্রী আশ্রম, বান্ধব বোর্ডিং, শিয়ালদহ সরাই, হামেদিয়া হোটেল, হিন্দু হোটেল। ভাগ্যগণনা, দশকর্ম্ম দ্রব্যালয়, শ্রমজীবি-সমবায়, স্বাস্থ্যসহায় ঔষধালয়, শ্মশানপরিত্রাণাশ্রম, হিন্দু সংকার-সমিতি। ঔষধ—জ্বরহর, জ্বরহরি, যমানী জল (অজীর্ণ অম্বলের অষুধ), বিজয়া বটিকা, শঙ্করসুধা, শশাঙ্কশিকড়, শান্তিসুধা, শরৎসুধা, শ্বেতসুধা, সুধাসিন্ধু, যৌবনবন্ধু, উদমদৌড়া। 'পরীক্ষা প্রার্থনীয়'। 'নানান্ নকল। সাধু সাবধান।'

ইংরাজী শব্দ হইলেও বাঙ্গালা হরপে লিখিত নিম্ননির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বা ব্যবসায়ীর নামে অনুপ্রাসের প্রয়াস আছে। ওয়েষ্টেণ্ড ওয়াচ, রেলওয়ে রেগুলেটার, হাফহন্টিং, ষ্টীলট্রাঙ্ক ও ক্যাশবাক্স, লালিমলি, অলউল, কমার্শ্যাল হল, ক্রিষ্ট্যাল ক্যাবিন, অমৃত বসুর অপেরা অয়েল, সাইকল্ ষ্টে, লিপ্‌টন্‌স্ টী, টাম্বুলবাড়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড টী, আসাম সিল্ক ষ্টোরস্, স্বদেশী ষ্টুডেণ্টস্ ষ্টোর, কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, নূরজাহান নর্শারি, ন্যাশনাল নর্শারি, পিকক কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, হেনিম্যান হল বা হোম, হোমিওপ্যাথিক পিকুইক ফার্ম্মেসি, হল অভ হেলথ, স্বদেশী সুষ্টোর, ফিল্যানথ্রপিক ফার্ম্মেসি, মেশিনারী মেরামতী কারখানা, মিউর মিল্‌স্, মোহিনী মিল্, বেঙ্গল বেকারী, ষ্টুয়ার্ট ট্যানারি, হেরিসন হার্ম্মোনিয়ম হল, কলিকাতা কর্পোরেশন, ইক্‌মিক্ কুকার, কারলেকর্‌স্ সার্কাস, কুক কেলভি, কেসিম কোং, কিং কোং, কার কোং, বি ব্রাদার্স, বসু ব্রাদার্স, ব্রূক বণ্ডস্, হেরিসন হ্যাথাওয়ে।

ঔষধ—ম্যালেরিয়ার মহৌষধ সিনকোনা কুইনাইনে, কুইনাইন ক্যাপস্যুলে, ফেব্রিফিউজে, ফিভার ফ্লুইডে, ম্যালেরিলে, এণ্টিফেব্রিল পিলে, এডওয়ার্ডস্ টনিকে, কলেরা কিওরে, কফ কিওরে, কলিক কিওরে, বাইল বীনসে, বিলিংবামে, পার্গেটিভ পিলসে, মেসার্স মূলার ম্যাকলিন কোংর কিউটিকিউরা সোপে, ডানজীন, নানালা, জারজীনা, রুপ্রস, লাইলোলীনে, সুলেমানি সল্টে, টাইকো সোডা ট্যাব্‌লয়েডে—অনুপ্রাস, আবার পথ্য এরারুট পার্ল পাউডার বার্লি ব্রেড বা বিস্কুটে, মল্টেড মিল্কে, অনুপ্রাস।

চাঁদসীর চিকিৎসায় চমৎকার অনুপ্রাস। 'পুরুষানুক্রমে পরীক্ষিত'। শশিভূষণ দাস ধন্বন্তরি। ঔষধের নাম—মনসাপ্ত মলম, ফিটিং টিকি। কবিরাজ মহাশয়েরা নামেই কবি বলিয়া ধরা দিয়াছেন। তাঁহাদিগের রাজরাজেশ্বর ভেষজ-ভাণ্ডার বা ভারত-ভৈষজ্য-ভাণ্ডারে, আয়ুর্ব্বেদ আশ্রমে অনুপ্রাস অফুরন্ত। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (ঔর্ব্বেদীয় ইত্যাকার) বিকৃত উচ্চারণে অনুপ্রাসের আলয়। তাহার পর পেটেণ্ট ঔষধ যথা— অবলাবল, আমমুক্তি, কামিনীকল্যাণ, কীটকালানল, ত্রিগুণ তৈল, দক্রু-দাবানল, পশুপতি পাচন, প্রমেহমিহির, মদনানন্দমোদক, মদনমঞ্জরী, মহামায়া (তৈল), মহামেদরসায়ন, মৃগমদ, মেধামৃত, রমণীরঞ্জক, বন্ধ্যাবন্ধু বটিকা, বব্বুলাসব, বাতবিজয় বটিকা, বাতারি তারাতৈল, বাধকারি বটিকা, বৃষ্যবটি, শক্তিসঞ্জীবনী সালসা, শিরঃশান্তি, শিরঃশূলসংহারিণী বটিকা, শিরঃশূলাদ্রিরসায়ন, শিলাজত্বাদি সিরাপ, শীতলসাগর (তৈল), শোণিত-শোধক সালসা, শোণিতসিন্ধু সালসা, শোণিতামৃত, শোথশার্দ্দূল, শ্বাসকাসারি, সঞ্জীবন রসায়ন, সঞ্জীবনী-সুধা, সারস্বত ঘৃত, সুধাসাগর সালসা, সোমেশ্বর রসায়ন, আর সকলের সেরা—দাস্তদমন বটিকা!

প্রবন্ধপাঠান্তে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ।*

* লেখক ললিত বাবুর বাটীতে বুঝি? বঙ্গদর্শন বলিলেন।

খাঁটি সাহিত্যে অনুপ্রাস।

(বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৮)

কবিকুল চিরকালই অনুপ্রাসের অনুকূল। কেহ নামে, কেহ উপাধিতে, অনুপ্রাসের ছাপ মারিয়া কবিত্বের দাবী করেন। আবার কেহ বা গ্রন্থের নামনির্দ্দেশে, ও বর্ণনীয় বস্তুতে, কেহ বা নায়ক-নায়িকা ও ইতর পাত্র-পাত্রীগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে, অনুপ্রাসের অবতারণা করিয়াছেন। ক্রমে দেখাইতেছি।

প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারের নামে বা উপাধিতে অনুপ্রাস, যথা—কবিকঙ্কণ, রসসাগর বা কৃষ্ণকান্ত (ভাদুড়ি) বাড়েবাকা-বাসী, নরহরি, রামরাম (বসু), কৃষ্ণকমল (গোস্বামী), মাইকেল মধুসূদন, মদনমোহন, মনোমোহন, দামোদর, চণ্ডীচরণ, চারুচন্দ্র, বঙ্কুবিহারী কর, দুর্গাদাস (লাহিড়ী), বিনোদ-বিহারী রায় রাজসাহী, নগেন্দ্রনাথ (বসু), নরেন্দ্রনাথ (ভট্টাচার্য্য), মোহিতমোহন মজুমদার, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, করুণানিধান, রামেন্দ্রসুন্দর, ছদ্মনাম বীরবল, কান্তকবি (রাজসাহীর রজনীকান্ত), ময়মনসিংহের মনোমোহন সেন মোহনভোগের ময়রা। রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় যে সকল উত্তরবঙ্গীয় প্রাচীন কবির নাম প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্যে কমললোচন, রতিরাম, কবিবল্লভ, দীনদয়াল, দ্বিজ জগন্নাথ, জগজ্জীবন, শিবপ্রসাদ বক্সী, নীলকমল লাহিড়ী, পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, দামোদর দেব, রাম সরস্বতী, রাম রায়, রাজা রুদ্রকান্ত রায়, শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি নামে ও উপাধিতে অনুপ্রাসের পূর্ণপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। ভুরসুটের ভারতচন্দ্রের নামের ভিতর অনুপ্রাস না থাকিলেও তাঁহার পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণে আছে। সর্ব্বজন-প্রিয় কাশীদাস-কৃত্তিবাস

যুগলমূর্ত্তিতে অনুপ্রাস-বদ্ধ। দাশরথি রায় ও মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ ত অনুপ্রাসের পেশাদার উপাসক।

বৈষ্ণবসাহিত্য রসবহুল, সুতরাং তথায় অনুপ্রাসের পূর্ণপ্রভাব। বিদ্যাপতির নিজের নামে না থাকিলেও তাঁহার আশ্রয়দাতা মুরুব্বি শিবসিংহের নামে অনুপ্রাস আছে। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বৈষ্ণবদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রাচীন পদকর্ত্তা সমষ্টিভাবে অনুপ্রাসের দাস। চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী অনুপ্রাসের মানে মানিনী। গ্রন্থাদির নামে ভরপূর অনুপ্রাস। যথা—কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণকীর্ত্তন, গোপীগীতা, গোপী-গোষ্ঠ, চমৎকারচন্দ্রিকা, বিবর্ত্তবিলাস, বৃন্দাবনবিলাস, ব্রজবিহার, বৃন্দাবন-ধ্যান, বৈষ্ণব-বন্দনা, সখীসংবাদ, সুবল-সংবাদ। নদীয়ার গৌরাঙ্গ রসের নবগোরা, সুতরাং তাঁহার চরিতগ্রন্থের নামে অনুপ্রাস ঢল ঢল করিতেছে। যথা, চৈতন্যচৌতিশা, চৈতন্যচন্দ্রিকা, চৈতন্যচরিত, চৈতন্যচরিতামৃত; জানি না চিনিবাসচরিতামৃত এই গোত্রের কি না। বঙ্গভাষায় লিখিত না হইলেও (কবিকর্ণপূর-কৃত) চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও গীতগোবিন্দ উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হওয়া উচিত। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও গীতগৌরাঙ্গের অঙ্গেও অনুপ্রাস।

রঘুনন্দনের রামরসায়নে ত অনুপ্রাস আছেই, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামও অনুপ্রাস-ডোরে বদ্ধ। প্রাচীন পুস্তক পদ্মাপুরাণ, মনসার ভাসান, মনসামঙ্গল, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গোবিন্দচন্দ্রগীত, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, প্রভৃতিতে অনুপ্রাস, প্রাচীন পদাবলীতে প্রসাদ-পদাবলীতে প্রসাদ-প্রসঙ্গে অনুপ্রাস। বংশীবদন ব্রাহ্মণ-বিরচিত পুণ্ডরীক-কুলকীর্ত্তি-পঞ্জিকায় অনুপ্রাস। গ্রন্থকার বালবলভিরাজে অনুপ্রাস, গ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতায় অনুপ্রাস। মনসামঙ্গলে জালু ও মালু, মালঞ্চমালা কাঞ্চনমালা, ময়নামতীর পুথিতে মেহারকুলের মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী, পুত্র গোপীচন্দ্র ও পুত্রবধূ অদুন পদুনা

রত্নমালা কাঞ্চনমালা, ঘনরামের সেনানায়ক মহামদ, কবিকঙ্কণের নায়ক কালকেতু ও শ্রীমন্ত সদাগর, নায়িকা লহনালীলাবতী খুল্লনা-ফুল্লরা, দুর্ব্বলা দাসী, রায়গুণাকরের ধেড়েভেড়ের কৌতুককাহিনী, সোণার সেঁউতি, হরিহোড়, মহামায়া, চন্দ্রিণী পদ্মিনী চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী বসুন্ধর বসুন্ধরা, ভাগিনাভুলানী মালিনী মাসী, বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা, (গুণ) সিন্ধুর পুত্র সুন্দর কালিকার কিঙ্কর চোরচূড়ামণি, সাধী মাধী দাসী, দাসুবাসু, কেহই অনুপ্রাসের মায়া কাটাইতে পারে নাই।

রামায়ণে বর্ণনীয় বিষয়—রামের রাজ্যাভিষেক, পিতৃসত্য-পালনার্থ বনবাস, মায়ামৃগ, মায়ামুণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, বালিবধ, শক্তিশেল, রামরাবণে রণ, লক্ষ্মণভোজন, লক্ষ্মণবর্জ্জন, স্বর্ণসীতা, পাতাল-প্রবেশ। তা'র পর—নলনীল, গয়গবাক্ষ, হনুমান্ জাম্বুবান্ (অনুপ্রাসের খাতিরে জাম্ববান্ জাম্বুবান্ সাজিয়াছে), সুষেণ, শুকশারণ, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণ, কৈকেয়ী, মন্দোদরী, সগরসন্তান, বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ, সকলেই অনুপ্রাসের তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। তাই প্রাচীন কবি বড় কথাটাই ধরিয়াছিলেন—কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে। কথং জ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে ভকারো নাস্তি রাবণে॥

মহাভারতে কৌরবপাণ্ডব, দুর্য্যোধন-দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য-কৃপাচার্য্য, বৃষকেতু-বৃষসেন, নরনারায়ণ, কৃপকৃপী, কৃষ্ণকৃষ্ণা, উত্তর-উত্তরা, হিড়িম্ব-হিড়িম্বা, বলভদ্র-সুভদ্রা, অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা, বভ্রুবাহন, বিচিত্র-বীর্য্য, দেবব্রত, সত্যবতী, জনমেজয়, দ্বৈপায়নশিষ্য বৈশম্পায়ন, বেদব্যাস, যুযুৎসু, হাহা-হুহু, সব্যসাচী, কুরুকুল, পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চালীর পঞ্চপতি, পাশুপত অস্ত্র, শরশয্যা, বারণাবত, গোগ্রহ (বা গোগৃহ), সর্পসত্র, যদুবংশধ্বংস, যযাতির যৌবনপ্রাপ্তি, দ্বৈপায়নে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবের বারো বছর বনবাস, সশরীরে স্বর্গারোহণ, সবই অনুপ্রাসের ধাপে ধাপে।

লঙ্কাকাণ্ড-কুরুক্ষেত্রে অনুপ্রাসের আভাস আছে। আবার শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম, রামের প্রতিদ্বন্দ্বী পরশুরাম, রাবণের অরি রাম, কৃষ্ণের শত্রু কংস, সীতার সখী সরমা, সাবিত্রীর স্বামী সত্যবান্।

ইংরাজ-রাজত্বের বাঙ্গালা-সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তক রাধানগরের রাজা রামমোহন রায়ের নামে অনুপ্রাস এবং তাঁহার প্রণীত পথ্যপ্রদান ও পৌত্তলিকপ্রবোধে অনুপ্রাস। নব্যসভা-বিধায়ক, কলিকাতা কমলালয়, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুকরণ বোধেন্দুবিকাশ ও সংকল্পসূর্য্যোদয়, প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ প্রতাপাদিত্য-প্রণেতা রামরাম বসু, প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রিত-পুস্তক-প্রণেতা হালহেড সাহেব, পুরুষপরীক্ষা, রামারঞ্জিকা, নবনারী, প্রথম নভেল ফুলমণি ও করুণা, প্রায় প্রথম নভেল আলালের ঘরের দুলাল, প্রায় প্রথম নাটক প্রেম পঞ্চানন-প্রণীত এবং পরে কুপিতকৌশিক, কৌতুকসর্ব্বস্ব, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নাটুকে নারাণের নবনাটক, শরৎসরোজিনী, বাবুবিলাস, মানময়ী, কেশবচন্দ্র সেনের নববৃন্দাবন, কোথাও অনুপ্রাসের আটক নাই। আমাদের কাছে ধার করা পিল্লের গল্পে, ইংরাজীর তর্জ্জমা বিলাতী বনিতা (Wife of Bath), পরিত্যক্ত পল্লী (Deserted Village), চারুমুখ-চিত্তহরা (Romeo and Juliet) ইত্যাদিতে মূলে অনুপ্রাস না থাকিলেও অনুবাদে আছে।

বীরসিংহবাসী বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-বিচার, বহুবিবাহ-বিচার, বেতালপঞ্চবিংশতি,—এখানে পুস্তকের নামের ভিতর ত অনুপ্রাস আছেই, গ্রন্থ ও গ্রন্থকারে মিলিয়াও অনুপ্রাস হইয়াছে। মদনমোহনে অনুপ্রাস, শিশুশিক্ষায়ও অনুপ্রাস। রামদাস সেনের রত্নরহস্য, বিহারীলালের বন্ধু-বিয়োগ ও বাউল-বিংশতি, বৈকুণ্ঠনাথ বসুর বসন্তসেনা ও বারবাহার, বিবেকানন্দের বীরবাণী, দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সবিতা-সুদর্শন, সুরেন্দ্রনাথ রায়ের সচিত্র

সাবিত্রী-সত্যবান্ ও শৈব্যা, শশাঙ্কমোহন সেনের শৈলসঙ্গীত ও সিন্ধুসঙ্গীত, দেবকুমারের দেবদূত, যোগীন্দ্রনাথের জামাইজাঙ্গাল, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার বেগম, এ সব আধুনিক পুস্তকের নামের ভিতর অনুপ্রাস, আবার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামে মিলিয়াও অনুপ্রাস। পদ্মাপারের প্রমথনাথ নামে অনুপ্রাস, আবার প্রমথনাথ ও তৎপ্রণীত পদ্মায় মিলিয়া অনুপ্রাস। দীননাথ দত্তে অনুপ্রাস, আবার তাঁহার স্মৃতিসাথীতেও অনুপ্রাস। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়, মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ, বঙ্কিম-চন্দ্রের বিষবৃক্ষ, কবি বিহারিলালের বঙ্গসুন্দরী, বঙ্গবাসীর বিহারীলালের বিদ্যাসাগর, বঙ্কবিহারী করের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিধুশেখরের বিবাহ-মঙ্গল, পদ্মনাথের প্রবন্ধাষ্টক, দোবের দার্জ্জিলিং, গিরিজা-প্রসন্নের গৃহলক্ষ্মী, সৌরীন্দ্রমোহনের শেফালি এ সব স্থলে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামে নামে মিলিয়া অনুপ্রাস। দুর্গাদাস লাহিড়ীর রাণী ভবানী ও রাজা রামকৃষ্ণ, বিনোদবিহারী রায়ের পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্ব-কোষ, নরেন্দ্রনাথের গৃহহারা, প্রমথনাথের নবীনা জননী, চারু বাঁড়ুজ্যে বা চারুচন্দ্রের পুষ্পপাত্র, সত্যরঞ্জন রায়ের রাজা দেবীদাস, শচীশচন্দ্রের বাঙ্গালীর বল, এ সব স্থলে গ্রন্থকারের নামেও অনুপ্রাস, গ্রন্থের নামেও অনুপ্রাস। সৌরীন্দ্রমোহনের যৎকিঞ্চিৎ ও গ্রহের ফের অনুপ্রাসের হেরফের।

তারাশঙ্করের রাসেলাসে, অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে, ভূদেবের পারি-বারিক প্রবন্ধে, রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচারে, রাজনারায়ণ বসুর সেকাল ও একালে,যশোর জেলার মাদ্রাজফেরত মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতে তিলোত্তমায় (বেলগেছিয়ার বাগানবাড়ীতে অভিনীত), ও ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা কাব্যযুগ্মে অনুপ্রাস।

বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা যেমন উচ্চদরের,

তাঁহার অনুপ্রাস-প্রবণতাও সেই অনুপাতে। সবিস্তারে দেখাইতেছি। তাঁহার কপালকুণ্ডলা, কমলাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, বিষবৃক্ষ, রাধারাণী কেহ অনুপ্রাস অমান্য করেন না। কপালকুণ্ডলার অনুপ্রাস অবশ্য পদ্মপুরের ভব-ভূতির মালতীমাধব হইতে আমদানী। বিষবৃক্ষে অনুপ্রাসের অনুরোধে পঞ্চাশটি পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদের নামকরণেও অনুপ্রাস। প্রথম পরিচ্ছেদ নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা; তাহার পর যোগাং যোগোন যোজয়েৎ, পিঞ্জরের পাখী, খোসখবর, সকল সুখেরই সীমা আছে, পথিপার্শ্বে, সূর্য্যমুখীর সংবাদ, সরলা এবং সর্পী, কুন্দের কার্য্যতৎপরতা ইত্যাদি নামকরণও পোষক প্রমাণ। প্রতাপপুরে, ঝুমঝুমপুরে, দেবীপুর হরিপুর গোবিন্দপুরে, কোননগরে অনুপ্রাস। নগেন্দ্রের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্রের মামাত ভাই সুরেন্দ্র, বৈদ্য রামকৃষ্ণ রায়, ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ শর্ম্মা, শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্র, রমণীরত্ন ক-মল-মণি, কুড়ান কন্যা কুন্দনন্দিনী—কত অনুপ্রাস! কাপালিকপালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলায় অনুপ্রাস, মৃন্ময়ীতেও অনুপ্রাস। আবার ঐ গ্রন্থে দরিয়াপুর-দৌলতপুরে অনুপ্রাস, কৃতসঙ্কেতে, সপত্নী-সম্ভাষণে, সাগরসঙ্গমে প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত পদে পরিচ্ছেদ-প্রারম্ভে পুঞ্জীকৃত অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের অনুরোধে হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ, মৃণালিনীর মিতিন মণিমালিনী, গিরিজায়ার মিলন (না গরমিল?) দিগ্বিজয়ের সঙ্গে। আবার পশুপতিতে অনুপ্রাস, মনোরমায় অনুপ্রাস, মণিমালিনীতে অনু-প্রাস। শিবসাক্ষাৎ স্বয়ংবরা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমায় অনুপ্রাস, গজপতি বিদ্যাদিগ্গজে অনুপ্রাস, অভিরামস্বামীতে অনুপ্রাস। চন্দ্রশেখরে স্বরূপচন্দ মহাতাপচন্দে, গলষ্টন জনসনে, ইণ্ডিল-মিণ্ডিলে, পুরন্দরপুরের পার্ব্বতীতে, অনুপ্রাস। শৈবলিনীর সাঁতার অনুপ্রাস-পাথার। ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র, সুভাষিণী, মনোহরপুর, মহেশপুর, গৌরীগ্রাম, কলিকাতা, সর্ব্বত্র অনুপ্রাস। রাধারাণীর রাজপুর বা শ্রীরামপুরে বাসে অনুপ্রাস, রুক্মিণীকুমার নামধারণও

রাধারাণীর সঙ্গে মধুরমিলনে অনুপ্রাসের প্রয়োজনে। অন্যান্যগ্রন্থে ললিত-লবঙ্গলতা, চন্দ্রচূড় ঠাকুর, ভীষ্মদেব খোসনবীশ, শচীসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দর, ভজগোবিন্দের ভগিনী ভদ্রকালী, বাগ্দীবৌ ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'মা না মহাশক্তি' অনুপ্রাসে অতিভক্তির পরিচয় দেয়। প্রভাতচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, নিশীথচিন্তা গ্রন্থত্রয় অনুপ্রাসসূত্রে গ্রথিত। দীনবন্ধুর কমলে কামিনী ও যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষে (লীলাবতীকেও ললিত-লীলাবতী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন) ও হেমচন্দ্রের বীরবাহুতে অনুপ্রাস। নবীন নামই যখন অনুপ্রাসের অধীন, তখন তাঁহার নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্নে ও অমিতাভ অমৃতাভ, রঙ্গমতী ভানুমতীতে, যুগে যুগে অনুপ্রাস থাকিবেই ত। রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতায় অনুপ্রাস, আবার অমলা-কমলা-সরলা-বিমলায় কাণ ঝালাপালা। মাধবীকঙ্কণে অনুপ্রাস, জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা একত্র, সংসার ও সমাজ একত্র, অনুপ্রাসজড়িত। চন্দ্রনাথের ফুল ও ফল, বেতালে বহুরহস্য, সংযম-শিক্ষা, প্রত্যেক খানিতে অনুপ্রাস; শকুন্তলা-তত্ত্ব ও সাবিত্রী-তত্ত্ব একত্র অনুপ্রাসবদ্ধ। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী শৈশবসহচরীতে অনুপ্রাস, পূর্ণচন্দ্র বসুর সাহিত্য-চিন্তা সমাজচিন্তা একত্র অনুপ্রাসসূত্রে গ্রথিত। লালমোহন বিদ্যানিধির আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা (সাধারণ উচ্চারণে আবস্থা), বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর প্রেমপ্রবাহিণী, সঙ্গীতশতক, নিসর্গসন্দর্শন, স্বপ্নদর্শন, সাধের আসন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক, কাঙ্গাল হরিনাথের বিজয়বসন্ত, ব্রহ্মাণ্ডবেদ, চিত্তচপলা, মাতৃমহিমা, তারকনাথ গাঙ্গুলির হরিষে বিষাদ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বর্ষবর্ত্তন, মাদকমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নির্ব্বাসিতা সীতা, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যকলাপ, রাজকৃষ্ণ রায়ের বনবীর, উৎকট বিরহ বিকট মিলন, কুপোকাৎ, জগা পাগলা, গেঁজেল গদা, আর নায়িকাযুগল হিরণ্ময়ী কিরণময়ী, দামোদরের মা ও মেয়ে, মৃণ্ময়ী,

কমলকুমারী, নবাবনন্দিনী, শুক্লবসনা সুন্দরী, মনোমোহনের প্রণয়পরীক্ষা, রামের রাজ্যাভিষেক, ঠাকুরদাসের শারদীয় সাহিত্য ও মরণান্তে কুৎসা-কুমারী, বিপ্রদাসের যুবক-যুবতী, দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে সর্ব্বত্র অনুপ্রাস।

বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বীরবাণী, আনন্দচন্দ্রের মাতৃমঙ্গল পরমার্থপ্রসঙ্গ, দেবীপ্রসন্নের যোগজীবন, পুণ্যপ্রভা, বিবেক-বাণী, কৃষ্ণ-কুমারের বুদ্ধদেব, রাজা ও রাণী, চণ্ডীচরণ সেনের টম কাকার কুটীর ও গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমলকুমার এবং অন্যান্য লেখ-কের উপনিষদের উপদেশ, বিভূতিবিদ্যা, তত্ত্বপ্রকাশিকা, তারকেশ্বরতত্ত্ব, তন্ত্রতত্ত্ব, ব্রতমালাবিধান, সাধনা ও সিদ্ধি, শান্তিসুধা, সাধকসঙ্কেত, ত্রিকাল-দর্শিদর্পণ, শিব ও শক্তি, ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ইত্যাদিতে বুঝা যাইতেছে যে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লেখকই অনুপ্রাসে পশ্চাৎপদ নহেন। 'সীতা' ও 'পলাশবন' প্রণেতা 'সীতা' ও 'অশোকবন' লিখিলে সব দিক্ থাকিত।

রাণী মৃণালিনীর মনোবীণায় অনুপ্রাসের ঝঙ্কার। কল্লোলিনী-প্রতি-ধ্বনিতেও অনুপ্রাসের ধ্বনি শুনি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অশ্রুকণা ও অর্ঘ, স্বদেশিনী ও সন্ন্যাসিনী, যুগ্মে যুগ্মে অনুপ্রাস। পতিপ্রাণা মানকুমারীর শুভসাধনা ও প্রিয়প্রসঙ্গে অনুপ্রাস অঙ্গহীন নহে। বিপত্নীক চন্দ্রশেখর উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম না লিখিয়া প্রেমপ্রলাপ লিখিলে সঙ্গতি-রক্ষা হইত। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরও সৌখীন সাহিত্যিক হইলে পত্নীপলায়ন লিখিতে পারিতেন।

দেবী স্বর্ণকুমারীর বর্ণবোধ, গল্পগুচ্ছ, গল্পস্বল্প, বসন্ত উৎসব, ফুলের মালা, কাহাকে, মিবাররাজ, দ্বিজেন্দ্রনাথের সপ্তসর্গে সমাপ্ত স্বপ্নপ্রয়াণ (কবি-কল্পনার সপ্তমসর্গও—Seventh Heaven—বলিতে পারেন), জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ, ছিতে বিপরীত, রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল, (রবিরাহুরচিত মিঠেকড়ায়ও শ্রুত্যনুপ্রাস) কবিকাহিনী, কথা ও কাহিনী,

কণিকা-ক্ষণিকা, গল্প-গুচ্ছ, গোড়ায় গলদ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রাণী, শিশু, সঙ্কল্প ও স্বদেশ, সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদিত স্বল্পায়ুঃ সাধনা, বলেন্দ্র-নাথের প্রেম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দেখাইতেছে যে ঠাকুরপরিবারও অনু-প্রাসের অতীত নহেন।

স্বপ্নপ্রয়াণে অজস্র অনুপ্রাস, প্রণিধানপূর্ব্বক পড়িলে পাইবেন। যথা কল্পনাকুমারী, কামনাকামিনী, মনোমন্দির, মায়ামাতা, মানস-সরসী, লজ্জা-সজ্জা সখী, নন্দননগর, বিলাসপুর বিষাদপুর, সমর শান্তি, শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ, শমদম, সখ্যরস, দাস্যরস, রুদ্ররস, বীররস, সুসঙ্গ, রসাতলরাজ, মহীশমহিষ, প্রণতিপথ, বিঘ্নবন, শান্তিসিন্ধু, 'শ্রদ্ধা নামে সতী, সত্য তা'র পতি।' বাস্ত-বিক বইখানি অনুপ্রাসের খনি, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিচিত্র অনুপ্রাস।

শশধরের ত্রিদিববিজয়-রাঘববিজয় কাব্যযুগে অনুপ্রাস। জলধরের পুরাতন পঞ্জিকা (পুরাতন হইলেও নিতুই নব), দীনেশচন্দ্রের জড়ভরত (সম্প্রতি চলিয়াছে), বড় রায় সাহেবের সাহিত্য-সাধনা, কামিনী ও কাঞ্চন, ভক্তের ভগবান্, বঙ্গের শেষবীর, বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, রাণী ভবানী, হেমেন্দ্র-প্রসাদের মৃত্যুমিলন, ক্ষীরোদপ্রসাদের কবিকাননিকা, প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থাবলী ও ষোড়শী, মণিলাল গাঙ্গুলির কল্পকথা, যতীন্দ্রমোহনের রেখা ও লেখা একত্র, ফকিরচন্দ্রের পথের কথা ও নবান্ন, শৈলেশচন্দ্রের চিত্রবিচিত্র, অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্র, সত্যেন্দ্রনাথের বেণু ও বীণা, কুহু ও কেকা, তীর্থসলিল তীর্থরেণু একত্র, ফুলের ফশল, রমণীমোহন ঘোষের মঞ্জরী ও মুকুর একত্র, হরিসাধনের রঙ্গমহাল শীশমহাল একত্র, রসিক রায়ের শবাসনা ও দিগ্‌বসনা একত্র, সরোজনাথের মস্তকের মূল্য, কান্তকবির বাণী ও কল্যাণী, অভয়া ও অমৃত, দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীচিত্র পল্লীবৈচিত্র্য একত্র (পল্লীচরিত্রও প্রকাশিতপ্রায়), মহিমময়ী, নন্দনে নরক, পিশাচ পুরোহিত, (পত্নী কি পেত্নীর কতদূর?) আর কত বলিব? জগদা-

নন্দের প্রকৃতি-পরিচয়, বিনয়কুমারের সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাসমালোচনা, প্রমথনাথের কথা বনাম কায, অনুপ্রাসের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

থিয়েটারে সুকুমার সাহিত্যের হাট জমজমাট। নাটকনাটিকা পঞ্চরং প্রহসনের নামনির্দ্দেশে অনুপ্রাসের ঘোর ঘটা। (বঙ্গের গ্যারিক গিরিশ-চন্দ্রের গিরিশগ্রন্থাবলী ও তাঁহার জন্য শোককাব্য গিরিশগৌরব ইহার পোষক প্রমাণ। তৎপ্রণীত অভিনয় ও অভিনেতা, কবিতাকুঞ্জ, এবং বিবিধ প্রবন্ধও উল্লেখ-যোগ্য।) নামমালা—যথা, আসল ও নকল, একাকার, কমলেকামিনী, কিসমিস, কুব্জ ও দরজী, কৃপণের ধন, খাসদখল, গ্রহের ফের, চাটুজ্যে মুখুজ্যে, চোরের উপর বাটপাড়ি, জীবনে মরণে, ডিস্‌মিস্‌, তিলতর্পণ (নীলদর্পণের নাম নকল ?), তুর্গাদাস, দেলদার, দোললীলা, দোলতে তুনিয়া, পয়জারে পাজী, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, পরপারে, পাণ্ডবগৌরব, পারস্তপ্রসূন, পাষাণে প্রেম, প্রতাপাদিত্য, প্রাণের টান, প্রেমপ্রতিমা, প্রেমের প্রতিদান, ফণীর মণি, মজা কি সাজা, মণিহরণ, মধুরমিলন, মনের মতন, মলিনমালা, মুকুলমুঞ্জরা, মোহিনীমায়া, যৎকিঞ্চিৎ, যায়সা কি ত্যায়সা, রংরাজ, রুক্মিণীরঙ্গ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, বঙ্গবিক্রম, বড়দিনের বখ্‌শীশ, বড়বৌ, বসন্তসেনা, বাবু, বাহবা, বারবাহার, বাহবা বাতিক, বিল্বমঙ্গল, বিবাহ-বিভ্রাট্‌, বুদ্ধদেব, বেল্লিক-বাজার, বেজায় আওয়াজ, বোধনে বিসর্জ্জন, বৈজয়ন্তবাস, ব্রজবিহার, ব্রাহ্মণ-বিভ্রাট্‌, শাস্তি কি শান্তি, শিরী ফরহাদ, সৎসঙ্গ, সম্মতিসঙ্কট, সাবাস, আটাশ, সীতার বনবাস, সোণার সংসার, সংসার, হরিরাজ, হিন্দাহাফেজ। 'দাদা ও আমি'র উত্তোর 'গাধা ও তুমি' ; 'করমেতি বাই' এর উত্তোর 'মকরে বিতাই' ?

সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধে—কণ্ঠকৌমুদী, গীতসূত্রসার, তবলামালা, তারিণী-তত্ত্বসঙ্গীত, জ্ঞানানন্দগীত, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, সদ্ভাব-সঙ্গীত, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত-তরঙ্গ, সঙ্গীতসার, সঙ্গীতসার-সংগ্রহ,

সঙ্গীত-সুধাকর, সঙ্গীত-সুধানিধি, সরলসঙ্গীত, সরল স্বরলিপিশিক্ষা, সরল সেতারশিক্ষা, সাধক-সঙ্গীত, সাধন-সঙ্গীত, স্বদেশসঙ্গীত, সেতারশিক্ষা।

বটতলার বাজে বই বাদে যে সব বইএর বিষয় বিশেষভাবে বলা হয় নাই, তাহার তালিকা—

অ অকুললহরী, অবলাবান্ধব।

ক কবিতাকুঞ্জ, কবিতাকুসুম, কাকলী, কাননকুসুম, কাব্যকথা, কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কারাকাহিনী, কারাকুসুমিকা, কাহিনীকানন, কিন্নর-কানন, কুলীকাহিনী, কুলীন-কাহিনী, কুসুমে কীট, কৌতুককণা।

গ গগন-গুহা, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, গরীবের গান, গান ও গল্প, গুরু-গোবিন্দ, গো গঙ্গা ও গায়ত্রী, গোপীগোষ্ঠ, জ্ঞানগর্ভ।

চ চণ্ডীদাসচরিত, চিত্তচিতা।

জ জগৎগুরু, জননীজীবন, জাতীয়জীবন।

ত তরুণতাপস।

দ দারোগার দপ্তর, দার্জ্জিলিঙ্গে দিন দুই, দেবদূত, দৈববার্ত্তা।

ন নগনলিনী, নন্দনকানন, নারীনীতি, নিত্যানন্দচরিত।

প পঞ্চপুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চোপাখ্যান, পতিপূজা, পতিব্রতা, পদ্ম-পুষ্পাঞ্জলি, পদ্মোপাখ্যান, পবিত্রপ্রণয় কাব্য, পারস্যপ্রসূন, পার্থপরাজয়, পার্থপরীক্ষা, পাষাণ-প্রতিমা, পিত্তল-প্রতিমা, পিশাচপিতা, পূজায় প্রমাদ বা পতিব্রতার পত্র, প্রীতিগীতি, প্রীতি ও পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি, প্রেম-পরিণাম, প্রেমপ্রতীক্ষা, প্রেম-প্রস্রবণ।

ভ ভারতভ্রমণ, ভাববল্লী।

ম মঙ্গলময়ী, মধুমালা, মন বুলবুল, মা আমার কালো কেন? মিলন-মন্দির, মুক্তমাধব, মুক্তার মালা।

র রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ, রাজা সীতারাম রায়, রাক্ষস-রহস্য।

ল ললিত-লবঙ্গ।

ব বঙ্গবিজয়, বঙ্গে বর্গী, বড়বৌ, বরেন্দ্র-বিবরণ, বাইশক বিমনসা, বারুণীবিলাস, বিজয়বসন্ত, বিধিবিধান, বিশ্ববৈচিত্র্য, বীরেন্দ্রবিনাশ, বুদ্ধবাণী, বুদ্বুদ, বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলী।

শ শম্ভুসংহার, শাক্যসিংহ, শান্তিশতদল, শান্তিসুধা, শুম্ভসংহার, শুম্ভ-নিশুম্ভবধ, শোকস্মৃতি, শিক্ষাসঙ্কট (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থার প্রতিবাদ), কৃষ্ণের কলঙ্ক কেন?

স সংসার-সর্ব্বরী, সৎসঙ্গ, সতীপ্রশস্তি, সপত্নী সরো, সপ্ত সম্বোধন, 'সনিস্তাসংগ্রহ,' সাধক-সহচর, সাময়িক শিক্ষা, সাহা সমাজের ইতিহাস, সাহিত্য-সংযোগ (পদ্যপ্রয়াস), সুধাসরিন্মালা, সুনীতিসুধানিধি, সুরবালা শূরবালা, সুশীলমালতী, সোণার খনি, সোণার সতীন, সৌভাগ্য-সোপান, স্বদেশ ও সরমা, স্বাস্থ্য ও শতায়ুঃ।——ইতি বেদব্যাসের বিশ্রাম।

সুকুমার সাহিত্যে অনুপ্রাস।

(মানসী, চৈত্র ১৩১৮)

সুকুমার সাহিত্যসম্বন্ধে সংক্ষেপে সমালোচনা করিব। কাব্যকোবিদ কল্পনাকুশল কবিকুল চিরকালই অনুপ্রাসের অনুকূল। কবি-পিককুল-কলরবে কাব্যকানন মুহুর্মুহুঃ মুখরিত। কবিকল্পনায় স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার বিবৃত, কচিৎ তাহা কষ্টকল্পনা হইলে কষ্টকর হয়। চিত্তচমক-প্রদ মনোমদ নাটক নভেল, প্রহসন পঞ্চরং, উপন্যাস নবন্যাস, রহোন্যাস রমন্যাস—কোথায় না অনুপ্রাস?

উহাদের উপজীব্য বা বর্ণনীয় বস্তু—স্বভাববর্ণনে অরুণরাগ, ঝিল্লী-ঝঙ্কৃত, ঘাট-বাট-মাঠ-গোঠ, বনবিটপী, বনবিহগ, সোণার হরিণ, মৃগমদ, তাল-তমাল-রসাল-শাল, পলাশ-পিয়াল-বকুল, জাতীযূথী, মল্লিকামালতী, কুমুদকমলকহ্লার, স্থলকমল, সরসিজ, পদ্মপত্র, এলালতা, লজ্জাবতী লতা, কুন্দকুসুম, কেতকীকুসুম, কনকচম্পক, কুসুমকলিকা, বকুলফুল, বকুলতলা, বকুলবীথিকা, কুঞ্জকুটীর, কোকিলকাকলী বা পিক-কুহু, পাপিয়ার পিউপিউ, ভ্রমর-ঝঙ্কার, মর্ম্মর-রব বা সন্‌সন্ শব্দ, চাঁদনী রজনী, বসন্ত বাতাস বা মলয়মারুত বা মলয়ানিল, পূর্ণিমা-চন্দ্রমাঃ, মধুমাস, মনের মানুষ, মনের মিলন, মধুরমিলন, ঊরু উপাধান, যুবকযুবতী, নবযৌবন, নবযুবতী, ষোড়শী, স্মরশর, মদনের সম্মোহন বাণ, পবিত্রপ্রণয়, প্রেমপাশ, প্রেমপিপাসা, পরাণ-পুত্তলী, যামিনীযাপন, ('যুবক-যুবতী জাগো যামিনী যে যায় গো'), গুণমণি, রমণী-রতন, পুরুষ পরশপাথর, পতি পরম পদার্থ, সুখসাগর, অন্ধ অনুরাগ, অবলা সরলা কুসুমকোমলা কুলবালা বা 'কুলীনকুমারী অনূঢ়া অবলা'। চারিচক্ষুর চোরা চাহনিতে চকিতে চিত্ত চুরি করে। 'চোরা ছোরা হানে প্রাণে চোখের চাহনি' (স্বপ্নপ্রয়াণ)। কোথাও প্রেম-ঘুম-ঘোরে চিত্তচোরার সঙ্গে হৃদয়-বিনিময়, প্রেমপ্রীতির আদানপ্রদান, প্রাণনাথ, প্রাণপ্রিয়, প্রাণপ্রেয়সী পাঠ লিখিয়া প্রেমপত্রপ্রেরণ, পত্রপাঠমাত্র প্রাণপ্রদান, প্রেমে পাগল, মধুরমিলনে সুখস্বপ্ন, সুখের সাগরে সাঁতার, বাহুবন্ধন, পাণিপীড়ন, চুম্বন আলিঙ্গন, বিবাহবাসরে শুভবিবাহে বা পরিণয়ে প্রীতিউপহার (শুভসাদী হইলে সোণায় সোহাগা হইত)। কখন বা মানভঞ্জন, পাদপতন, পাদপদ্মে প্রণতি, চরণসংবাহন, চাটুবচন, কৃতক-কোপ, কৃতককলহ, স্তোকবাক্য। কোথাও বা জীবনযৌবন দান করিয়া প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল বিষম বিচ্ছেদবিরহ, শেষে 'হৃদয়ের হেমহার হারালাম হায়' বলিয়া হাহাকার, হা-হুতাস দীর্ঘশ্বাস, সুখশশী

চিরতরে অস্তমিত, কৃতান্তকুঠারের কোপে (!) কাটা তরুবর, বিরহবিধুরা ললনা-লতিকা ধূলায় ধূসর।

রমণীর রূপরাশিবর্ণনে অনর্গল অনুপ্রাস। যথা, স্বর্ণবর্ণ, ধবধবে, টকটকে বা টুকটুকে রং, বেলুন বেলুন বা গোলগাল গড়ন, (অবশ্য বরবর্ণিনীদিগের বেলায় ; রাণীগঞ্জগঙ্গিনীগণের কথা কহিতেছি না), চাঁচর-চিকুর, কৃষ্ণকেশপাশ, কুঞ্চিতকচকলাপ, আলুলায়িতকুন্তল বা বদ্ধবেণী, নীলনলিনাভ নয়ন, পদ্মপলাশলোচন, হরিণনয়ন, নয়নে খঞ্জন খেলে, ঢলঢলে মুখখানি, পটোলচেরা চোখ, যোড়াভুরু, গোলাপীগাল, কুন্দদন্ত, দশন মুকুতাপাতি, অমিয়ময় সুধাধার অধর, 'তাম্বুলে তামাকুরস রাঙ্গারাঙ্গা ঠোঁট', বদনবিধু, 'শারদশশী সে মুখের তুলা', (অকলঙ্ক শশাঙ্ক), চাঁদবদন, ইন্দুনিভানন, শুক্লপক্ষের শশিকলা, ভুবনভুলান সহাস্য আস্য, বা বিরসবদন, কুটিল কটাক্ষ (Sidelong looks of love), কম্বুগ্রীবা, বাহুবল্লী, করকিশলয়, করকমল, পাণিপদ্ম, কুচকমলকলি, কুচকুম্ভ, কদম্ব-দাড়িম্ব, পীনোন্নত বা পীন পয়োধর, তরুণীস্তনতট, ক্ষীণকটিতট (wasp-waisted), ঘনজঘনমণ্ডল, ন্যগ্রোধনিভ নিবিড়নিতম্ব, রামরম্ভা বা করি-কর জিনি উরু (সুরুচির অনুরোধে উরু ও উরোজ উহ্য রাখিয়া নগ্নিকা নায়িকার বর্ণনা করা রীতিবিরুদ্ধ), সুমধ্যমা, নিম্ননাভি, নীবিবন্ধ, পদপল্লব, পাদপদ্ম। গজেন্দ্রগমন, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, মধুমাখা সুস্বর, স্বরসুধা, ললিত-লাবণ্য, লাস্যলীলা, ছলাকলা, যৌবনধরম শরমভরম, ব্রীড়াবতী, এক কথায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী শিরীষসুকুমারী নবীনা নায়িকা। (নারীনিন্দায় ফ্যাকফেকে রং, কাঠি কাঠি বা গোদা-গোপসা গড়ন ইঁদুরদাঁতী পিত্তলের পিলসুজ !)

নরনারীর নামনির্ব্বাচনে অনুপ্রাস।

(ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯)

কবিকুল মানসসন্তানদিগের নামনির্দ্দেশে অনুপ্রাসের অবতারণা করেন, তাহা 'সাহিত্যে অনুপ্রাস' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। কিন্তু সকলেই কিছু কবি নহে, অথচ কবিত্বকণ্ডূয়ন সকলেরই অল্পস্বল্প আছে। অনেক মাতাপিতা সেই সখ সন্তানসন্ততির মিলমাফিক নাম রাখিয়া মিটাইয়া লয়েন। তবে এটুকু কবিত্বও অনেক সময় অরসিক বিধাতার সহে না, এইরূপ একটা মেয়েলি সংস্কার আছে। বিধাতা যমযাতনা দিয়া দু' একটি টানিয়া লইয়া প্রক্রমভঙ্গ করিয়া দেন। বর্ত্তমান লেখক এ বিষয়ে ভুক্তভোগী।

১। মিলের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, নামের দ্বিতীয় অংশটি বংশপরম্পরায় সাধারণ রাখা, অর্থাৎ মা ও মেয়ের বা ভগিনীগণের নামে কামিনী, মোহিনী, মালা, বালা, মতী (যথা হরিমতী, মধুমতী), মণি (যথা হরমণি, রামমণি), ময়ী (যথা স্বর্ণময়ী, মৃন্ময়ী, ৺মগ্নময়ী দেবীর কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী), দাসী (যথা হরিদাসী, কৃষ্ণদাসী) প্রভৃতি যোজনা করা এবং পিতাপুত্রের বা ভ্রাতৃবর্গের নামে চন্দ্র, নাথ, কান্ত, মোহন, কুমার, দাস, লাল প্রভৃতি যোজনা করা। এক চন্দ্রে দেখুন—বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও ভ্রাতৃগণ সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। [চন্দ্র, মোহন, কুমার প্রভৃতি সাধারণতঃ নামের দ্বিতীয় অংশ হইলেও কখন কখন প্রথম অংশও হয়, (যথা চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকুমার, চন্দ্রনাথ, মোহনলাল, মোহনচন্দ্র, কুমারনাথ, কুমারকৃষ্ণ, লালচাঁদ, লালমোহন, রঞ্জনলাল)।] কতকগুলি স্থলে আলাদা অংশ না হইলেও শেষটায় মিল থাকে। যথা সরলা, কমলা ; কুমুদিনী, প্রমোদিনী, বিনোদিনী ; মৃণালিনী, নলিনী ; সরোজিনী, পঙ্কজিনী ; অম্বুজা,

প্রজ্ঞা ; বিভা, প্রতিভা ; ইত্যাদি। (দৈত্যলোকে দেখুন—সুন্দ উপসুন্দ দানবদ্বয় দুই ভাই ! সুভদ্রা-বলভদ্র ভাই-ভগিনী।)

২। কখন কখন নামের প্রথম অংশটির আবার দুইটি ভাগে সন্ধি করা থাকে (যথা দেবেন্দ্র)। তাহার দ্বিতীয় ভাগটি (ইন্দ্র ও ঈশ খুব প্রচলিত) এবং নামের দ্বিতীয় অংশটি দুইই বংশপরম্পরাক্রমে সাধারণ থাকে। এইরূপ ডবল মিল অধিকন্তু ন দোষায়। যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে ইন্দ্র (নামের প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগ) ও নাথ (নামের দ্বিতীয় ভাগ) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ (যথা দ্বিজেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, ৺বীরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি ভ্রাতৃবৃন্দ)। শোভাবাজারের রাজপরিবারে ইন্দ্র ও কৃষ্ণ এইভাবে যুগপৎ বিরাজিত (যথা নরেন্দ্রকৃষ্ণ)। খ্যাতনামা লেখক ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের নামের প্রথমাংশের দ্বিতীয়ভাগ ইন্দ্র, তবে দ্বিতীয় অংশে নাথ না দিয়া লাল লাগান হইয়াছে। কৃষ্ণনগর রাজবংশে শ্রীশচন্দ্র, সতীশচন্দ্র প্রভৃতি নামে, ঈশ ও চন্দ্র যুগপৎ বিরাজিত। সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত ৺শ্রীশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র (মজুমদার) তথা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র (সমাজপতি) ভ্রাতৃযুগলের নামেও এই বৈচিত্র্য বিরাজিত। বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রগণের নামে ইন্দু ও সুন্দর বিরাজ করিতেছে। অমূল্যধন, অতুল্যধন, প্রভৃতি যোড়ে যোড়ে নামেও এই ডবল মিল আছে।

৩। আবার কোন কোন বংশে নামের প্রথম অংশটিই সাধারণ সম্পত্তি। যথা ভূকৈলাস রাজবাটীতে 'সত্য'——সত্যবাদী, সত্যশ্রী ইত্যাদি। রাধাকুমুদ, রাধাকমল, রাধারমণ, রাধাবিনোদ প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দও ইহার সাক্ষী। (দেবলোকে যম-যমুনা ভাইভগিনী !)

৪। কোন কোন বংশে পিতার নামের আদ্যক্ষর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের

আদ্যক্ষর হয়—এই রীতি প্রচলিত, অর্থাৎ আদ্যক্ষরে জ্যেষ্ঠাধিকারবিধি বলবান্ থাকে। যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু ইহার পোষক প্রমাণ। গৌরীগিরিশের পুত্র গণেশ; কশ্যপ-কদ্রুর পুত্র কর্কোটক, বিরোচনের পুত্র বলি—অতএব দেখা গেল যে, দেবলোকে নাগলোকে দৈত্যলোকেও এই প্রথা বিদ্যমান। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে ইহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। যথা ৺দ্বারকানাথ, ৺দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ, এই পাঁচ পুরুষ। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, ৺বীরেন্দ্রনাথের পুত্র ৺বলেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ। জামাতা ৺জানকীনাথ ঘোষালের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ। ঠাকুরপরিবারের বাহিরেও এই প্রথার প্রসার আছে। যথা ৺কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র করুণাচন্দ্র, শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার, ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র, ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র শ্রীমান্ দিলীপ। কৃষ্ণনগরাধিপ ৺ক্ষিতীশচন্দ্রের পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র; কাঁকিনাধিপতি ৺ মহিমারঞ্জনের পুত্র রাজা-বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহীন্দ্ররঞ্জন; তাজহাটের ৺ গোবিন্দলাল রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়; ময়মনসিংহের ৺ সূর্য্যকান্ত আচার্য্যের পুত্র মহা-রাজ শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য। রাবণের পুত্র মহীরাবণ, মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণ, নীলকণ্ঠের পুত্র শ্রীকণ্ঠ, এখানেও অনুপ্রাস বলবান্ কিন্তু শেষ অংশে।

মা ও মেয়ের নামেও কখন কখন এইরূপ আদ্যক্ষরে মিল দেখা যায়। তবে সকল সময়ে জ্যেষ্ঠাধিকারবিধি বলবান্ থাকে না। যথা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর * কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, দেবী স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা

* ইঁহার পিতা ৺ দুর্গাদাস ও মাতা ৺ মগ্নময়ী উভয় নামের ভিতরেই অনুপ্রাস।

কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী। এই প্রসঙ্গে Walt Whitman এর ধরণে দুই ছত্র কবিতা লিখিলাম।—

কল্পনাকাননে শাশুড়ী সরলা আর স্বর্ণলতা সুষমা।
বাস্তবব্যাপারে মাতা স্বর্ণকুমারী দুহিতা সরলা॥

৫। দেবনামে সন্তানসন্ততির নাম রাখা হিন্দুর সাধ। ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়। ইহার ফলেও বহুস্থলে অনুপ্রাসের অবসর ঘটে। যথা ভগিনীগণের নামে অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা, জয়া বিজয়া, গায়ত্রী সাবিত্রী। ভ্রাতৃবর্গের নামে কানাই বলাই, শ্রীদাম সুদাম, নিতাই নিমাই, রাখাল গোপাল, গোপাল গোবিন্দ, মুকুন্দ মুরারি, হরি হর, কৃষ্ণ কালী, রাম শ্যাম (সাধারণ উচ্চারণে রাম শাম), উপেন্দ্র দেবেন্দ্র, অরুণ বরুণ, প্রমথ মন্মথ, ইন্দ্র চন্দ্র, উমা শ্যামা, গুরু গঙ্গা; ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় ৺গোবিন্দদেব ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব।

৬। দেবনাম ছাড়িয়াও যোড়ে নাম রাখিয়া অনুপ্রাসের অবতারণা করা হয়। যথা মহাভারতে কৃপকৃপী, উত্তর উত্তরা, বৃষকেতু বৃষসেন, বলভদ্র সুভদ্রা, দুর্য্যোধন দুঃশাসন দুঃশলা—কোথাও ভাই ভাই, কোথাও ভাইভগিনী। হেমন্ত বসন্ত, বিজয় বসন্ত, রূপ রঘু, অরবিন্দ শরদিন্দু (সাধারণ উচ্চারণ অরবিন্দু শরবিন্দু)। লেখকের জনৈক বন্ধুর পুত্রগণ নির্ম্মল বিমল অমল কমল। আর এক বন্ধুরা তিন ভাই নিখিল, নীরদ, নিশীথ। লেখকের কবিত্বপ্রবণতার ফল—শিশির ও সুধা, অনিল ও সলিল, ভক্তহরি ও সাতকড়ি, এবং শেষ মেষ (the last lamb of the flock!) অন্নপূর্ণা। ভক্তহরির পুত্র গজহরিকে যথাকালে দেখিতে পাইবেন, লেখক এ আশাও হৃদয়ে পোষণ করেন!!

৭। স্বামিস্ত্রীর নামে নামে মিল হইলে সোণায় সোহাগা হয়। ইহাই প্রকৃত রাজযোটক মিল! কিন্তু ইহা বিরল, কেন না বরকন্যার

জনকজননী ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কায করেন না। কল্পনার রাজ্যে, সংস্কৃত সাহিত্যে মালতী ও মাধব, মদয়ন্তিকা ও মকরন্দ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎসরোজিনী ও ললিতলীলাবতী পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবজগতে কই? সুখের কথা, হিন্দুর আদর্শ-দম্পতী সুরলোকে শিবসতী পার্ব্বতী-পরমেশ্বর হরগৌরী গৌরী-গিরিশ বা উমা-মহেশ্বর, নাগলোকে কশ্যপ-কদ্রু, দৈত্যলোকে বলি ও বৃন্দাবলী, ও নরলোকে সাবিত্রী-সত্যবান্।

৮। এক্ষণে নামের ভিতরে অনুপ্রাসের অনুসন্ধান করি। ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারায় গার্গীতে অনুপ্রাস, আত্রেয়ী-মৈত্রেয়ীতে বিড়লা-চূড়ালায় যুগলে যুগলে অনুপ্রাস, উভয়ভারতীতে অনুপ্রাস (মণ্ডনমিশ্রেও অনুপ্রাস)। কৈকেয়ীতে মন্দোদরীতে অনুপ্রাস ইলবিলাতে বৃন্দাবলীতে বেদবতীতে সত্যবতীতে অনুপ্রাস, রাণী ময়নামতীতে অনুপ্রাস, লী-লা-বতীতে অনুপ্রাস। শুনঃশেফ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বৈদিক নামে, বুদ্ধদেব, শাক্যসিংহ, না-নক, গুরুগোবিন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকের নামে, কুল্লূক, ভবদেবভট্ট, মুরারিমিশ্র, ভবভূতি, বররুচি, ভোজরাজ প্রভৃতি গ্রন্থকারের নামে, সুশর্ম্মা, সুদাস, দিবোদাস, কুশিক, কৌশিক, হৈহয়, হাহা-হুহু, যযাতি, কালকেয়, বৃষবাহন, ধর্ম্মধ্বজ, যুযুৎসু, সুষেণ, বিশ্বাবসু, বভ্রুবাহন, বিচিত্রবীর্য্য, কুম্ভকর্ণ, বীরবাহু, সত্যব্রত, জনমেজয়, মধুমঙ্গল, প্রভৃতি পৌরাণিক নামে, প্রতাপাদিত্য, ললিতাদিত্য, শূরসেন, সামন্তসেন, বল্লাল, দেবীবর, বনবীর, বীরবল, দুর্গাদাস, দেবপালদেব, দনুজমর্দ্দনদেব, শক্তসিংহ, সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, কাছাড়রাজ নির্ভরনারায়ণ, কুচবিহাররাজ নরনারায়ণ নৃপেন্দ্রনারায়ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নামে অনুপ্রাসের অবসর যথেষ্ট যুটিয়াছে। আধুনিক নামের বিরাট্ ফর্দ্দ পরিশিষ্টে দেখুন।

আমাদের সমাজে নারীর নাম জানা সহজ নহে, সেইজন্য নারীর

নাম ধরিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবন্ধের পূর্ণতার জন্য ইহার প্রয়োজন। পুরুষের নামে আকার ঈকার দিলে অনেক স্থলে নারীর নাম হয়, সেগুলি নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। দেবনামে মানুষের নাম রাখিয়াও বিস্তর অনুপ্রাসের আমদানী হয় (যথা অন্নপূর্ণা, বীণাপাণি), সেগুলি সব এখানে দিই নাই। 'ধর্ম্মকর্ম্মে অনুপ্রাস' প্রবন্ধে সেগুলি বিবৃত হইয়াছে।

৯। সংসারাশ্রম ছাড়িয়া সাধুসন্ন্যাসী হইয়াও অনেকে অনুপ্রাসের মায়া কাটাইতে পারেন না। যথা ত্রিগুণাতীত, রামস্বামী, শঙ্করস্বামী, শিবনারায়ণস্বামী, শিবানন্দস্বামী, শ্রীধরস্বামী, সেবানন্দস্বামী, সোহহং স্বামী।

১০। কতকগুলি স্থলে নামের তিন ভাগেই (উপাধি ধরিয়া) অনুপ্রাসের সর্ব্বগ্রাস দেখা যায়। কল্পনা বা আন্দাজের আশ্রয় না লইয়া যে সমস্ত নাম পরিচিত তাহাই দিতেছি। যথা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী, শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা নায়ক। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী, ৺গোপালগোবিন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী (সেরপুর), শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে, ৺নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস দত্ত, ৺প্রাণনাথ পণ্ডিত, মৃত মোহিনীমোহন মিত্র এম্-এ, শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত মনোমোহন মজুমদার, মৃত মথুরামোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত রামমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামরাম সংযমী, শ্রীযুক্ত রামলাল পাল, শ্রীযুক্ত লালগোপাল পাল, শ্রীযুক্ত অরবিন্দবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসাক, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বসাক, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত

বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসু, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি, শ্রীযুক্ত শিবশশী সান্যাল, শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন, শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র (কাব্যকণ্ঠ), শ্রীযুক্ত সর্ব্বসুখ সান্যাল, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর শর্ম্মা। নামে ও উপাধিতে মিলিয়াও অনুপ্রাস ঘটে। যথা, সংক্ষেপে শিব সোম, শ্যাম সেন, পরাণ পাল, পীতাম্বর পাইন, মথুর মণ্ডল, কালী (প্রসন্ন) কাব্যবিশারদ, শ্রীশ (চন্দ্র) সর্ব্বাধিকারী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিব (চন্দ্র) সার্ব্বভৌম, সারদা সান্যাল, বি-পিন পাল, দেবেন সেন; বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রাস(বিহারী) দাস, হীরালাল হালদার, মহাদেব মুখোপাধ্যায় (বীরনগরের বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ)। পরিপূর্ণ অনুপ্রাস—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী; ও বাঙ্গালার বাহিরে শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে। (জামসেটজী জিজিভয়, মাণিকজি মেরোয়ানজি, রোলারাম, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, তিলকধারী তেওয়ারী, বঙ্কবিহারী বর্ম্মন, রায় বদ্রিদাস বাহাদুর, শিববক্স বগলা, শিউ শঙ্কর সহায়, শ্যামসুন্দর সহায়, পরমানন্দ পাড়ে, সচ্চিদানন্দ সিংহ, ত্রিম্বক তেলাঙ্গ প্রভৃতি নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

পরিশিষ্ট—নারীর নাম।

কালিকা, গঙ্গা, মমতা, লীলা, যোড়শী, সরস্বতী এই কয়টি নামে অন্নের মধ্যে সুন্দর অনুপ্রাস।

কমলকুমারী, কমলেকামিনী, কাননকুমারী, কাশীকুমারী, কিন্নুমণি, কুন্দনন্দিনী, কুসুমকামিনী, কুসুমকুমারী, কৃষ্ণকুমারী, কৈলাসবাসিনী, ক্ষেত্রকালী।

তিলোত্তমা, ত্রৈলোক্যতারিণী।

দিনমণি।

নগনন্দিনী, নগনলিনী, নবনলিনী, নলিনীবালা, নিভাননী।

প্রমীলাবালা।

মধুময়ী, মণিমালা, মণিমালিনী, মধুমতী, মনোমোহিনী, মনোরমা, মহামায়া, মালতীমঞ্জরী, মালতীমালা।

রাজরাজেশ্বরী, রাধারাণী, রামমণি।

বনবিহারিণী, বিজলীবালা, বিন্দুবাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, বিভুবালা।

শরৎশশী, শরৎসুন্দরী, শুভদাসুন্দরী, শ্যামাসুন্দরী, শ্রীসুন্দরী।

সিদ্ধেশ্বরী, সুরেশ্বরী, সুভাষিণী, সুবাসিনী, সুহাসিনী।

সুশীলাবালা, সুশীলাসুন্দরী।

পুরুষের নাম।

নন্দ, নবীন, ললিত, লাডলী, লাল, গগন, দুলাল, শশী, শিশির, এই কয়টি নামে অল্পের মধ্যে সুন্দর অনুপ্রাস।

অচ্যুতচরণ, অতুলগোপাল, অনাথনাথ, অমরকুমার, অমূল্যগোপাল।

আনন্দসুন্দর, আশুতোষ।

এককড়ি।

কমলকুমার, কমলকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, কনককান্তি, করকেশ, করুণা-কান্ত, করুণাকুমার, কামদাকিঙ্কর, কামিনীকুমার, কালিকেশ, কালীকমল, কালীকান্ত, কালীকিঙ্কর, কালীকিশোর, কালীকুমার, কালীকৃষ্ণ, কাশীকান্ত, কাশীকিঙ্কর, কাশীবাসী, কিরণকুমার, কুমারকৃষ্ণ, কুমুদকান্ত, কুমুদকুমার, কুমুদিনীকান্ত, কুলদাকান্ত, কুলদাকিঙ্কর, কুসুমকুমার, কৃতান্তকুমার, কৃষ্ণকমল, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণকালী, কৃষ্ণকিঙ্কর, কৃষ্ণকিশোর, কৃষ্ণকুমার, কৃষ্ণকুমুদ, কেশবকান্ত।

ক্ষিতিপতি, ক্ষীরোদকান্ত, ক্ষীরোদকুমার, ক্ষেমদাকিঙ্কর।

গঙ্গাগোবিন্দ, গুরুগোবিন্দ, গোপালগোবিন্দ, গোপাললাল, গোবিন্দগোপাল, গোবিন্দচন্দ্র, গৌরগোপাল, গৌরগোবিন্দ, গৌরহরি।

চণ্ডীচরণ, চন্দ্রচূড়, চারুচন্দ্র, চিত্ততোষ।

জগৎজীবন, জনমেজয়, জ্ঞানরঞ্জন, জ্ঞানাঞ্জন।

দয়ালদাস, দামোদর, দিব্যেন্দুসুন্দর, দীনদয়াল, দীননাথ, দুর্গাগতি, দুর্গাদাস, দেবেন্দ্রদাস, দেবীবর, দৈবজীবন, দ্বিজরাজ।

ধনুকধারী, ধরণীধর।

নগেন্দ্রনাথ, ননীন্দ্রনাথ, ননীলাল, নন্দদুলাল, নন্দলাল, নরনাথ, নরনারায়ণ, নরহরি, নরেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনারায়ণ, নরেন্দ্রলাল, নলিনাক্ষ, নলিনীনাথ, নয়নাঞ্জন, নারায়ণমোহন, নিখিলনাথ, নিত্যানন্দ, নিশীথনাথ, নিশিভূষণ, নীরদনাথ, নীলকমল, নীলমণি, নীললোহিত, নৃপেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

পতিতপাবন, পরমেশপ্রসন্ন, পশুপতি, পূর্ণেন্দুসুন্দর, পূর্ণেন্দুনারায়ণ, পুরেন্দুসুন্দর, প্রমথনাথ, প্রবোধপ্রকাশ, প্রাণধন।

ভববিভূতি, ভবভূতি, ভবভূষণ, ভবানীভূষণ, ভুজঙ্গভূষণ, ভুবনমোহন, ভূপেন্দ্রভূষণ।

মণিমোহন, মণীন্দ্রচন্দ্র, মণীন্দ্রমোহন, মথুরামোহন, মদনমোহন, মহেন্দ্রমোহন, মনোজমোহন, মনোমোহন, মন্মথনাথ, মন্মথমোহন, মুকুন্দমাধব, মোহমোহন, মোহিতমোহন, মোহিনীমোহন।

যামিনীনাথ, যোগজীবন, যোগেন্দ্রচন্দ্র।

রঘুরাম, রঘুবীর, রজনীরঞ্জন, রতনমণি, রতিপতি, রতিরাম, রমণীরঞ্জন, রবিরাম, রবীন্দ্রচন্দ্র, রাকেশরঞ্জন, রাখালরাজ, রাজযোগেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, রাজারাম, রাজেন্দ্রচন্দ্র, রাধামাধব, রাধারঞ্জন, রাধারমণ, রাধিকারঞ্জন, রাধিকারমণ, রাধেশরঞ্জন, রামকমল, রামনারায়ণ, রামমাণিক্য, রামরঞ্জন,

রামরতন, রামরত্ন, রামরাখাল, রামরাম, রামরূপ, রামহরি, রুদ্ররাম, রূপ-রাম, রেবতীরঞ্জন, রেবতীরমণ।

লালগোপাল।

বংশীবদন, বঙ্কবিহারী, বঙ্কুবিহারী, বশংবদ, বহুবল্লভ, বাঁকেবিহারী, বাণীনাথ, বারিদবরণ, বিজনবিহারী, বিপিনবিহারী, বিমানবিহারী, বিলাস বিহারী, বিজয়বসন্ত, বিধুভূষণ, বিধুবর, বিভুবিলাস, বিভূতিভূষণ, বিশ্বেশ্বর, বীরেশ্বর, বৃন্দাবনচন্দ্র, ব্রজরাজ, ব্রজবল্লভ, ব্রজবান্ধব, ব্রজবাসী, ব্রজবিহারী, ব্রজেন্দ্রসুন্দর, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র।

শচীন্দ্রচন্দ্র, শম্ভুশরণ, শরশিব, শশাঙ্কশেখর, শশিভূষণ, শশিশেখর, শাস্তশীল, শিবকিশোর, শিবশঙ্কর, শিবশরণ, শিশিরকুমার, শুভেন্দুসুন্দর, শৈলেন্দ্রসুন্দর, শৈলেশ্বর, শ্যামসুন্দর, শ্যামাপ্রসন্ন, শ্রীশ্বর।

সতীন্দ্রসেবক, সত্যব্রত, সত্যতারণ, সত্যশরণ, সত্যসখা, সত্যসিন্ধু, সদানন্দ, সদাশিব, সন্তোষশীল, সনাতন, সর্ব্বসুখ, সর্ব্বেশ্বর, সাধুশরণ, সারদানন্দ, সিদ্ধেশ্বর, সুধাসিন্ধু, সুধামাধব, সুধাংশুশেখর, সুরেন্দ্রচন্দ্র, সুরেশ্বর, সুশীল, সুশীলগোপাল।

হরিরাজ, হরিহর, হীরেন্দ্রচন্দ্র।

অনুপ্রাসের অধিকার-বিচার।*

(বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৯)

অনেকের বিশ্বাস, অনুপ্রাস জিনিসটা নিতান্ত কৃত্রিম, সর্ব্বসাধারণের স্বাভাবিক ভাষার সহিত অনুপ্রাসের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আজ আমি

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে (১৩১৮) আংশিকভাবে পঠিত।

দেখাইব, শুধু সাধুভাষায় নহে, সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায়ও অনুপ্রাসের অনুপাত কম নহে। † এক কথায়, অনুপ্রাস ভাষা-শরীরের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাষাগঠনে অনুপ্রাসের প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

অনুপ্রাসাত্মক শব্দসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ,' 'বাংলা শব্দদ্বৈত' ও 'ভাষার ইঙ্গিত' এই প্রবন্ধত্রয়ে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিয়াছেন (তৎপ্রণীত শব্দতত্ত্বনামক পুস্তক দেখুন)। ইহার ভিতরকার কথাটাও তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বুঝাইয়াছেন— "মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে—একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, জোড়ামিলের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে—সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়।" (ভাষার ইঙ্গিত)। আমার বক্তব্য বিষয়ের অনেক মশলা তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ তিনটি হইতে সংগৃহীত।

১। খাঁটি সংস্কৃত কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, কল্লোল, কাক, কুক্কুট, কুক্কুর, কেকা, কোকিল, গদ্গদ, গর্গর, ঘর্ঘর, চর্চ্চরী (হাততালী), ছুছুন্দরী, ঝঞ্ঝা, মর্ম্মর, মুর্ম্মুর, বর্ব্বর, বুদ্বুদ, প্রভৃতি শব্দে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার সুস্পষ্ট। সম্ভবতঃ এগুলি মূলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ (onomatopœtic); তবে বৈয়াকরণেরা অন্য উপায়ে পদগুলি সাধিয়া দিবেন কি না জানি না। বাঙ্গালায় প্রাণীর সংজ্ঞা, কুকুর, কুকড়ো, ঘুঘু, ছুঁচো, টাট্টু, তোতা, ঘুরঘুরে (পোকা), টুনটুনি, বুলবুলি, টিকটিকি, গিরগিটি ও বাদ্যযন্ত্র ডুগডুগি, চড়বড়ে, এবং থুথু প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এই গোত্রের।

† ভাষাতত্ত্ব হিসাবে, সাধুভাষার অপেক্ষা সাধারণ কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত অনুপ্রাসের দৃষ্টান্তগুলিই অধিকতর মূল্যবান্। কেননা সেগুলি আদিম ও অকৃত্রিম।

২। ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি শব্দ ধ্বন্যাত্মক না হইলেও অনুপ্রাসাত্মক। সুবিধার জন্য সেগুলিও এই অনুচ্ছেদে দিলাম। যথা—

(৴০) খাঁটি সংস্কৃত—অরহর, অবয়ব, অহহ, কঙ্কর, কঙ্কাল, কনীনিকা, কর্কট, কর্কশ, কঙ্কী, কাকু, কুঙ্কুম, গুগ্‌গুল, চর্চ্চা, তাত, তারতম্য, তিন্তিড়ী, দদ্রু, দামামা, ননান্দৃ, পর্পটী, পল্বল, পাপ, পিপীতিকী, পিপীলিকা, পিপ্পল, পূপ, মর্ম্ম, মাম, যোজন, রবাব, রৌরব, ললাট, ললিত, লাঙ্গল, লাঙ্গূল, লালন, লালা, লালায়িত, লীলা, লোল, বর্ব্বুল, বল্কল, বড়বা, শশ, শস্য, শিশির, শিশু, শিংশপা, শীর্ষ, শেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্মশান, শ্মশ্রু, সদস্য, সর্ষপ, সহসা, সাহস, সামঞ্জস্য, সীসক, স্বস্য।

(৵০) চলিত বাঙ্গালা—বাবা, মামা, কাকা, দাদা, দিদি, ননদ, (চাচা, নানা, ফুফু) প্রভৃতি সম্পর্কসূচক শব্দে; কাকাতুয়া, কাঁকড়া, চামচিকে, ঝিঁঝি, পাপিয়া, বাবুই, শুশুক, প্রভৃতি জীবজন্তুর সংজ্ঞায়; আমআদা, আশশেওরা, কন্টিকারি, কাঁকরোল, কাঁকুড়, কালকাসুন্দে, কিসমিস, ঘলঘসে, চিচিঙ্গে, তেঁতুল, পেঁপে, নর্ত্তমান, বরবটি, শশা, শুশুনি, সর্ষে, প্রভৃতি উদ্ভিদের সংজ্ঞায়; আনান, ককান, কড়কান, কোঁচকান, কোঁতকান, খেকান, গেঁচকান, গগান, গেঙ্গান, গোগান, গোণান, ঘনান, চাঁচা, চেঁচান, চোঁচান, ঝাঁজান, টানান, টুটা, তাতান, তোতলান, থতান, থিতোন, থেঁতলান, ধাঁদান, ফোঁফান, ম্যামান, রগড়ান, শাসান, শিসোন, শোষা, প্রভৃতি ক্রিয়াপদে, এবং আরও বহুতর শব্দে অনুপ্রাস আছে। যথা—

আড়গোড়া, আলপাল্লা, কঙ্কে, কাঁকাল, কুক, কুকি, কুলকুচো, কেলেঙ্কারি, খয়েরখাঁ, খামখা, খামখেয়ালি, খিরকিচ, খিটকেল, গুণোগার, ঘোঘো, চামচে, চাঁচি, চোঁচা, চোঁচালি, জঞ্জাল, জবরজঙ্গ, জাজিম, জুজু, জেরবার, ঝঞ্ঝাট, টাটকা, টোটকা, টুঁটি, টোটা, টাট, টাটী, ট্যাঁটা, ঠাট্টা,

ঢুঁটো, ডাণ্ডা, ঢেটরা, ভুতে, দফারফা, দরকার, দরবার, দিগদারি, দেদার, নমুনা, নাস্তানাবুদ, পাপস, পাপর, পাপড়ী, মখমল, মলমল, মামুলি, মুসলমান, মেরামত, বন্দোবস্ত, বরাবর, বাবু, বিলকুল, বোম্বেটে, শিশি, সরফরাজী, সরগরম, সরকার, সরবরাহ, সালসা, সামসারা, সাঁড়াশী, সুর্শো, সীসা, হরকরা, হামেহাল, হিমসিম। ইহার মধ্যে অনেকগুলি আরবী পারসী হইতে গৃহীত।

(৶০) ইংরাজী হইতে গৃহীত কুইনাইন, কোকেন, কোকো, ডিসমিস, লণ্ঠন।

৩। খাঁটি সংস্কৃত বীপ্সাত্মক শব্দদ্বৈতে অনুপ্রাস সপ্রকাশ। যথা, অহরহঃ, পুনঃপুনঃ, মুহুর্মুহুঃ, শনৈঃ শনৈঃ, ভূরিভূরি, তন্নতন্ন, মৃদু মৃদু, ইত্যাদি। এগুলি অবিকল বাঙ্গালায় চলিত আছে। আবার সংস্কৃত বারং-বারং, মন্দং মন্দং, প্রভৃতির অপভ্রংশ বারবার, মন্দমন্দ, ঘনঘন, লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে, কালোকালো, শাদা শাদা, দুষ্টুদুষ্টু, প্রভৃতিও অনুপ্রাসের উদাহরণ। পড়পড়, মরমর, হাজাহাজা, গলাগলা, ধরাধরা (গন্ধ), বাধবাধ, ছাড়ছাড়, ইত্যাদিও আর এক শ্রেণীর শব্দ। বাঙ্গালা—থাকিয়া থাকিয়া, রহিয়া রহিয়া, প্রভৃতি বোধ হয় সংস্কৃত পীত্বা পীত্বা, স্মারং স্মারং, প্রভৃতির অনুরূপ। ঘরে ঘরে, পথে পথে, জলে জলে, জন্ম জন্ম (সপ্তমী বিভক্তির লোপ), ঝোপে ঝোপে, হাতে হাতে, গায়ে গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, কোলে কোলে, বুকে বুকে, মানুষে মানুষে, প্রভৃতি রকম রকমের বহুতর উদাহরণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবুর 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে আছে। এ সকল স্থলেই অনুপ্রাস অধিকার বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সারাৎসার, পরাৎপর, পুঙ্খানুপুঙ্খ, গয়ংগচ্ছ, সর্ব্বেসর্ব্বা, সচরাচর, ইত্যাদিতে অনুপ্রাসের রেশ আছে।

৪। এক্ষণে অনুপ্রাসাত্মক আরও কয়েকশ্রেণীর শব্দের কথা বলিব।

ইহার মধ্যে অনেকগুলি ধ্বন্যাত্মক; কতকগুলির এক অংশ অর্থযুক্ত হইলেও অপর অংশ অর্থশূন্য, কথার মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত।

(৴৹) একটি শব্দেরই অবিকল দ্বিরুক্তি। সংস্কৃত মকমক, কলকল, ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। চাকচকাও বোধ হয় এই শ্রেণীর। বাঙ্গালায় কন্ কন্, কড়্কড়্, ঝন্ ঝন্, চক্ চক্, চিক্ চিক্, তাই তাই, ধেই ধেই, টো টো, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। থুথুও এই দলের নহে কি? রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্ত্বে বহুতর দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এগুলি সবই ধ্বন্যাত্মক।

(৶৹) এই সকল শব্দের দ্বিতীয়ভাগের শেষে একারযোগে বিশেষণ গঠিত হয়, যথা, চটচটে, তুলতুলে, গুড়গুড়ে, মিনমিনে, প্যানপেনে, ঘ্যানঘেনে, ইত্যাদি। এবং আনি যোগ করিয়া বিশেষ্য গঠিত হয়। যথা টনটনানি, ফরফরানি, হুড়হুড়ানি, দপদপানি।

(৷৹) দ্বিরুক্তিকালে দ্বিরুক্ত অংশের পূর্ব্বে আকার আগম হয়। এই শ্রেণীতে ধ্বন্যাত্মক ছাড়া অন্যরূপ শব্দও আছে। সংস্কৃত ভাষায় ফলাফল, যোগাযোগ, মতামত, এই শ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। বৈয়াকরণেরা অবশ্য এগুলি নঞ্‌যোগে সিদ্ধ বলিবেন। 'হলাহল' 'যথাযথ' দেখিতে এইরূপ, তবে অবশ্য অন্য প্রকারে ব্যুৎপন্ন। বাঙ্গালায় থবরাথবর, শরীর অশরীর (?) এই শ্রেণীর। ধ্বন্যাত্মক শব্দে বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা কপাকপ, গবাগব, সপাসপ, (বরাবর অবশ্য এ দলের নহে)। কড়াকড় ধ্বন্যাত্মক না হইলেও এই দলের। রবীন্দ্র বাবুর শব্দতত্ত্বে অনেক উদাহরণ আছে। থমথমা, রবরবা, গড়গড়া, চটচটা, ঝনঝনাতে আকার সর্ব্বশেষে বসিয়াছে। থরচ-থরচাও এই শ্রেণীর। সংস্কৃত হলহলা এই শ্রেণীর নহে কি?

(৷৹) দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে ইকার আগম। যথা, থড়থড়ি, গড়গড়ি (উপাধি), চড়চড়ি, সড়সড়ি, টিকটিকি, ধুকধুকি। জরজারিতে একটু নিয়মভঙ্গ ঘটিয়াছে।

(।/০) প্রথমার্দ্ধের শেষে আকার ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে ইকার আগম। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ নিয়ম আছে, যথা, দন্তাদন্তি, নখানখি। এইরূপ বাঙ্গালায় কাণাকাণি। অনেক স্থলে প্রথমার্দ্ধের আকার পূর্ব্ব হইতেই আছে, যথা ধাক্কাধাক্কি, রশারশি, জানা, হানা প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে নিষ্পন্ন জানাজানি, হানাহানি, মারামারি। অনেক স্থলে আকার উচ্চারণে ওকার হইয়া যায়। যথা, ছুটোছুটি, উঠোউঠি, হুলোহুলি। খুনোখুনি, মুখোমুখি, পিঠোপিঠি প্রভৃতি একটু স্বতন্ত্র রকমের। চুনোচুনি, ঘুঁষোঘুঁষি প্রভৃতির ওকার পূর্ব্ব হইতেই আছে। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত শব্দগুলি ধ্বন্যাত্মক নহে। রবীন্দ্র বাবুর বহুতর দৃষ্টান্ত আছে, অতএব মিছামিছি বকাবকি করিব না। পূর্ব্বার্দ্ধের একার দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইকারের মত উচ্চারিত হয় যথা, টেপাটিপি, মেশামিশি (কখন কখন এরূপ উচ্চারণ ঘটে না, যথা, ঘেঁসাঘেঁসি); এইরূপ পূর্ব্বার্দ্ধের ওকার দ্বিতীয়ার্দ্ধে উকারের মত উচ্চারিত হয়, যথা, মোটামুটি, রোথারুথি, রোয়ারুয়ি, খোলাখুলি, পোঁটলাপুঁটলি, বোঁচকাবুঁচকি।

(।৵০) দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বরের অন্যরূপে পরিবর্ত্তন। এ শ্রেণীতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে। অন্য শ্রেণীর শব্দও আছে। প্রথমার্দ্ধে যে স্বরই থাকুক না কেন, দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহা আকারে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যথা,—টিপিয়া টাপিয়া, ঠিকঠাক, ফিটফাট, তুকতাক, ছিমছাম, ঝোঁপঝাঁপ, মিটমাট, ঘুৎঘাৎ, যো যা, যোগে যাগে, গোছগাছ, গোলগাল, হুকুমহাকাম, (ধ্বন্যাত্মক গুপগাপ), চুপচাপ, ধুমধাম, শুকনাশাকনা, চিকণচাকণ, খোলাখালা, স্থিরস্থার, চূণাচাণা, (চুণো উচ্চারণ), তল্পীতল্পা, ইত্যাদি বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কচিকাচা একটু স্বতন্ত্র রকমের। স্বরের অন্যরূপ পরিবর্ত্তনও ঘটে। যথা ওকারে পরিবর্ত্তন—কালো-কোলো, খাটোখোটো, ক্যাতকোঁত, গ্যাগো, গ্যাটমগোটম, গ্যাটাগোটা,

গ্যামাগোমা, ঘাঁটঘোঁট, ঘাঁতঘোঁত, ঘেরাঘোরা, ঘা ঘো, ছ্যাঁকছোঁক, টায়টোয়, টানটোন, ঠারেঠোরে, ঢাবাঢোবা, দাগদোগ, ফারফোর, ফাঁকে-ফোঁকে, ভাতেভোতে, ভাবেভোবে, সাফসোফ। উকারে পরিবর্ত্তন—কাতুকুতু, কারিকুরি (?), গাইগুঁই, গাবুরগুবুর, জারীজুরী, ফারিফুরি, ঝেড়েঝুড়ে, ঘেঁসেঘুঁসে, ঠেলেঠুলে, কেড়েকুড়ে, ডালডুল, তাড়াতুড়ি, নাতুসনুতুস। ডামডিমে ইকারে পরিবর্ত্তন। খুলেখেলে একারে পরিবর্ত্তন। ভাজাভুজা=ভাজাভুজো, শেষ আকারের 'ও' উচ্চারণ। মানুষ মুনিষে দুইটি স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গাবগুবাগুব অদ্ভুত।

(।৶০) দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যঞ্জনের বা অসংযুক্ত স্বরের অন্য ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তন। এইটী বাঙ্গালা ভাষার একটী বিষম মুদ্রাদোষ। সাধারণতঃ ট বা ফ বসাইয়া শব্দের দ্বিরুক্তি ঘটান হয়; যথা—শালটাল, সাপটাপ, বইটই, শশাফশা, নিষ্ঠাফিষ্ঠা, হেলাফেলা, (ধ্বন্যাত্মক ছটফট, ধড়ফড়, হাঁসফাঁস)। ইহার উদাহরণ দিয়া শেষ করিবার যো নাই। কতকগুলি স্থলে ম বা ব বসাইয়া শব্দের দ্বিরুক্তি করা হয়; যথা—কটমট, কচমচ, কিচমিচ, কিড়মিড়, কাঁইমাই, টলমল, ডগমগ, থতমত, ছিনিমিনি, তোধা-মোধা, গ্যাডম্যাড, হাঁউমাঁউ (খাঁউ), ইণ্ডিলমিণ্ডিল, ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ঝগড়ামগড়া, ঝাঁকড়মাকড়, ঘোলামোলা, দোনোমোনো, শেষমেষ ইত্যাদি; চাকরবাকর, অদলবদল, এংবেং, আস্তেবাস্তে (?), কাচ্ছাবাচ্ছা *, কাণ্ডবাণ্ড, খড়েবড়ে, চাঁটীবাটী *, চাকরবাকর, তাগবাগ, তাঁতবাঁত, আঁকাবাঁকা, শিকুটিবিকুটি, শোধবোধ, সুদ্দিবুদ্দি, চুড়োবুড়োটিস (?) ইত্যাদি ও আগডুম বাগডুম, তড়বড়, দড়বড়, নড়বড়, কলবল, কিলবিল, পিচিবিচি, চুলবুল, চুরবুর, চড়বড়, চিড়বিড়, টগবগ, ভিজিবিজি, হিলিবিলি ইত্যাদি

* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি আসল, প্রথমটি তাহার বিকার। অতএব ঠিক এই সূত্র খাটে না। কতকগুলি স্থলে কোন অংশেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, যথা কিচমিচ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ইহারও উদাহরণ দিয়া শেষ করিবার যো নাই। অন্যান্য ব্যঞ্জনে পরিবর্ত্তনের উদাহরণ দিতেছি।

অ—অঙ্গলঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ), অঙ্কিসন্ধি *, অলিগলি *, অবরেসবরে (অবসরে ?)

আ—আইঢাই, আউলঝাউল, আঁকুপাকু, আটাসাঁটা, আগেভাগে (?), আটেকাটে (?), আতালিপাতালি, আতিপাতি, আলাভোলা (বা ভুলো), আলুথালু, আনচান, আলেডালে *, আবোলতাবোল, আশপাশ *।

উ—উলঢুল, উলকুল, উলকোফুলকো, উসফিস, উসখুস, উস্তুম্‌, উস্কখুস্ক, উস্তমফুস্তম, উজ্যুগসুজ্যুগ।

এ—এবড়োখেবড়ো।

ও—ওরঘোর।

ক—কেড়ে বাগড়ে (?), কাঁদাকাটা।

খ—খাওয়া দাওয়া (দাবী দাওয়ার দাওয়া নহে—খাবার দাবার দেখুন।)

চ—চটপট, চ্যাভ্যা।

ছ—ছটেপটে, ছাতুনাতু, ছারখার।

জ—জড়সড়, জবুথবু।

ঝ—ঝালাপালা।

ত—তচনচ, তম্বিগম্বি, তড়িঘড়ি।

দ—দমসম, দিকসিক।

ধ—ধানপান (পান = তাম্বূল নহে), ধানাইপানাই, ধাইপাই, ধুকপুক, ধেড়ছেড়।

* এ সকল স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি আসল, প্রথমটি তাহার বিকার। অতএব ঠিক এই সূত্র খাটে না। কতকগুলি স্থলে কোন অংশেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, যথা কিচমিচ।

ন—নটঘট, নড়চড়, নড়াচড়া (চড়া আরোহণ নহে), নাড়াচাড়া, নিড়িকচিড়িক, নিটপিট, নিশপিশ, ন্যাতাক্যাতা।

প—পড়েধড়ে (ধরিয়া ?), পোড়াধোড়া, পরিষ্কারঝরিষ্কার, পাকসাক (শাকান্ন নহে)।

ফ—ফষ্টিনষ্টি, ফাটকিনাটকি।

ভ—ভাবসাব।

ম—মোটাগোটা, মোটাসোটা, মাগীছাগী।

য—যবেস্থবে (জলে স্থলের দেখাদেখি ?), যো সো।

র—রকমসকম, রুণ্ণঝুণ্ণ।

ল—লণ্ডভণ্ড, লুটেপুটে।

ব—বকাঝকা, বদলসদল, বন্ধসন্ধ, বাদসাদ (ছাদ), বাঁধাছাঁদা (?), বুঝা-সুঝা, বুদ্ধিসুদ্ধি (শুদ্ধি নহে, 'বুঝেসুঝে' দেখুন), বেয়েছেয়ে, বেঁটেখেটে।

শ স—শস্তিকস্তি, সড়গড়, সত্ত্ববিত্ত (?), স্থিতভিত।

হ—হম্বিগম্বি, হরেদরে, হাউচাউ, হাঁচরপাচর, হাবীজাবী (পূর্ব্ববঙ্গে), হাব্বাতাব্বা, হানপান, হাতেনাতে, হিল্লীদিল্লী, হুলস্থুল, হেনাতেন, হেরফের, হেস্তনেস্ত, হেজিপেজি, হৈচৈ, হৈরৈ, হোমরাচোমরা।

এই সূত্রের একটা বিশেষ বিধি আছে। কতকগুলি স্থলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের স্বর ব্যঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা, অষুধ বিষুধ (বষুধ হইল না), আঁটিসুঁটি, অষ্টাকষ্টি, আঁকজোঁক, আছাড়িপিছাড়ি, আড়ামোড়া, উবদোখাবদা, উবদোপাবদা, আমলাকমলা, কাটচিট, কাঠিমুঠি, কাপড়-চোপড়, কামালে-জোমালে, নিকুলেচুকুলে, নেশাটা আশটা, কষ্টেসৃষ্টে, খুটিনাটী, গিন্নীধন্নী, বা গিন্নীবান্নী, গুঁড়ানাড়া, গোলমাল, চাষাভুলো, চুরমার, চোটপাট, চেঁচামেচি, ছেলেপিলে, ছুতোনাতা, ঝটাপটি, টোটামুটি, ডাকাবুকো, তুতিয়ে পাতিয়ে (?), তেড়েকুঁড়ে, থরহরি, নটখটি, নিকোন

চুকোন, নিন্দাবান্দা, নেকড়াচোকড়া, পিঠানাটা, পাখীচুখী, ফাঁকিজুঁকি, মাপযোপ, মিলেগুলে বা মিলেজুলে, মিশেগুশে, মেখেচুখে, যোটপাট, যোড়াতাড়া, রাক্ষসখোক্ষস, লুঠপাট, লেখাযোখা, বরাবড়ে, বাসনকোসন, বিয়া (বিয়ে) থাওয়া, বিষয় আশয় (?), বোল চাল (?), সাজগোজ, সাপকোপ, সেজেগুজে, সোণাদানা, হদ্দমুদ্দ, হাবাগোবা, হাবজাগোবজা, হাবুডুবু, হাডুডুডু, হাড়গোড়, হুড়পাড়।

(॥০) নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বীপ্সা ঘটিয়াছে। কিন্তু বড় অনিয়ম। কারাকিৎ, কারকারবার, কাঁ্যা কটকট, খৈখেল্লা, গরিবগুরবো, গালিগালাজ, গোণাগুন্তি, ঘুরঘুট্টি, ঝগড়াঝাঁটি, টইটম্বুর, টালমাটাল, ঠিকঠিকানা, তরী-তরকারী, তাকতম্বি, তানতোবড়া, ধনধোকড়া, ধুমধারাক্কা, পাখীপাখালী, ফণিফস্থি (ফণিভাষ্য ?), ফাইফরমাশ, ভরাভর্ত্তি, ভূজোভাং, ভূলোভাটকা, মোটমাটারি, যোগসাযোগ, রাজারাজড়া, রাতবিরেত, বনিবনাও, বুড়ো-হাবড়া, সময়শিরে, সাহেবসুবো, হাটহদ্দ, হাড়হদ্দ, হাবরহাটা।

এ পর্য্যন্ত ধ্বন্যাত্মক ও বীপ্সাত্মক শব্দের বিচার করা গেল। এ গুলির হয় দুই অংশেরই অর্থ নাই অথবা এক অংশ অপর অংশের (পরিবর্ত্তিত) পুনরাবৃত্তি। এক্ষণে এমন কতকগুলি যোড়াশব্দের দৃষ্টান্ত দিব, যেগুলির প্রত্যেক অংশেরই স্বতন্ত্র সত্তা ও অর্থ আছে। অথচ অনুপ্রাসের অনুরোধেই সে গুলির উদ্ভব, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এ গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। (১) সমার্থ (২) সমপর্য্যায় (৩) বিপরীতার্থক বাক্য ব্যাকরণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কতকগুলি উদাহরণ রবীন্দ্রবাবুর 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তমভাগ, তৃতীয় সংখ্যায় (১৩০৭) আমিও বহুসংখ্যক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি। এবারকার তালিকা তদপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ।

শ্রেণীবিভাগে কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে। অনেকগুলি শব্দযুগ্ম সমার্থ শ্রেণীতে ধরিব বা সমপর্য্যায় শ্রেণীতে ধরিব, সে একটা সমস্যা—কেননা শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থের প্রভেদ অতি সামান্য। সমপর্য্যায় শ্রেণী ও বিপরীতার্থক বা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধবাচকশ্রেণী লইয়াও গোল আছে। এক হিসাবে ধরিলে 'সাধনা ও সিদ্ধি' সমপর্য্যায়, আবার এক হিসাবে ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ। এক হিসাবে ধরিলে 'ইতস্ততঃ' বা 'কুলীন ও ও কাপ' সমপর্য্যায়, আবার অন্য হিসাবে বিপরীতার্থবোধক।

শব্দযুগ্মগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে অনেক রহস্য ধরা পড়ে। (১) উপসর্গ-পরিবর্ত্তন বা প্রত্যয়পরিবর্ত্তন বা নঞ্‌যোগে অনেক অনুপ্রাসাত্মক শব্দযুগ্মক নির্ম্মিত হয়—যথা অনুচর-সহচর, অনুরোধ-উপরোধ, আকুলিবিকুলি, আপদ্‌-বিপদ্‌, স্তবস্তুতি, স্তবস্তোত্র, কাযকর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, কালাকাল। এই প্রকারের উদাহরণ নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসম্ভব। (২) কতকগুলি শব্দযুগ্মে দুইটিই সাধুভাষার শব্দ, যথা—আমোদ-আহ্লাদ, জন-মানব, ক্রিয়াকাণ্ড; কতকগুলিতে একটি সাধুভাষার শব্দ ও অপরটি সংস্কৃত শব্দের (হয় তো সেই শব্দটিরই) অপভ্রংশ, যথা ছন্ন-ছাড়া, বাল-বাচ্ছা, অতিথ-অভ্যাগত, সাজসজ্জা, কিছু কিঞ্চিৎ; কতকগুলিতে দুইটিই সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, যথা ঝড়ঝাপটা, মাথামুণ্ডু, আকুলি বিকুলি, গা গতর; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব্দ অপরটি মুসলমানী (বা দেশজ) শব্দ, যথা কাজিয়া কলহ, তত্ত্ব তল্লাস, খবরবার্ত্তা, বিলি ব্যবস্থা, আশা ভরসা; কতকগুলিতে একটি সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ অপরটি মুসলমানী (বা দেশজ) শব্দ, যথা ধর পাকড়; আবার কতকগুলিতে দুইটিই মুসলমানী (বা দেশজ) শব্দ, যথা ফৌতফেরার, জমিজায়গা, জোতজমা, মামলামোকদ্দমা, মালমশলা।

(১) সমার্থ শব্দযুগ্ম

অনুপ্রাসের অনুরোধ এত অধিক যে সমার্থ শব্দযুগ্ম ব্যবহার করিয়া পুনরুক্তি-দোষ (tautology) অগ্রাহ্য করা হয়।

অ—অতিথ-অভ্যাগত, অনুচর সহচর, অনুনয় বিনয়, অনুরোধ উপরোধ, অসুখ বিসুখ, অলঙ্কার-প্রতিকার (?)।

আ—আকুলি বিকুলি, আদর আপ্যায়িত, আদর আবদার, আদর আহ্বান, আপদ্ বিপদ্, আমোদ আহ্লাদ, আমোদ প্রমোদ, আবেদন নিবেদন, আলাপ পরিচয় (মধ্যে প), আশা ভরসা।

ই—ইশারা ইঙ্গিত।

উ—উদ্যম উৎসাহ।

এ—এলোমেলো (এলান মেলান)।

ক—কটুকাটব্য (?), কথাবার্ত্তা, কথোপকথন, করা কর্ম্মা, কাকুতি মিনতি, কাজিয়া কলহ, কাণ্ডকারখানা, কামরূপ কামাখ্যা, কাযকর্ম্ম, কালো কিষ্টি (কৃষ্ণ), কায়দাকানুন, কিছু কিঞ্চিৎ, কুড়ী কুষ্টী (কুষ্ঠ), কূট কচালে, কূল কিনারা, কৃষ্ণবিষ্ণু, কেউ কেটা, কেঁদে ককিয়ে, ক্রিয়াকর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড।

খ—খবর বার্ত্তা, খাতির নাদারত, খানাখন্দ, খালবিল, খেলাধূলা (রবীন্দ্র বাবুর মতে এ ধূলা ধুলি নহে, দেয়ালা *), খোজখবর, খোলা খাবরা, খ্যাতি প্রতিপত্তি।

গ—গয়না গাঁটি (?), গল্প গুজব (?), গা গতর (দুইই 'গাত্র' শব্দের অপভ্রংশ), গুণজ্ঞান (?), গেঁড়িগুগলি, গেঁড়ে গর্ত্ত।

ঘ—ঘরণী গৃহিণী, ঘর গৃহস্থালী (?), ঘরবাড়ী।

* বিদ্যাসুন্দরে শুকশারীর বিবাহে খেলা-দেলা দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় আসল শব্দ, পরে দেলা (দেয়ালা) ধূলা হইয়া গিয়াছে।

চ—চড়চাপড়, চাঁচাছোলা, চালচলন, চালাকচতুর, চিঠিচপাটি, চোরছেঁচর।

ছ—ছন্নছাড়া (দ্বিতীয়টি প্রথমটির অপভ্রংশ), ছলছুতা, ছালচামড়া, ছেলে ছোকরা।

জ—জন্তু জানোয়ার, জমি জায়গা, জমি জিরেৎ, জাঁকজমক, জীবজন্তু, জোতজমা, জ্ঞাতগুষ্ঠি (জ্ঞাতিগোষ্ঠী), জ্ঞাতগোত্তর, (জ্ঞাতিগোত্র), জ্ঞান গোচর (?), জ্বালা যন্ত্রণা।

ঝ—ঝড়ঝাপটা (দুইই ঝঞ্ঝার অপভ্রংশ)।

ড—ডলামলা, ডেঙ্গাডহর।

ত—তন্নতল্লাস, তর্ক বিতর্ক, তর্জ্জন গর্জ্জন, তাড়া হুড়া, তুচ্ছতাচ্ছল্য।

দ—দরদাম, দরজাজানালা, দাবীদাওয়া, দীনদরিদ্র, দীনদুঃখী, দীনহীন, দেখাসাক্ষাৎ (খ ক্ষ)।

ধ—ধরপাকড়, ধনদৌলত।

ন—নষ্টদুষ্ট, নাড়ীভুঁড়ি, ন্যাকাবোকা, ন্যাকরা-কানি, ন্যাড়ামুড়ো।

প—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পাইপয়সা, পাকাপোক্ত, পাকেপ্রকারে, পাখী-পাখালী।

ফ—ফেরফাঁফর, ফেরফিকির, ফিকিরফন্দী, ফোতফেরার।

ভ—ভরপুর, ভয়ভীত, ভাইভায়াদ, ভুলভ্রান্তি, ভূতপ্রেত, ভ্রমপ্রমাদ।

ম—মাঝে মিশেলে, মাথামুণ্ডু, মান অভিমান, মানমর্যাদা, মানসম্ভ্রম, মামলা মোকদ্দমা, মায়ামমতা, মালমশলা, মিলে মিশে, মৃদুমন্দ।

য—যাগ যজ্ঞ।

র—রঙ্গ ভঙ্গ (ভঙ্গ 'ব্যঙ্গ'র অপভ্রংশ ?), রাগরোষ।

ল—লম্ফ ঝম্প, লয়ালইতুন, লাঠি ঠেঙ্গা, লালন পালন, লীলা খেলা।

ব—বন বাদাড়, বন্ধু বান্ধব, বর্ষা বাদলা, বল বিক্রম, বল বীর্য্য, বসবাস,

বাকী বকেয়া, বাজনা বাদ্যি, বাদ বিচার, বাদ বিসংবাদ, বাধা বিঘ্ন, বাঁধা ছাঁদা, বাল বাচ্ছা, বিচার বিতর্ক, বিজ্ঞ বিচক্ষণ, বিদেশ বিভূম, বিলি বন্দেজ, বিলি বন্দোবস্ত, বিলিব্যবস্থা, বিপদ্ আপদ্, বিবাদ বিসংবাদ, বিষয় সম্পত্তি, বুঝ সমজ, বৃষ্টি বাদলা, বেঁচে বর্ত্তে, বেঁটে বক্সুর, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, ব্রাহ্মণবটু।

শ—শক্ত সমর্থ, শক্তিশেল, শক্তি সামর্থ্য, শাক সবজী, শালা সম্বন্ধী, শিষ্যসন্ততি, শিষ্য সেবক, শিক্ষা সহবৎ, শূর বীর, শৌর্য্য বীর্য্য, শ্রান্ত ক্লান্ত।

ষ—ষণ্ডা গুণ্ডা, ষাঁড়া গাঁড়া।

স—সতী সাধ্বী, সদাসর্ব্বদা, সন্ধান সুলুক, সভা সমিতি, সভা ভবা, সম্মান সম্ভ্রম, সর্ব্বসাকল্য (?), সলা পরামর্শ, সাড়াশব্দ, সাধ আহ্লাদ, সাজ সজ্জা, সাজ সরঞ্জাম, সাক্ষী সাবুদ, সুখ শান্তি, সুখ সম্পদ্, সুখ-সৌভাগ্য, সুখ স্বস্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সুখে স্বচ্ছন্দে, সেবা শুশ্রূষা, সেবাসুস্ত (সুস্থতা বা শুশ্রূষার অপভ্রংশ), সই স্যাঙ্গাতি, স্বত্ব স্বামিত্ব।

হ—হাঁক ডাক, হাঙ্গাম হুজ্জুৎ, হাব ভাব।

সমপর্য্যায় শব্দযুগ্ম।

সম-পর্য্যায় বুঝাইতে অনুপ্রাসের শরণ গ্রহণ না করিলে রস জমাট বাধে না।

অ—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, অজর অমর, অধ্যয়ন অধ্যাপন, অনুকরণ ও অনুসরণ, অন্ত (অন্ন ?) দন্ত, অন্নব্যঞ্জন, অভাব অভিযোগ, অমুক ও তুমুক, অযুত নিযুত, অবহেলা অপমান, অশন বসন, অস্ত্র শস্ত্র, অষ্টেপৃষ্ঠে (ওষ্ঠেপৃষ্ঠে ?)।

আ—আইন আদালত, আইন কানুন, আকার প্রকার, আকাশে বাতাসে, আকৃতি প্রকৃতি, আগে ভাগে, আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা, আচার বিচার, আচার ব্যবহার, আঁচড় কামড়, আধি ব্যাধি, আনা নেওয়া, আপিস

আদালত, আম জাম, আমীর ওমরা, আয় পয়, আয়নাচিরুণী, আবা কাবা, আলা ভোলা, আসন বাসন, আসাসোটা, আহার বিহার, আহার ব্যবহার।

ই—ইট পাটকেল, ইন্দ্র চন্দ্র, ইরাণ তুরাণ।

উ—উকিঝুকি (ঝুঁকিয়া পড়া), উচ্চবাচা (?), উড়ে পুড়ে, উৎসাহ উত্তেজনা, উদারা মুদারা তারা, উনকুটি চৌষট্টি, উনিশ বিশ, উপত্যকা অধিত্যকা, উল্লা মুল্লা, উল্লুক ভল্লুক, উদূখল মুষল, (রঙ্গপুরে উড়ুন গান), উড়ু উড়ু ছাড় ছাড়।

ঋ—ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি (কন্দদ্বয়), ঋদ্ধি সিদ্ধি।

এ—একতালা দোতালা, একলা দোকলা, একমনে একধ্যানে, এখন তখন অবস্থা, এলাচ লঙ্গ, এস জন বস জন।

ও—ওতপ্রোত।

ঔ—ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য।

ক—কচু ঘেঁচু, কদু কুমড়ো, কণাদ কপিল, কপট লম্পট শঠ, কফ কাসী, কড়া ক্রান্তি, কড়া গণ্ডা, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া, কল কবজা, কল কাঠী, কল কারখানা, কল কৌশল, কলা কৌশল, কলা মূলা, কর্পূর পূগ, কাক ওড়ে চিল পড়ে, কাকে কোকিলে, কাকে বকে, কাগজে কলমে, কাছা কোঁচা, কাঁটা খোঁচা, কাঠ কয়লা, কাঠখড়, কাণা কুজো, কাণা খোঁড়া, কানাই বলাই, কাপড় চাদর, কামক্রোধ, কামার কুমার, কালিয়া কাবাব, কোপ্তা কোর্ম্মা, কালিয়া পোলোয়া, কালী কলম কাগজ, কালী কলম মন, কালীঝুলি (ঝুল), কাচ লোষ্ট্র, কাশ কুশ, কাশী কাঞ্চী, কুঙ্কুম কস্তুরী, কুচ কাওয়াজ, কুঁচকি কণ্ঠা, কুল বেল, কুল শাল, কুড়িয়ে বাড়িয়ে, কেড়ে বাগড়ে, কেন কঠ, কেনা কাটা, কেন্নো কেঁচো, কেয়ূর কুণ্ডল, কোদালে কুড়ুলে (মেঘ), কোশাকুশী, ক্ষীর চিড়ে, ক্ষীর সর।

খ—খড় কুটা, খড় দড়ি, খন্তা কোদাল, খাই আর শুই, খাজা গজা

জেলাপি, খাতা পত্র, খাতির নাদারত, খাড়া বড়ি থোড়, খানা পিনা, খাল বিল, খুন খারাপি, খুন জখম, খেয়ে' খেলিয়ে, খেতাব খেলাত, থৈ দৈ, খোরাক পোষাক, খোল করতাল।

গ—গড়ন পিঠন, গণ পণ, গণা গাঁথা,গণ্য মান্য, গণ্ডে পিণ্ডে, গরু গাধা, গয়া গঙ্গা, গদাধর, গাঁইগোত্র, গাওনা বাজনা (গায়ন বায়ন), গাছ গাছড়া, গাঁজা গুলি, গাড়ু গামছা, গান গল্প, গাল গলা, গুড় চিড়ে, গুড় মুড়ি, গুয়ে গোবরে, গুরু গম্ভীর, গুরু পুরুত, গুলি গোলা, গো গঙ্গা গায়ত্রী, গো গর্দ্দভ, গো গবয়, গোঁসাই গোবিন্দ, গ্রহ উপগ্রহ, গ্রাহক অনুগ্রাহক, গ্রীষ্ম বর্ষা।

ঘ—ঘট পট, ঘটী বাটী, ঘর দোর, ঘর বর, ঘর সংসার, ঘাট মাঠ হাট বাট, ঘাড়ে গর্দ্দানে, ঘোর ফের, ঘোরা ফেরা।

চ—চর্ব্ব্য চূষ্য, চাঁচা ছোলা, চাকুরী ও কুকুরী, চাঁচী পুঁচী, চাঁপা চন্দন, চা'ল চিঁড়ে, চা'ল কলা, চা'ল ডাল, চা'ল চুলো, চা'ল জল, চাষ বাস (?), চিঠি চপাটি, চিড়ে মুড়কি, চুরি চামারি, চুয়া চন্দন, চুণী পান্না, চেয়ে চিন্তে, চেঁচে পুঁচে, চেষ্টা চরিত্তির (চরিত্র ?), চৈতন চুটকি, চোখ মুখ, চোখোলো মুখোলো।

ছ—ছকড়া নকড়া, ছয় নয়, ছলে বলে কৌশলে, ছাঁট কাট, ছাতা ছড়ি, ছাঁদনদড়ী গোদানড়ী, ছিটা ফোঁটা, ছিন্ধি ভিন্ধি, ছিন্ন ভিন্ন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ছিরি (শ্রী) ছাঁদ, ছেঁড়া খোঁড়া (খণ্ডিত), ছেঁড়া ছুটো (?), ছোট খাট, ছোলা কলা।

জ—জগাই মাধাই, জটা জূট, জটিলা কুটিলা, জপ তপ, জমি জমা, জল কয়লা, জল ঝড়, জল্পনা কল্পনা, জলে জঙ্গলে, জাগ্রৎ জীবন্ত, জাত (জাতি) জন্ম, জাতী যূথী, জান ও মান, জানা শুনা, জানু ভানু কৃশানু, জামাই বেহাই, জামা জোব্বা, জামাযোড়া, জীর্ণ শীর্ণ, জীবন যৌবন, জুতা

ও গুতা, জুতা ছাতা, জুতা জামা, জুতা মোজা, জেলে মালা (মালো),
জৈত্রী জায়ফল, জ্বর জ্বালা, জ্বরবিকার।

ঝ—ঝড়তি পড়তি, ঝাড়ে গোড়ে (গোড়ায়), ঝালে ঝোলে অম্বলে,
ঝোড় জঙ্গল, ঝোড় ঝাড়, ঝোপ ঝাড়।

ট—টীকা টিপ্পনী, টেনে বুনে, টাকা কড়ি।

ড—ডাকাবুকো (?), ডাকিনী যোগিনী, ডাল ঝোল, ডাল ডালনা,
[ডিক্রী ডিসমিস], ডিথ ডবিথ, ডেরা ডাণ্ডা, ডোম ডোকলা।

ঢ—ঢাকঢোল, ঢালাই গালাই, ঢিল পাটকেল, ঢোলক তবলা।

ত—তাউই মাউই, তামাক টিকে, তামা তুলসী, তাল বেতাল, তাল
বেল, তালুক মুলুক, তিত (তাক্ত? তিক্ত?) বিরক্ত, তিল তণ্ডুল, তাশ
পাশা শতরঞ্চ, তুতিয়ে পাতিয়ে (?), তুরী ভেরী, তুলরাম খেলারাম, তেড়ে
ফুঁড়ে, তেল তামাক, তেলি তামুলি, তেলি মালী, তোড় জোড়, তৈল তরুণী,
ত্রিশ ত্রিশ (বিশ)?

দ—দণ্ড মুণ্ড, দধি দুগ্ধ, দর দস্তুর, দল বল, দলিল দস্তাবেজ, দয়া মায়া,
দয়া দাক্ষিণ্য, দশ পঁচিশ (খেলা), দশ বিশ, দড়াদড়ি, দাঙ্গা ফ্যাসাদ, দাঙ্গা
হাঙ্গামা, দান ধ্যান, দানা পানি, দাঁতে ভাতে, দায় দৈব, দারুচিনি
কাবাবচিনি, দাবী দাওয়া, দিগ্‌দেশ, দিল্লী লাহোর, দুধ দই, দুলী মালী, দেব
দ্বিজ, দেশ ও দশ, দৈত্য দানা (দানব), দোল দুর্গোৎসব, দৌড় ধাপ, দ্বন্দ্ব
দ্বেষ, দ্বীপ উপদ্বীপ।

ধ—ধড়া চূড়া, ধন ধান্য, ধন জন যৌবন, ধন মান, ধনে প্রাণে, ধরা
বাধা, ধরম করম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধর মার, ধবলী শ্যামলী, ধুতী জোতা,
ধূপ দীপ, ধূপ ধূনা, ধূলা বালি, ধোপা নাপিত, ধ্যান জ্ঞান, ধ্যান
ধারণা।

ন—নদ নদী, নদী উপনদী, নয় ছয়, নর বানর, নদী নালা, নাক কাণ,

নাইয়ে ধুইয়ে, নাকানি চুবানি, নাকে মুখে চোখে (কথা), নাচন কোঁদন, [নাটক নভেল], নাড়ী ভুঁড়ী, নাড়ী নক্ষত্র, নাতি পুতি, নাল ঝোল, নাম ও কাম, নাম ধাম, নিতাই নিমাই, নিত্য সত্য, নিদ্রা তন্দ্রা, নিপট কপট, নিম নিসিন্দে, নুণে কেনে, নুণ নেবু, নেত্র শ্রোত্র।

প—পত্র পল্লব, পত্র পুষ্প, পত্রেপত্রে ছত্রেছত্রে, পদ পসার, পরশু তরশু, পর্য্যায় পটী, পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত পরিরঞ্জিত, পশু পক্ষী, পসার প্রতিপত্তি, পাঁজি পুঁথি, পাইক পেয়াদা, পাণ স্থপারি, পাত্র মিত্র, পায়েস পিঠে, পাল পার্ব্বণ, পাষণ্ড ভণ্ড ত্রিপণ্ড, পাহাড় পর্ব্বত, পিঠে পুলি, পিতা মাতা (সংস্কৃত মাতাপিতা), পিলে পাত, পীর পয়গম্বর, পুঁজি পাটা, পুরী রুটী, পুড়ে ঝুড়ে (ঝুড়ি ভাজা হইয়া), পুলিশ পাহারা, পূজা পাঠ, পোকা মাকড়, পূজা পার্ব্বণ, প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চারণ।

ফ—ফল ফুল, ফাটা চটা, ফাঁসী শূলী, ফুটকড়াই মুড়কি, ফুটো ফাটা।

ভ—ভক্ষ্য ভোজ্য, ভজন পূজন, ভজন সাধন, ভয় ভাবনা, ভাই ভগিনী, ভাই ভায়াদ, ভাত তরকারী, ভাতে হাতে, ভাব ভঙ্গী, ভাব ভক্তি, ভাঁড়ে বাটে, ভিটে মাটী, ভূত ভবিষ্যৎ, ভূষণ বাহন।

ম—মক্কা মদিনা, [মটনমুর্গী], মঠ মন্দির, মজুর মিস্ত্রী, মণি মন্ত্র মহৌষধ, মণি মাণিক্য, মণি মুক্তা, মণ্ডা মিঠাই, মতি গতি, মৎস্য মাংস, মদ মাৎসর্য্য, মদ মাংস, মদ মুর্গী, মস্য মাংস, মনঃ প্রাণ, মন্ত্র তন্ত্র, ময়লা মাটী, মল মূত্র, মরুকগে ছাড়ুকগে, মশা মাছি, মায়ে পোয়ে, মাজন মাপট, মাছ মাংস, মাঠ গোঠ, মাঠ ঘাট, মাঝী মাল্লা, মাদ্রাশা মুখতাব মুশাফিরখানা, মান মাথুর, মান্য গণ্য, মা মাসি, মারা ধরা, মাল মশলা, মাসি পিসি, মুগ মুসুরী, মুটে মজুর, মুড়ি মুড়কি, মুণ্ডক মাণ্ডুক্য, মূলা মুড়ি, মৃদঙ্গ মন্দিরা, মেথর মুদ্দফরাস, মেষ বৃষ (রাশি), মোল্লা মুয়াজ্জিন।

য—যক্ষ রক্ষঃ, যজন যাজন, যম জামাই, যম যমুনা, যথা তথা, যন্ত্র তন্ত্র,

যা তা (যাহা তাহা), যাত্ত মাধু, যান বাহন, যীশা মূশা, যুৎবরাত, যেথা সেথা, যেন তেন প্রকারেণ, যোড়া তাড়া, যোগাড় যন্ত্র।

র—রঙ্গ বেরঙ্গ, রদ বদল, রণে বনে, রয় বয়, রয় সয়, রস কষ, রাগ রাগিণী, রাগ রেশ, রাজা রুজী (উজীর ?), রাজা মহারাজা, রাজারাণী (দ্বন্দ্ব), রান্না বান্না (বাটনা ?), রামা শ্যামা, রীতি নীতি, রূপ রস, রেখে ঢেকে, রেশম পশম।

ল—লতা পাতা, লাগান ভাঙ্গান, লাঠি সোটা, লুচি কচুরি, লুচি চিনি, লোক লস্কর, লোহা লক্কড়, লাঞ্ছনা গঞ্জনা, লাট্টু ও লেটি।

ব—বউড়ী ঝিউড়ী, বন্দুক বারুদ, বনে বাদাড়ে, বর্ম্ম চর্ম্ম, বল বুদ্ধি, বসন ভূষণ, বাগ্ বিতণ্ডা, বাঘ ভালুক, বাঙ্গালা বিহার, বাছ গোছ (গোছান), বাছ বিচার, বাত পিত্ত, বাদ বিচার, বাদ বিতণ্ডা, বাধা বিঘ্ন, বাধা ধরা, বাপ-পিতম (পিতামহ), বাড়ুজ্যে মুখুজ্যে চাটুজ্যে, বালক বালিকা, বায়ু বরুণ, বার ব্রত, বাহে বমি, বিকি কিনি, বিছানা বালিস, বিড়ে বারণ, বিদ্যা বুদ্ধি, বিদ্যে সাধ্যি, বিদায় আদায়, বিধি বিষ্ণু শিব, বিন্দু বিসর্গ, বিল ও ঝিল, বিশ ত্রিশ, বিষয় আশয় (?), বুদ্ধি বিবেচনা, বেইমান বেতমিজ, বেশ ভূষা, বোল চাল, বায় ভূষণ (ব্যসন ?), ব্যবসায় বাণিজ্য, ব্যাকরণ অভিধান, [ব্যাটবল], ব্যাস বাল্মীকি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বৈশ্য।

শ—শকুনি গৃধিনী, শত সহস্র, শয়নে স্বপনে, শরৎ শীত, শরম ভরম, শাক সুক্ত, শাঁখা শাড়ী, শাদা সিধে, শাস্ত্র দাস্ত্র, শান্ত শিষ্ট, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, শালী শালাজ, শিক্ষা দীক্ষা, শুক সনক, শুক শারী, শুচি শুদ্ধ, শুদ্ধ বুদ্ধ, শেল শূল শরাসন, শোয়া বসা, শৌচ আচমন, শ্মশানে মশানে, শ্রাদ্ধ শান্তি, শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ, শ্রীদাম সুদাম, শ্বাস কাস, শ্বশুর ভাশুর।

স—সই সুপারিশ, সৎ চিৎ, সত্য ত্রেতা, সত্যং শিবং সুন্দরং, সময়

সুযোগ, সময় ও সুবিধা, সরিৎ সাগর ভূধর, সর্দ্দি কাসি, সহর বাজার, সহায় সম্পদ, সহায় সম্পত্তি, সহায় সামর্থ্য, সহি মোহর, সাঙ্গোপাঙ্গ, সাড়া শব্দ, সাত সতের, সাঁতার পাথার, সাধ আহ্লাদ, সাধ সেমন্তন, সাধু সজ্জন, সাধু সন্ন্যাসী, [সাবান সোডা], সিপাই সান্ত্রী, সীমা মুড়া, সুখ সৌভাগ্য, সুযোগ সুবিধা, সুশীল ও সুবোধ, সূচ সূতা, সোণা দানা, সৃষ্টি স্থিতি সংহার, সৈন্য সামন্ত, [সোডা এসিড], স্থির ধীর গম্ভীর, স্পষ্ট পুষ্টি, স্তুতি নুতি, স্নান দান, স্বাহা স্বধা, স্কুল কলেজ (ল)।

হ—হরিৎ পীত লোহিত, হ'য়ে ব'য়ে, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, হবা কবা, হরে দরে (?), হড় গুড়, হপ্তম পঞ্চম, হাওলাত বরাত, হাঙ্গামা হুজ্জুৎ, হাট ঘাট বাট মাঠ, হাড় চামড়া, হাড়ি ডোম, হাঁড়ি কুঁড়ী (কুণ্ডী), হাঁড়ি বেড়ী, হাঁড়ি শরা, হাঁড়ি হেঁশেল, হাড়ে নাড়ে, হাতে তেতেরে, হায়রাণ পেরশান, হারাণে পরাণে, হাসি খুসি, হাসি তামাসা, হা হুতাস (হতো হস্মি ?), হিসেব কিতেব, হীরা জহরৎ, হুকা কলিকা, হৃষ্ট পুষ্ট, হেজে য়া'ক ম'জে যা'ক, হেন তেন, হেনা তেনা, হেমন্ত বসন্ত, হেলা ফেলা, হেলে দুলে, হোতা পোতা, হোসেন হাসান।

(৩) বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম।

বৈপরীত্য (antithesis) ও কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে অনুপ্রাসের আশ্রয় না লইলে ভাব ও ভাষা ঘোরালো হয় না।

অ—অজলে অস্থলে, অনলে অনিলে সলিলে, অনুকূল প্রতিকূল, অনুকরণ না হনুকরণ, অনুরাগ বিরাগ, অনুলোম প্রতিলোম, অনুলোম বিলোম, অনুবাদ না হনুবাদ, অন্তরে বাহিরে, অর্থী প্রত্যর্থী, অবস্থা ও ব্যবস্থা।

আ—আগাগোড়া, আঁচান ছোঁচান, আদান প্রদান, আনা গোনা (গমনাগমনের অপভ্রংশ ?), আপন পর, আমা ও ঝামা, আয় ব্যয়,

আলোকে আঁধারে, আবালবৃদ্ধবনিতা, আবির্ভাব তিরোভাব, আশা আশঙ্কা, আসমান জমীন (স্বর্গ মর্ত্ত্য ?), আসল ও নকল, আও হয় অও হয়।

ই—ইঙ্গ বঙ্গ, ইতস্ততঃ।

উ—উচ্চ নীচ, উচ্চাবচ, উৎকর্ষ অপকর্ষ, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, উত্তম মধ্যম অধম, উত্তরাপথ দক্ষিণাপথ, উত্থান পতন, উন্নতি অবনতি, উপায় অপায়, উল্টো পাল্টা।

ঊ—ঊর্দ্ধ অধঃ।

এ—(হয়) এস্পার (না হয়) ওস্পার।

ও—ওস্তাদ ও সাক্‌রেদ, ওলে ঝোলে (খেও না)।

ক—কড়ি ও কোমল, কথা বনাম কায, কাচ ও কাঞ্চন, কার্য্য কারণ, কুলীন ও কাপ, কোরান পুরাণ, ক্রয় বিক্রয়, কোমল ও কঠোর।

খ—খাদ্য খাদক।

গ—গতায়াত, গদ্য পদ্য, গমনাগমন, গরু ও জরু।

ঘ—ঘর বা'র, (না) ঘরকা (না) ঘাটকা, ঘরে পরে, ঘরে বাইরে, ঘোড়া ভেড়া(র একদর), ঘুঁস বা ঘুঁষি।

চ—চকোর ও চাতক, চড়াই উতরাই, চাঁদ ও চকোর, চিৎ কাৎ, চোরে কামারে।

ছ—ছায়া ও কায়া (কায়)।

জ—জল স্থল, জয় পরাজয়, জীব ও জড়, জীব ও শিব, জীবে শিবে, জীবাত্মা পরমাত্মা, জীবন মরণ, জীবিত ও মৃত, জেলে ও তেলে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ।

ট—টানা পড়েন।

ঠ—ঠাকুর কুকুর, ঠেকে শেখা আর দেখে শেখা।

ত—তাত (তাপ) ও বাত, তিলে তাল, তুষ্টি ও রুষ্টি, তেলে জলে, ত্যাগী ও ভোগী, তীর তুক্ক (?), তালে আর ঘোলে।

দ—দানব মানব, দিলে নিলে, দেওয়া থোওয়া, দেনা পাওনা, দেব দৈত্য, দেশ বিদেশ।

ধ—ধলা ও কালা, ধারে কাটা ও ভারে কাটা।

ন—নরম গরম, নরনারী, নয়ান ও বয়ান, নাম ও কাম, নিগ্রহ অনুগ্রহ, নিন্দা ও বন্দনা, নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নীর ও ক্ষীর, নূতন পুরাতন।

প—পতঙ্গ ও মাতঙ্গ, পত্নী ও পেত্নী, পাস্তাচাপা কপাল আর পাথর-চাপা কপাল, পাপ তাপ (কার্য্যকারণ), পাপ পুণ্য, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, পিতাপুত্র, পেঁয়াজ পয়জার, পীযূষ ও বিষ, পূর্ব্ব পশ্চিম, পুরুষ ও প্রকৃতি, পুলক ও আতঙ্ক, পূর্ব্বাপর, পেটে পিঠে, প্রকৃতি ও বিকৃতি, প্রকৃতি ও প্রত্যয়, প্রজা ও জমীদার, প্রবীণ ও নবীন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রাচীন ও নবীন, প্রাচী ও প্রতীচী।

ভ—ভক্ত ও ভাক্ত, ভক্ত ও ভণ্ড, ভক্তি ও মুক্তি, ভয় ও ভক্তি, ভয় ও ভরসা, ভাব ও ভাষা, ভিতর বাহির, ভূত ভবিষ্যৎ, ভূলোক দ্যুলোক।

ম—মরণকাঠী জীয়নকাঠী, মর্দ্দা ও মাদী, মান অপমান, মায়ে ছায়ে, মায়ে পোয়ে, মিছা সাঁচা, মুড়ি মিছরি, মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী, মেয়ে মর্দ্দ, মেষ ও মহিষ।

য—যাতায়াত, যুক্ত ও মুক্ত, যোগ বিয়োগ, যোগী ও ভোগী।

র—রক্ষক ভক্ষক, রসা কষা (কষায়), রাং রূপা, রাজা প্রজা, রাম রহিম, রাম রাবণ।

ল—লাভ লোকসান (নোক্সান), লাল কালা, লেনা দেনা।

ব—বর বধূ, বাঘে গরুতে, বাগে ছাগে, বাঘে বকরীতে, বাঘে বলদে, বাদী প্রতিবাদী, বাপে বেটায়, বাহাল বরতরফ, বিধি নিষেধ, বিপদ্ সম্পদ্, বোধনে বিসর্জ্জন, বাস্ত সমস্ত।

শ—শত্রু মিত্র, শস্ত্র ও শাস্ত্র, শিক্ষা ও পরীক্ষা, শিয়া ও সুন্নি, শিশির ও সমুদ্র, শূন্য ও পূর্ণ, শূদ্র ভদ্র, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, শ্রেয়ঃ ও হেয়।

স—সংসার ও সন্ন্যাস, সকাল বিকাল, সদর অন্দর, সত্য মিথ্যা, সরেশ নিরেশ, সাঁঝ সকাল, সান্ত অনন্ত, সাম্নে পিছনে, সাধনা ও সিদ্ধি, সুখ দুঃখ, সুয়ো দুয়ো, সুর নর, সুরু হইতে শেষ, স্থূল ও সূক্ষ্ম।

হ—হনু ভানু, হরণ পূরণ, হর্ষ বিষাদ, হ'ল আর গেল, হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়া সেদিনকার মত তাঁতবাত তুলিয়াছি। গভীর রাত্রিতে তন্দ্রাবশে অনুপ্রাস আমার স্কন্ধে ভর করিয়া বলিলেন— যদি আমার অধিকার-বিচার করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে মিছামিছি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া আসর সরগরম করিতেছ কেন? আমি কত স্থানে কত ভাবে বিরাজ করিতেছি, বলিয়া যাই, লিখিয়া লও। এক রাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রচার করিয়া দেখ, যদি ইহা নাটক-নভেল-পরিপ্লাবিত বঙ্গভূমিতে আদর পায়, তবে আরও সহস্র রজনীর বৃত্তান্ত বিবৃত করিও।

১। রাশি রাশি দ্বন্দসমাসের দৃষ্টান্ত দিয়াছ। কিন্তু অন্যান্য সমাসও আমার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সাধুভাষার যে সব সমস্ত পদ চলিত ভাষায় অত্যন্ত প্রচলিত, কেবল সেইগুলিই উল্লেখ করিতেছি। যথা—

অকিঞ্চিৎকর, অগ্রগণ্য, অঙ্গভঙ্গী, অন্নপূর্ণা, অসাধ্যসাধন, আদ্যশ্রাদ্ধ, ঈশ্বরইচ্ছা, একবাক্যে, একাকার, কন্যাকর্ত্তা, কষ্টকল্পনা, কায়ক্লেশে, কাশীবাস, কুরুক্ষেত্র, কুবেরভাণ্ডার, কুশাসন, কৃষ্ণকালী, গতানুগতিক,

গলগণ্ড, গলগ্রহ, চক্ষুচিকিৎসা, চোরচূড়ামণি, চর্ম্মচক্ষুঃ, চিররোগী, ছন্দোবন্ধ, জড়ভরত, জরাজীর্ণ, জ্ঞানগোচর, তিলতর্পণ, তিলোত্তমা, ত্রিপত্র, দগ্ধাদোষ, দিনমান, দেবদারু, দৈববাণী, ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মধ্বজী, নরককুণ্ড, নববিধান, নষ্টকোষ্ঠী, পক্ষপাত, পরপ্রত্যাশী, পাতালপুরী, পাদোদক, পিশাচসিদ্ধ, পুষ্পপাত্র, পূর্ণপাত্র, পূর্ব্বপুরুষ, পৌষপার্ব্বণ, প্রকৃত-পক্ষে, প্রজাপতি, প্রভুভক্ত, প্রসববেদনা, প্রাতঃপ্রণাম, প্রাণপণে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, ফণিমনসা, ভুক্তভোগী, ভূভারত, ভ্রূভঙ্গী, মধ্যমান, মলমাস, মহামায়া, মানমণ্ড, মানমন্দির, মুণ্ডমালা, মুদ্রাদোষ, যুদ্ধজয়, যুদ্ধযাত্রা, রাজযোটক, রামনাম, রামরাজ্য, রীতিমত, লোকলজ্জা, লঙ্কাকাণ্ড, বক-ধার্ম্মিক, বহির্ব্বাস, বাক্যবাগীশ, বাক্যব্যয়, বাধকবেদনা, বাধ্যবাধকতা, বারবেলা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধদেব, বৃন্দাবন, বেদবাক্য, বেদব্যাস, বৈষ্ণব-বন্দনা, বাস্তবাগীশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রাহ্মণভোজন, শবশিবা, শবসাধনা, শবাসনা, শশব্যস্ত, শিখিপাখা (পক্ষ), ষোড়শোপচার, সৎশূদ্র, সৎসঙ্গ, সম্মুখসমর, সরোবর, সর্ব্বশরীর, সাগরসঙ্গম, সাধ্যসাধনা, সিংহাসন, সুখাসন, সুখশেল, সুখস্বপ্ন, সেবাদাসী, স্বর্গসুখ, স্বয়ংসিদ্ধ, হরগৌরী, হরিহর।

চলিত ভাষায়ও সমাস আছে। যথা—

আটপিঠে, আনমনা, উপরপড়া, এককাট্টা, একরোকা, এলোচুলে, ওজন-জ্ঞান, কপিকল, করিৎকর্ম্মা, কসাইকালী, কড়িকোটা, কাঁচকড়া, কাঁচকলা, কাছছাড়া, কাজললতা, কাঁটানটে, কাঠকয়লা (কাঠের কয়লা), কাঠকবুল, কাঠঠোকরা, কাঠফাটা (রৌদ্র), কাঠাকালি, কাণকাটা, কাণাকড়ি, কাঁধকাটা, কালীতলা, কোলকোঙ্গা, খাইখরচা, খোসখবর, খোসপোষাকী, গণ্ডগোল, গরুচুরি, গড়পড়তা, গাছগরু, গাঁটকাটা, গালগল্প, গোইগাঁ (গণ্ডগ্রাম), গোবরগাদা, ঘরকরনা, চড়কপাক বা চরকীপাক, চাণাচুর, চালচিত্তির, চীৎপাত, চুলচেরা, চোখচাটা, চৌচির,

ছবিছুট, ছড়াহাঁড়ি, ছেলেখেলা, ছেলেবেলা, ছাগলছানা, জগৎযোড়া, জলজ্যান্ত, তালফোঁপোল, তেলকল, তেলগোল, তেলঝোল, দিনত্নপুর, দরদালান, ধানভানা (কল), ধামাধরা, নকলনবিশ, নাড়ীছেঁড়া (ধন), নীলগোলা, নৌকাকালি, পগারপার, পদ্মপুকুর, পরঘর, পরশপাথর, পাছাপেড়ে, পাড়াছাড়া, পাড়াপড়শী, পাতভাড়ী, পাণিপাড়ে, পাতাচাপা, পাথরচাপা, পানাপুকুর, পারতপক্ষে, পালংপোষ, পালিশপাতা, পাশবালিশ, পিছপাও, পিছুপানে, পিঁজরাপোল, পিটুটান, পুকুরপাড়, পুণ্যিপুকুর, পুতুলপূজা, ফুলদোল, ফোঁটাকাটা, ভুবনভোলান, ভোজবাজী, ভায়রাভাই, মজামারা, মদমাতালে, মধুমাখা, মনমরা, মনমজান, মনমাতান, মড়িপোড়া, মরামাস, মহামুস্কিল, মাখনমাটী, মাছিমারা (কেরাণী), মাটকোঠা, মাথাবাথা, (নাকামারা), মাসমাহিনা, মুখখান, মেড়াপোড়া, মৌমাছি, রাজরাণী (রাজারাণী দ্বন্দ্বসমাসে, রাজরাণী ষষ্ঠীতৎপুরুষে), লালনীল, লোকনকুতা, লোণাপানি, বছরবিউনী, বস্তাবন্দি, বস্তাবাঁধা, বাঙ্গালাবাহাদুর, বাজারদর, বামুনবাড়ী, বাজরাবোঝাই, বাক্সবন্দি, বাঁশবন, বাঁশবাজী, বাসিবিয়ে, বিয়েবাড়ী, বিলাত-ফেরত, বিশ্ববাঙ্গালা, বিষবড়ি, বীরবৌলি, বেগুনবীচি, বেড়াবিনন, বেণাবন, ব্রজবুলি, সমবয়সী, সাঁজপুজনী, সারারাত, সৃষ্টিছাড়া (ছিষ্টিছাড়া উচ্চারণ), স্বত্বসাবাস্ত, (হাকহাত), হাড়যোড়া, হোড়াপোড়া।

২। সমাস না করিয়া বিশেষ্য-বিশেষণ একত্র করিতে আমার রুচিত্ব কম নহে। কেবল চলিত কথারই উদাহরণ দেখ ;—

অন্ধ অনুরাগ, অন্ধ অঙ্গ (পত্নী), অবাক্ কাণ্ড, অষ্টে পৃষ্ঠে (?), আট ঘাট (বাঁধা), আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার (ভারতচন্দ্র), আঙ্গুল আবডাল, উড়ে মাড়া, উপরি পাওনা, উল্টা উৎপত্তি, এঁড়ে গরু, একগলা গঙ্গাজল, এক গা গয়না, কটাস কামড়, কড়া কথা, কাঁইমাই কথা, কাঙ্গলা কাচ, কাঁচা কাষ, কাচা কাপড়, কাঁচা কাঠ, কাটা কাপড়, কাটা

কাণ, কাটা কৈ, কাঁধ-কাটা কাপড়, কাঁচা কলা, কাণা কড়ি, [কাল কোট], কাল কোর্ত্তা, কায়েত ধূর্ত্ত, কুড়ে গরু, কোদালে ক, গরম মুড়ি, গড়ো গোয়ালা, গর্ব্ব খর্ব্ব, গিরি গোবর্দ্ধন, গুপো ঘা, গোলগাল গড়ন, গোল লণ্ঠন, গোল আলু, গোঁয়ার গোবিন্দ, ঘরপোড়া গরু, ঘোষাল রসাল, চটাস চাপড়, চার্ব্বি চক্ষুঃ, চোঁচোঁ চুমুক, চৌদ্দ চুপড়ি (কথা), ছেলে-ভুলোন ছড়া, ছোট ছেলে, জল আচরণীয় জাতি, জোনাকী পোকা, টোপা পানা, ডেঙ্গো ডাঁটা, তেমাথা পথ, দক্ষিণ দুয়ার, দশ দিক্‌, দু'দণ্ড, দু'দিন, দু'দশ দিন, দুটা দুখান, দুধে দাঁত, দুণো দর, দেশী শাড়ী, ধনেবেচা বেণে, [নম্বরী নোট], না প'ড়ে পণ্ডিত, নাপিত ধূর্ত্ত, পটোলচেরা চোখ, পাকা কলা, পাখী পাখী, পাঁচ পীর, পার্শ্বনাথ পাহাড়, পাতাচাপা কপাল, পাথরচাপা কপাল, পুরাণ পাপী, পুরুষ মানুষ, পূবে বাতাস, পেট মোটা, পৈত্রিক প্রাণ, পোষ্য পুত্র, ফাগুন আগুন, ফুলাল তেল, ভায়রা ভাই, ভিজে ভাত, ভিজে জাব, মড়িপোড়া মিনসে, মরা মানুষ, মাখন মাটী, মাগুর মাছ, মালিনী মাসী, মাসী মা, মাড়োয়ারী মহাজন, মিছে কায, মিছে মায়া, মিথ্যা কথা, মিরগেল মাছ, মুখটা কুটিল, মুচে মিগ, মুড়া মাখন, মেয়ে মানুষ, মোটা মাহিয়ানা, মৌরলা মাছ, রাই রাজা, রাখাল রাজা, রাঁধুনী বামুন, রাম রাজা, রাজা রামকৃষ্ণ, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, লম্বা নাক, লম্বা লেজ, লড়াইয়ে মেড়া, লাল কালা, লাল চেলী, লালা বাবু, বকনা বাছুর, বকেয়া বদমায়েস, বড় বাড়ী (পাইখানা), বড় বাবু, বড় বেগতিক, বড় বৌ, বড়াই বুড়ী, বত্রিশ বাঁধন, বাইশ বাজার, বাঁকা বাঁকা বুলি, বাগদী বৌ, বাড়ীমুখো বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বাবু, বাজে কাষ, বাজে জমা, বাজে জিনিষ, বাজে বকুনি, বাঁধা বুলি, বাঁদুরে বুদ্ধি, বাবা বিশ্বনাথ, বাবা বৈদ্যনাথ, বাহাত্তুরে বুড়ো, বিধাতা বিমুখ, বিধি বাম, বিটলে বামুন, বিদেশী বঁধু, বিরাশী শিক্কা, বীচে বড়ি, বুড়ো বর, বুড়ো

বাঁদর, বুড়ো হাড়, বেউড় বাঁশ, বেণে বৌ, বোকা বামনা, বৈশাখী বাচ্ছা, বৈষ্ণব বিনয়, শিকলিকাটা টিয়া, শিকারী কুকুর, শীতলা ষষ্ঠী, শুষ্ক কাষ্ঠ, শুশুনী শাক, শুদ্ধ বা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, শ্রীগুরু গোপেশ্বর, শ্রীমন্ত সদাগর, যোল আঙ্গুল শাঁখা, যোল শ (গোপী), যোল কলা, সদর রাস্তা, সরু চিড়ে, সাত সমুদ্র, (সাপের) পাঁচ পা, সাফাই সাক্ষী, সূতিকা ষষ্ঠী, সোণা বাঁধান শাঁখা, স্নিগ্ধ সরবৎ, স্বদেশী শিল্প।

৩। করণকারকে ও অধিকরণেও আমার অধিকার আছে। আমারই জন্য অমৃতে অরুচি, আনন্দে গদ্গদ, আহ্লাদে আটখানা, আহ্লাদে আত্মহারা, কপালে করাঘাত, কমলে কণ্টক, কুসুমে কীট, কুড়িতে বুড়ি, গোড়ায় গলদ, পলকে প্রলয়, বিনে বিবক্ষয়, ভাবে ভোর, মুখে মধু হৃদে হলাহল, ভক্তিতে মুক্তি, শুক্তিতে মুক্তা, শিয়রে শমন, শোকে সান্ত্বনা, সাধে বাদ, সাধনায় সিদ্ধি, সোণায় সোহাগা, হরিষে বিষাদ, হিতে বিপরীত, হেলায় হারান। আমারই কর্তৃত্বে নাপিতে নরুনে নখ কাটে, কাঁচিতে চুল ছাঁটে, চিরুণে চুল আঁচড়ায় ও ক্ষুরে মাথা মুড়ায়। আমার প্রসাদাৎ—লোকে চোখে দেখে, কাণে শোনে, নাকে সোঁকে, মুখে খায়।

আবার দেখ, আমারই প্রসাদে উড়িষ্যায় উড়াপট, গুজরাটে গরবা, গৌড়ে গাজন, ঢাকে কাঠি, চৈত্রে চড়ক, জ্যৈষ্ঠে জয়মঙ্গলবার, জামাইষষ্ঠী ও যুগল, ফাল্গুনে ফাগুনকোণা ব্রত ও ফুটকড়াই মুড়কি, তিব্বতে তারানাথ, রমজানে রোজা। আমারই কৃপায় শীতকালে শাঁখ আলু ও সাতটায় সকাল, মুখে মেছেতা, পাণে চুণ, পাণে পোকা, [পাণে পিপারমেণ্ট], পথে পাথর, ধূলায় ধূসর, গায়ে গন্ধ, কড়ায় কড়া কাহনে কাণা, ট্যাঁকে টাকা, ধনস্থানে শনি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ভাঁড়ে মা ভবানী। গলায় গাঁথা, গোগ্রাসে গেলা, ঘোড়ায় চড়া (চাপায় আমি চাপা পড়ি), পিঞ্জরায় পোরা, জাতে তোলা, ঘরে রাখা, জলে ফেলা, [জেলে যাওয়া],

ধূলায় লুঠায়, মাটিতে মিশায়, গোল্লায় গেল, নাকে কান্না, পাল্লায় পড়া, পায়ে পড়া, প্রেমে পড়া, ফাঁদে ফেলা, বিপদে পড়া, পেঁপুলে পাকা, গায়ে লাগা, মরমে মরা, সরমে মরা, বুকে বাজা, বুকে বসা, বুকে বসান, রাগে গরগর করা, যোঁয়ালে যোড়া, আমারই যোগাযোগে ঘটে। মাঠে মারা যাইতে, ফাঁদে পা ফেলিতে, বংশে বাতি দিতে, কুলে কালী দিতে, বুকে বাঁশ দিতে, গলায় গামছা দিতে, দাঁতে দড়ি দিতে—হাতে দড়িতে কাব্যরস নাই, হাতে সূতাতে আছে—বুকে বসে' দাড়ি উপড়াইতে, চারি চক্ষে চাহিতে, ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ি মারিতে, হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে, হুজুরে হাজির হইতে, আমি মূর্ত্তিমান্। আমিই রোগে রোঝা ডাকার বন্দোবস্ত করিয়াছি, ভূতের ভয়ে রামনামের ব্যবস্থা করিয়াছি, সুখের সাগরে সাঁতার দেওয়াইয়াছি, সশরীরে স্বর্গবাসের সুবিধা দেখাইয়াছি, স্বর্গে শচী ও সুধা রাখিয়াছি, অমরায় অপ্সরার আমদানি করিয়াছি, অষ্টঅঙ্গে অভরণ (আভরণ) বা গায়ে একগা গয়না গড়াইয়া দিয়াছি, বেগুনের বোঁটায় কাঁটা লাগাইয়াছি, কেরাণীর কাণে কলম, চ্যাংরার চোখে চশমা, গেঞ্জি গায়, ছাতা মাথায়, কুলকামিনীর কাঁকে কলসী, নাকে নথ নোলক, পরণে পাছাপেড়ে শাড়ী পাকাপাড়, সীঁথায় সিন্দূর পরাইয়াছি, দুয়োরাণীর হেঁটে কাঁটা দিয়াছি, শ্রীমন্ত সদাগরকে কমলেকামিনী দেখাইয়াছি। আমিই গোলে হরিবোল দিয়াছি, কপাটে কুলুপ লাগাইয়াছি, মনে মুখে মিল করাইয়াছি, পঞ্চান্নয় পেনশান পাওয়াইয়াছি। শ্মশানে বা কৈলাসে শিব, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু—সে তো আমারই লীলা। আমিই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আমহাউস রাখাইয়াছি, বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয় বসাইয়াছি, এবং সিমলায় শৈলাবাস স্থাপন করিয়াছি।

৪। সম্বন্ধ-স্থাপনেও আমার সম্বন্ধ আছে। আফগানিস্থানের আমীর, খেলাতের খাঁ, পারস্যের সা, ময়ূরভঞ্জের মহারাজ, শৃঙ্গেরীমঠের শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু, বিশ্বকর্ম্মার বেটা বিয়াল্লিশ-কর্ম্মা—সকলেই আমার তাঁবেদার। জয়সিংহের জয়পুর, মানসিংহের (?) মানমন্দির, জাপানের জিউজিৎসু, দিল্লীর দরবার, দিল্লীকা লাড্ডু, প্রয়াগের পায়োনিয়ার, চৈতককা চবুতারা, গাজীপুরের গোলাপজল, সুখচরের চিনি ইত্যাদি সর্ব্বঘটে আমি। কলের কুলি, কলিকালের ছেলে, কালীঘাটের কাঙ্গালী, ব্রহ্মার বর, শিবের বর, বিয়ের বর, বরের বাপ, বাড়ীর বৌ, আদালতের আমলা, মানহানির বা মাননাশের মামলা, ব্যারিষ্টারের বাবু, হরির খুড়া, হাবাকাঠার বাবা, বরের ঘরের মাসী ক'নের ঘরের পিসী, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সাপের পাঁচপা, গাজীর গান, [গ্রামোফোনের গান], মেড়ার লড়াই, বুলবুলির লড়াই, কাঙ্গালের কর্কট রাশ, বড়দিনের বন্ধ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, শনির শেষ, চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক, টাকার টানাটানি, পাঁটাকাটাগোছের প্রণাম, পূজার পার্ব্বণী, বলিদানের বাজনা, বিসর্জ্জনের বাজনা, হরিনামের মালা, হবিষ্যের মালসা, শিবরাত্রির সলিতা, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ভক্তের ভগবান, সবই আমার জন্য। গৌরাঙ্গের রাঙ্গা পায়ে আমি, শ্রীচরণের ছুঁচোতেও আমি; মগের মুল্লুকে, কাতলাফেলার দেশে, মোড়ের মাথায়, টালির নালায়, হাবড়ার হাটে, স্বর্গের সিঁড়িতে, [লাটের লেভিতে] আমার যাতায়াত আছে। আবার কোলের কাছেও আমি আছি। শালগ্রামের শোয়া বসা সমান কিসের কারণ বুঝেন না কি? আইনের আমলে পড়ে আমারই ফেরে। ব্রহ্মোত্তরের বেড়া বদলান আমারই চক্রান্তে। পালাবার পথ পায় না আমারই পাল্লায় পড়িয়া। চটীর ফটফট, বুটের টক্কর, জুতার গুঁতা, ব্রাহ্মণবটুর টিকি, চোখের চাহনি, চোখের চামড়া, চোখের দেখা, জিভের জল, নাকের নিশ্বাস, পাণের পিক, প্রাণের টান, পেছনকার পা, প্রস্রাবের পীড়া, বুদ্ধির বিকৃতি, সবই আমার যোগাযোগে।

আবার দেখ, আউড়ের আটি, আকন্দের আঠা, আমের আচার, আমের অাঁঠী, আশীকালের বাসি কথা, উড়কি ধানের মুড়কি, কথার কথা, কচ্ছপের কামড়, কলার কাঁদি, কলের জল, কলসীর কানা, কলুর বলদ, [কম্পাসের কাঁটা], কাঁকড়ার দাড়া, কাঁচা কলাইএর ডাল, কাজীর বিচার, কাটারির কোপ, কাঁঠালের কোষ, কাপড়ের কানাত, কাপড়ের পাড়, কাযের কথা, কালান্তরের কেউটে, কুলের কথা, কুলের কলঙ্ক, [কোম্পানীর কাগজ], কোকিলের কুহু, কেউটের কামড়, খাটের খুরো, খুসীর সওদা, খোদার খাসী, গরুর গাড়ী, [গবলেটের গ্লাস], গাছের আগা, গাছের গোড়া, [গিল্টির গয়না], গোলার তলা, গোসাপের গা, ঘুমের ঘোর, ঘোড়ার ঘাস, ঘোড়ার ডিম, চটির পাটি, চুলের কলপ, চেলির পুঁটুলি, জুতার ফিতা, ছোলার ছাতু, [জাহাজের জেটি ও জালিবোট], জোয়ারের জল, ডেঙ্গোর ডাঁটা, ঢাকার শাঁখা, দুষ্টলোকের মিষ্টকথা, দুষ্টের দমন, দেনার দায়, ধোপার পাট, নপুংসকের নৃত্য, নাটুয়ার নাচ, পটুয়ার পট, পাগলের প্রলাপ, পাটের গাঁট, পানিফলের পালো, পাণের দোনা, পাপিয়ার পিউপিউ, পিতলের পিলসুজ, পুঁঠিমাছের প্রাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, পূজার বাজার, পেটের পীড়া, পেটের পুত, প্রাণপিঞ্জরের পাখী, ফণীর মণি, ভাটার টান, ভূতের উৎপাত, ভূতের ভয়, ভেকের মকমক, মনের ময়লা, মনের মানুষ, মনের মিল, মরার মত, মাটির মানুষ, মাথার মণি, মাথার মাণিক, মাথার মুকুট, মাছের মুড়ো, মিছরির ছুরি, মুক্তার মালা, মুদির দোকানের দেনা, মোতির মালা, রামানন্দের রাস, রাণী রাসমণির রূপার রথ, লাখ কথার এক কথা, বখরার বন্দোবস্ত, বনের বাঘ, বনের বানর, বাঘের বাচ্ছা, বাপ্‌কা বেটা, বাপের বাড়ী, বামুনবাড়ীর বেড়াল, বালির বাঁধ, বাবুইএর বাসা, বিকারের ঘোর, বুকের বল (ভাত পাথরটা), বুলবুলির লড়াই, বেদব্যাসের বিশ্রাম, ব্যথার ব্যথী, শত্রুর শেষ, শূওরের

খোঁয়াড়, ষাঁড়ের গোবর, ষাঁড়ের শত্রু, সন্ধির সর্ত্ত, সোণার খনি, সোণার বেণে, সোণার সামগ্রী, হাতীর হাওদা, সর্ব্বত্র আমি।

৫। কর্ত্তা বা কর্ম্ম ও ক্রিয়া অথবা সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া একত্র করিয়া যে সব চলিত শব্দসঙ্ঘ (phrase) আছে, + সেখানেও আমার অবাধ অধিকার। যথা—

স্বর—আঙ্গুল ফুলা (ফুলিয়া কলাগাছ), আপত্তি তোলা, আলো জ্বালো, এগিয়ে এস, ওৎ পাত। আসর সরগরম করা, আসর সাজান।

ক—* কথা কহা, কথা কাটাকাটি করা, কচুকাটা করা, কড়া নাড়া, কড়া পড়া, কবুল করা, কর্জ্জ করা, কলঙ্ক কেনা, কাচ করা, কাটনা কাটা, কাঁটা কোটা, কাঠ কাটা, কাঠ কুড়ান, কাঠ ফাটা, কাণ করা, কাণ কাটা, কাণ টানা, কাপড় কাচা, কাপড় কোঁচান, কাপড় ছাড়া, কাপড় ঝাড়া, কাপড় কেনা, কামাই করা, কামান ডাকা, কায কর্ম্ম করা*, কায বাজান, কারচুপি করা, কাল কাটান, কিরা করা, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান, কুটো কাটা, কুটনো কোটা *, কুমড়ো কোরা, কুমারী করা, কুষ্ঠী (কোষ্ঠী) কাটা, কুস্তি করা, কুয়া কাটা, কোতোল করা, কোরবাণি করা, কৌশল করা।

খ—খড়ি ওড়া বা পড়া, খাতির রাখা, খানা খাওয়া, খাপ খাওয়া, খাবার খাওয়ান, খাবি খাওয়া, খাসী পোষা, খিল খোলা, খিল লাগা, খুঁটে খাওয়া, খেটে খাওয়া, খোঁটা খাওয়া।

+ কতকগুলি, বিশেষ্য বা বিশেষণভাবে সমাসবদ্ধ হইয়া, ব্যবহৃত হয়। যথা—কচুকাটা করা, কাঠফাটা রৌদ্র, চাঁদচাওয়া ছেলে, কাণকাটা রাজা, মাছিমারা কেরাণী, মনমরা, টোলফেলা, নাড়ীছেঁড়া, ধামাধরা, পেটকাটা, ফুটিকাটা, মজামারা লোক, হাততোলা খাওয়া, হাড়বোড়া (গাছ)।

* এগুলি ইংরাজী Cognative accusativeএর মত নহে কি?

গ—গরু চরান, গল্প গেলা, গলিয়া গেলেন, গহনা গড়ান, * গান গাওয়া, গুণ গাওয়া, গুণ টানা, গুণ মানা।

ঘ—ঘর করা, ঘর পোড়া, ঘাড় নাড়া, ঘাড়ে পড়া, ঘুড়ি উড়ান, ঘোমটা টানা, ঘোল ঘাঁটা, ঘোল ঢালা।

চ—চকমকি ঠুকি, চড় মারা, চাঁদ চাওয়া, চাপা পড়া, চামড়া চোষা, চাল চড়ান, চাল ঝাড়া, চাল চিত্তির করা, চাল চিবান, চাবুক চালান, চিত্তির (চিত্ত) চটা, চিমটি কাটা, চিঠি পাঠান, চুল আঁচড়ান, চুল চেরা, চুল ছাটা, চুল ঝাড়া, চুরুট টানা, চূণ খাওয়া, [চেক কাটা], চোখ চাওয়া।

ছ—ছাঁদা বাধা, ছাল ছাড়ান, ছাল ছেঁচা, ছিকে ছেঁড়া, ছিটে টানা, ছিঁড়ে পড়া, ছুঁচ বেচা (কামারবাড়ী), ছেলে ছোঁচান, ছেলে লেখান।

জ—জল গলা, জল তোলা, জাল ফেলা, জাত যাওয়া, জ্বালা জুড়ান।

ঝ—ঝাল ঝাড়া, ঝালা ঝাড়া, ঝাঁপাই ঝোড়া, ঝুল ঝাড়া, ঝুলি ঝাড়া।

ট—টিকি কাটা, [টিকিট কাটা], টিপ্ কাটা, টিপনি কাটা, টেনে আনে, টেনে বোনে, টোল ফেলা।

ঠ—ঠেকে শেখে, ঠেলে ফেলে।

ড—ডা'ল গলা, ডুবে যাবে।

ঢ—ঢিল বা ঢেলা ফেলা।

ত—তহবিল তছরূপ করা, তাঁতবাত বা তান-তোবড়া তোলা, তালা লাগা, তোপ পড়া।

দ—দখল দেওয়া, দম দেওয়া, দর করা, দর দেওয়া, দড়া ছেঁড়া, দড়া ছেঁড়াছিড়ি করা, দরজা দেওয়া, দাখিলা দেওয়া, দাগ দেওয়া, দাগ লাগা,

* এগুলি ইংরাজী Cognative accusativeএর মত নহে কি ?

দাগা দেওয়া, দাঁত তোলান, দাঁত দেখা, দাঁত দেখান, দাঁতে দড়ি দেওয়া, দাম দেওয়া, দাড়ী উপড়ান, দিন দেখা, দুধ দেওয়া, দুয়ার দেওয়া, দৃষ্টি দেওয়া, দেখা দেওয়া, দেখে' শেখা, দেনা দেওয়া, দোষ দেওয়া, দোষ দেখা বা দেখান, দৌড় দেওয়া।

ধ—ধরা পড়া, ধান ভানা, ধান শুকান, ধামা ধরা, ধার করা, ধূপ পোড়ান, ধৈর্য্য ধরা।

ন—নকল নেওয়া, নখ কাটা, নথ নাড়া, নস্য টানা, নস্য নেওয়া, নস্য লোসা, নাম কেনা, নিশ্বাস নেওয়া, নুদি নামা, নীচে নামা, ন্যাজ নাড়া।

প—পগার পার হওয়া, পঞ্চাশ পেরোন, পটোল তোলা, পটোল পোড়ান, পত্র পড়া, পত্র পাঠান, পথ পাওয়া, পলি পড়া, পরওয়ানা পাওয়া, পরওয়ানা পাঠান, প'ড়ে পাওয়া, পাক পড়া, পাক পাড়া, পাকা কলা পাওয়া, পাখী পড়ান, পাটিয়ে পড়া, পাট কাটা, পাঁঠা কাটা, পাত পাড়া, পাতা পাতা, পা পড়া, পার পাওয়া, [পাশ পাওয়া], পা পিছলিয়া পড়া, পালাবার পথ পাওয়া, পাঁজা পোড়ান, পাজা সাজান, পিচুটি পড়া, পিণ্ডি পাওয়া বা পাকান, পিঁড়ি পাতা, পিত্তি পড়া, পুঁথি পড়া, পেট কাটা, পেট ফাঁপা, পেট টালা, পুল পার হওয়া, পূজা পাওয়া, পূয পড়া, পেছিয়ে পড়া, পোকা পড়ান, পোঁটা পড়া, পেচোয় পাওয়া, পৈতা পোড়ান, প্রসাদ পাওয়া।

ফ—ফল ফলা, ফাঁদে পা পড়া, ফুটকড়াই ফোটা, ফুঁ ফুটান, ফুটি ফাটা, ফুল ফোটা, ফুল লোফা, ফোটা ফেলা।

ভ—ভয় ভাঙ্গা, ভাল লাগা, ভাঁড় ভাঙ্গা, ভবিষ্যৎ ভাবা, ভুল ভাঙ্গা, ভূত ভাগান, ভুর ভাঙ্গা, ভুরভুরি ভাঙ্গা, ভেরেণ্ডা ভাজা, ভেড়া চরান, ভেলকী লাগা, [ভোট ভাঙ্গান, ভোট ভিক্ষা করা]।

ম—মজা মারা, মটকা মারা, মধ্যস্থ মানা, মন কেমন করা, মন মজান, মন মাতান, ময়দা মাখা বা মসটান, মাছ মারা, মাছি মারা, মাটি মাড়ান,

মাথা মুড়ান, মাথা ব্যথা করা, মাছ বাছা, মানুষ মারা, মুখ দেখা, মুখ দেখান, মুখ মেরে আসা, মুখ রাখা, মুগুর মারা, মুলুক মারা, মুড়ো মারা, মেড়া পোড়ান।

য—যুটিয়া যাওয়া।

র—রা কাড়া।

ল—লড়াই লাগা, লাল লাগান, লেজুড় যোড়া, লোক লাগা বা লাগান, লোণা লাগা।

ব—বগল বাজান, বস্তা বাঁধা, বাকিয়া বসা, বাজনা বাজা *, বাজে বকা, বাজার জাঁকান, বাজার যাওয়া, বাটনা বাটা, বাড়ী বহিয়া, বাদ সাধা, বাধ বাঁধা, বানিয়ে বলা, বাড়িয়ে বলা, বাঁশী বাজান, বাসা বদলান, বাসা বাঁধা, বিবাদ বাধা, বীজ বোনা, বীণা বাজান, বুক বাঁধা (আশায়), বুক ঠোকা, বুঝাইয়া বলা, বেরিয়ে পড়া, বেয়াকুব বানান, (ব্রহ্মোত্তরের) বেড়া বদলান, বেড়া বাঁধা, বেড়া নাড়া, বেহালা বাজান, বোকা বানান, বোকা বুঝান, বোঝা বহা।

শ—শরীর সারা, শব্দ শোনা, শাক সিজন।

স—সং সাজা, সরা সাজান, স'রে পড়া, সবুর সহা, স্বপন পাওয়া।

হ—হাওয়া খাওয়া, হাওয়া হুহু বহে, হাততালি লাগান, হাত তোলা, হাত পাতা, হামড়ে প'ড়ে কামড়ে খাওয়া, হাড় গুঁড়া করা, হাড় জুড়ান, হাড় যোড়া, হাঁড়ী চড়ান, হুলস্থূল লাগান।

৬। উপসর্গ উপপদ প্রভৃতি যোগেও আমার দর্শন পাইবে। যথা, আলুলায়িত, উৎখাত, উৎপাত, উদ্ভিদ, উপপদ, কর্ম্মকার, কারুকর (কারিকর), কুম্ভকার, কোলাহল, দায়াদ, দোহদ, নগণ্য, নির্ণয়,

* এগুলি ইংরাজী Cognative accusativeএর মত নহে কি ?

নির্নিমেষ, পরিপক্ক, পরিপাক, পারিপাট্য, পারিপার্শ্বিক, প্রপিতামহ, প্রতিপক্ষ, প্রতীত, মহার্ঘ, মুষ্টিমেয়, যমজ, বলীবর্দ্দ, বিবস্ত্র, বিবাদ, বিবাহ, বিবিধ, বিবেচনা, ব্যতিব্যস্ত, সংশয়, সংসার, সমস্যা, সমাস, সরস, সন্দেশ, সুস্থ, সুশান্ত, সুষমা, সৌসাদৃশ্য।

৭। প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগেও অনেক স্থলে আমি মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠি। যথা (সংস্কৃত)—অতীত, একক, একাকী, কথকতা, কুৎসিত, তত্ত্ব, নন্দন, নিমন্ত্রণ, মজ্জমান, মাননীয়, মাতামহ, মূর্ত্তিমান্, ম্রিয়মাণ, সরস্বতী, স্রোতস্বতী।

চলিত কথা—খাজানাখানা, গররাজি, গরহাজির, গুরুগিরি, গোমস্তাগিরি, দেনদার, দোকানদার, দৌড়দার, নির্ঘিন্নে, নেমন্তন্ন, পাগলপারা, বিবাগী, বেকবুল, বেবন্দোবস্ত, বেবাক।

আমারই খাতিরে নানা প্রত্যয় ও বিভক্তি-যোগে ধাতু অভ্যস্ত হয়। যথা—গঙ্গা, চঞ্চল, জর্জ্জর, জাজ্বল্যমান, দেদীপ্যমান, দোদুল্যমান, পিপাসা, মীমাংসা, মুমূর্ষু, যুযুৎসু, রোরুদ্যমান, লালসা, লেলিহান, লোলুপ, শুশ্রূষা, সরীসৃপ।

৮। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া রাখি, ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কার যে ব্যাকরণ বিরোধ ও বর্ণবিন্যাসে ব্যতিক্রম বা বাণান-বিভ্রাট বর্ণনা করিয়া ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত (দুইটী স্থানই আমার এলাকায়) হুলস্থূল লাগাইয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রেও আমার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। আমারই মায়ায় অলীক-সাদৃশ্য-বশতঃ নানান্ বিভ্রাট ঘটে।

(৵০) নিরাকার সাকার হয়, সাকার নিরাকার হয়। যথা, ছায়া-কায়া (কায়), কলা-ছলা (ছল), কলা-মূলা (মূল), লতা-পাতা (পত্র), রাজা-প্রজা (বাঙ্গালায় দ্বন্দ্ব সমাসে, সংস্কৃতে রাজ হইবে), দয়া-মযা (মায়া)।

(৵০) বিসর্গ-বিসর্জ্জন ঘটে। যথা, প্রাণ—মন, যক্ষ—রক্ষ, শ্রেয়-প্রেয়, আয়—পয় (পয়স্ ?)।

(৶০) স্বরসাম্য ঘটে। যথা—ধূলা (ধূলি) খেলা বা খেলাধূলা (?), নিশি (নিশা) দিন, নিশি দিসি (দিবস), নিশির শিশির, মৃগ-মুসুরী (মসুরী), হনুমান্ জাম্বুবান্ (জাম্ববান্), ঘোষ বোস (বসু)।

(।০) ব্যঞ্জনসাম্য ঘটে। যথা (সাধারণ উচ্চারণ) তাত (তাপ) বাত, (লক্ষ্মী) নক্ষ্মী-নারা(য়)ণ, লাভ-লোকসান (নোক্সান), ছিরি (শ্রী) ছাঁদ, ছিষ্টি (সৃষ্টি) ছাড়া।

(।/০) অক্ষরের লোপাপত্তি ঘটে। যথা কন্ধ-কাটা (স্কন্ধ), রাম—শাম (শ্যাম)।

(।৵০) অক্ষরের আগম হয়। যথা দোনো মোনো (দ্বি মনঃ)।

বিভীষিকার বিকট বদন-ব্যাদানে শেষে নিদ্রাভঙ্গ হইল!

প্রবাদবাক্য-প্রবচনে অনুপ্রাস।

(ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)

প্রবাদবাক্য-প্রবচনে আমার প্রভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইতে, অভাবে স্বভাব নষ্ট হইতে, অরণ্যে রোদন করিতে, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে, অষ্ট অঙ্গে অভরণ (আভরণ) পরিতে, আঙুল আবডাল দিতে, আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইতে, [আধা ডিক্রী আধা ডিসমিস করিতে], আশী কালের বাসি কথা কহিতে, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইতে, উড়ে এসে যুড়ে বসিতে, এক মুরগী দুই দরগায় জবাই দিতে, ওলে ঝোলে খাইতে, কামারবাড়ী ছুঁচ বেচিতে, কীলিয়ে কাঁঠাল

পাকাইতে, কুড়িতে বুড়ী হইতে, গলায় গামছা দিতে, গোলে হরিবোল দিতে, ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচিতে, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাইতে, ঘোড়া দে'খে খোঁড়া হইতে, চালনি করে' ঘোল বিলাইতে, ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ী মারিতে, বিড়ালের ভাগ্যে ছিকে ছিঁড়িতে, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরিতে, ঝোপ বুঝে কোপ মারিতে, তিলকে তাল করিতে, তিল কুড়িয়ে বেল করিতে, থুতু দিয়া ছাতু ভিজাইতে, খোতামুখ ভোঁতা করিতে, দড়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে, দাঁতে দড়ি দিতে, দুটা দুখান হইতে, ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে, ধান ভানিতে শিবের গীত গাইতে, নামের মত কাম করিতে, নানা মুনির নানা মত হইতে, পরের ধনে পোদ্দারি করিতে, পরের পেয়ে চা'ল চিবাইতে, পাণ থেকে চূণ খসিতে, পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর দিতে, পেটে খেলে পিঠে সহিতে, পেপায়ে থাকিতে, প্রাণটা ত্বলরাম খেলারাম করিতে, মশা মারিতে কামান পাতিতে, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিতে, মিছে কাসে কাটনা কামাই করিতে, নেগের কাছে পেগের বড়াই করিতে, মেড়ার লড়াই লাগাইতে, পগারপার হইতে, পিটটান দিতে, পৈতা পোড়াইয়া ভগবান্ হইতে, পাকা কলা পাইতে, পটোল তুলিতে, ভেরেণ্ডা ভাজিতে, বোঝার ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে, বাপের বিয়ে দেখাইতে, বুকে ব'সে দাড়ি উপড়াইতে, বুকে বাঁশ দিতে, বেড় নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝিতে, বক্ষোত্তরের বেড়া বদলাইতে, সাপের পাঁচ পা দেখিতে, হদ ভেঙ্গে গদা গড়িতে, হয় এসপার নয় ওসপার করিতে, হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে, (ঘরে) হাঁড়ী চড়াইয়া চাকুরীর চেষ্টায় ছুটিতে, হাতে নাতে ধরা পড়িতে, হামড়ে প'ড়ে কামড়ে ধরিতে,—আমি বড় দড়।

ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ, যত্র আয় তত্র বায়, যত্র জীব তত্র শিব, যস্মিন্‌দেশে যদাচারঃ, যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, কুস্থানাদপি

কাঞ্চনং, লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে, (বিধির বিধিতে) বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ, বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ, শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, শাপাদপি শরাদপি, শুভস্য শীঘ্রং, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, ষণ্ণাং রসানাং লবণং প্রধানং, সর্ব্ব-সিদ্ধেস্ত্রয়োদশী—এ সব বচন-প্রমাণে আমি জাজ্বল্যমান। আমারই মহিমায় জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। দুর্জ্জনকে দূরে হ'তে করি পরিহার, সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে, সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ—এ সব নীতিবাক্য আমিই শিখাই। আমারই প্রসাদে—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব সহায়, কপালগুণে গোপাল মিলে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়, মায়ের ছেলে রায়ে বাঁচে, বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল, সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল। আমারই ভ্রূভঙ্গে—কাঙ্গালের ছেলে কম্বলে বসে, কাঙ্গালের কর্কটরাশ, গরীবের পুতের ঘোড়ারোগ, গালফুলো গোবিন্দর মা, গলা নাই গান গায় মনের আনন্দে, ভবী ভুলবার নয়, ভাঁড়ে মা ভবানী, রাজার পাপে প্রজা নষ্ট, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ভেড়ার শিঙ্গে প'ড়ে হীরার ধার ভাঙ্গে, শুক ম'লো মুখদোষে, সুন্দরবনে বান্দর রাজা।

আমারই দৌলতে—পাথরে পাচকাল, ভাতপাতরটা বুকের বল, নাড়ু নাড়লে গুঁড়া পড়ে, নাটের গুরু পাটের শাড়ী, যো পেলে জোলায় বোনে, রোখা কড়ি চোখা মাল, সোণার উপর মীনার কায। আমারই কারসাজিতে—আশায় মরিল চাষা, ইট মারলে পাটকেল খায়, কাক ওড়ে চিল পড়ে, পার হ'য়ে পাটনী শালা, একা নদী বিশ ক্রোশ, যৌবন জোয়ারের জল, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, দশচক্রে ভগবান্ ভূত, দেখাদেখি শাঁখা মাজা, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, মরণের নাই ধরণ, মানবের দশ দশা, শিরে সর্পাঘাত সর্ব্বনেশে। আমারই মহিমায়—কষ্ট না করলে কেষ্ট (কৃষ্ণ) মেলে না, ভেক না নিলে ভিখ মেলে না, লেগে থাকলে মেগে খায় না,

খুচরো কাযের মজুরো নেই, উদ খেতে ক্ষুদ নেই বাতাসে নড়ে হাড়ি, পর ভাতী ভাল তবু পরঘরী ভাল নয়। দায়ে পড়ে দারগ্রহ, বয়োগতে বনিতা বিলাসঃ, বিয়ে-পাগলা বুড়ো, বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা, বুড়াবয়সে চুড়াকরণ, বুড়োবয়সে ধেড়ে রোগ, বুড়োবয়সে বাহাত্তুরে ধরা, ঢাকে ঢোলে বিয়ে উলু দিতে মানা, মূলে মাগ নেই ফুলের সজ্জা (শয্যা?)—এ সব লোকলজ্জা আমিই দিই।

আমারই কৌশলে—তেল-তামাকে পিত্তনাশ, গুড়ুকে গম্ভীরবুদ্ধি, নেশার রাজা গাঁজা, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, পিঠে খায় মিঠের লোভে, তয়ো রের কাছে শূয়োরের কুঁড়ে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, বাঘে-ছাগে, বাঘে বকরীতে বা বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়, বামনবাড়ীর বিড়াল আড়াই অক্ষর পড়ে, কলুর বলদ ঘানি টানে ও ঘণ্টা নাড়ে, বাঁশবনে ডোম কাণা, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যান্ত, শালগ্রামের শোয়াবসা সমান, হরেদরে হাঁটুজল, হিকমতে চীন হুজ্জুতে বাঙ্গালী। আমারই ফেরে—হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না, বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না, মরি ত মর্য্যাদা হারি না, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। রাম ভক্তি কি রহিম ভক্তি, রামে মারলেও মারবে রাবণে মারলেও মারবে, বেঁচে থাকলে বাপের নাম, বেকারের বেগারও ভাল, ভয়ও নাই ভরসাও নাই, লাগে তীর না লাগে তুক্কো, দয়মৃদ্ধো রাজী কি করবে কাজী—এসব বিচারবিতর্ক দ্বিধাবোধ আমারই অনুরোধ। আমারই যোগাযোগে—অতিবুদ্ধির গোদে দড়ি, আবর তাঁতী গোবর খায়, কাণার বা খোঁড়ার পা খানায় পড়ে, খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে, বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙ্গে। আমারই কর্ত্তৃক—এক গাঁয়ে পাড় পড়ে আর গাঁয়ে মাথাব্যথা, আদর বিবির চাদর গায়, কুড়ুনীর বেটার উড়ুনী গায়, কাকের মুখে কমলা, কাকের মুখে কোকিলের রা, কাকের বাসায় কোকিলের

ছা, ক্ষুদ খেতে পয়সা নেই মদ খেতে চায়, খালি কলসীর বাজনা বড়, খাঁচার ভেতর প্যাঁচার ছা, গল্পের গরু গাছে চড়ে, গ্রামে মানে না আপনি মোড়ল, ঘোড়া-ভেড়ার বা মুড়িমিছরির একদর, ভাজে উজো ত বলে পটোল, দিন যায় না ক্ষণ যায়, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়, পিঁয়াজ পয়জার দুইই হয়, পোয়ের নামে পোয়াতী বর্ত্তায়, ভেড়া দিয়ে যব মাড়ান, মাকড় মারলে ধোকড় হয়, পিঁপড়ার পাখা উঠে মরণের তরে, শামুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচা, বারো ঘরে তের বাতি, বারো মাসে তের তত্ত্ব, বারো মাসে তের পার্ব্বণ, বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি—এই সব বিপরীত ব্যবস্থা। কোথায় রাণী ভবানী আর কোথায় ফুলী জেলেনী, কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ আর কোথায় ভজা জেলে, পাতাচাপা কপাল আর পাথর চাপা কপাল—এ সব বিসদৃশ বৈপরীত্য আমারই কৃতিত্ব।

আমিই শিশুকে ঘুম পাড়াইতে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির শরণ লওয়াইয়াছি, ষাট ষষ্ঠীর দাস, ধনধোকড়া টাকার তোড়া, ধনমণি সোণামণি, মামা ধামা বাজাবি, আশমোড়া পাশমোড়া, তাই তাই তম্বুরি, দোল দোল দুলুনি, হাঁটি হাঁটি পা পা, হাত ঘুরু ঘুরু নাড়ু দিব, ইত্যাদি বলিয়া শিশুর আদর বাড়াইয়াছি, ইসকি মিসকি চামচিচকি, আগড়ুম বাগড়ুম, আতালি পাতালি, এঙ্গোলা বেঙ্গোলা, প্রভৃতি নানান্ ছেলেভুলান আমোদ-প্রমোদের সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই 'অবতবু (অবতু বো) পড় পুতা' বলিয়া লেখাপড়ায় উৎসাহ দিই, আমিই শিশুর আলাই বালাই ছাড়াই, আমিই শিশুকে 'কচুর পাতা করমচা' বলাইয়া মেঘ তাড়াই। আমিই কুলকামিনীকে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম' বলিয়া বর-বরণ করিতে শিখাইয়াছি, আমিই মেয়েলি ছড়ায় 'উড়কি ধানের মুড়কি' মাখাইয়াছি, আমিই মেয়েলি ব্রতকথায় উমনো ঝুমনোর অঙ্গে

অলঙ্কার পরাইয়াছি, আমিই রূপকথায় সুয়োরাণী দুয়োরাণী হেঁটে কাঁটা চাঁদনদড়ী গোদানড়ী মরণকাঠী জীয়নকাঠী আমদানী করাইয়াছি, আমিই শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী গড়িয়াছি, আমিই যমজামাই একসূত্রে গাঁথিয়াছি। আমিই ঠিকের কড়ি নিকের মাগ, চাকুরী ও কুকুরী, দাস্যবৃত্তি ও শ্ববৃত্তি, একপর্য্যায়ে ফেলিয়াছি। কয়লার ময়লা ছোটে আমার আগুনে; তেলে জলে মিশ খায় না—সেও আমার গুণে। আমারই বিজ্ঞানবলে কোথাকার জল কোথায় যায়, ভিজে কম্বল ভারী অথচ শিলা জলে ভাসে! আমার প্রভাবস্পৃষ্ট ঘোলকুলকলায় গলা নষ্ট। 'টক টেসো আঁঠিসার। শস্যশূন্য আঁশে ভরা, এই আম বিলোবার দারা' আমিই বাধিয়া দিয়াছি।

ছন্দে শেষের অক্ষরে অক্ষরে মিল (Rhyme) আমারই ছোট ভাই। নাতীর নাতী স্বর্গে বাতি, ভূত আমার পুত, পুত না ভূত, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, হাতে দৈ পাতে দৈ তবু বলে কৈ কৈ, সড় চিনেছেন কড়, চাচা আপনা বাঁচা, মশা এড়াবি ক খা, চাং যায় বাং যায়, যে রক্ষক সেই ভক্ষক, লাঠি যার মাটি তার, জোর যার মুল্লুক তার, গোরু যার গোবর তার, যা রটে তা বটে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, যেমন মজা তেমনি সাজা, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল, তাল তেঁতুল কুল ভিটে করে নির্ম্মূল, কাকের মধ্যে দুই পাই আর শুই, কাণে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে, কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরুলে পাজী, গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল, ধোবীকা কুত্তা না ঘরকা না ঘাটকা, পাগলে কি না কয় ছাগলে কি না খায়, ফকীর কি ঘোড়া নয় চলিয়া কি ঘোড়া নয়, রাজারও রায়ত নই মহাজনেরও খাতক নই, পুড়বে নারী উড়বে ছাই তবে নারীর গুণ গাই, এ সকল স্থলে আমার একাএক অধিকার না থাকিলেও আমরা দুই ভাই বখরা-বন্দোবস্তে বাস করিতেছি।

অনুপ্রাসের অট্টহাস।*

(প্রবাসী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩১৯)

প্রথম পালা।

অয়ম্ অহম্ ভোঃ। আমি অনুপ্রাস। রসের আদিতে যেমন আদিরস, অলঙ্কারের আদিতেও তেমনি আমি। নায়ক-নায়িকার মধুরমিলনে আদি রস এবং ভাব ও ভাষার মধুরমিলনে আমি, ঘটকের কায করি। তাই কবি কালিদাস ভাব ও ভাষার—শব্দ ও অর্থের—মিলনমঙ্গলে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়া স্বস্তিবাচনেই আমার মান রাখিয়াছেন। আমার ভক্ত গুপ্ত কবি ও গোবিন্দ অধিকারী, দাশরথি রায় ও মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠকে শব্দকবি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। প্রকৃত পক্ষে, অনুপ্রাসের স্বভাবসিদ্ধ লীলাখেলায় ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুপ্রাণিত। ইহা আগাগোড়া কবিকল্পিত কৃত্রিম কাণ্ড নহে। মুষ্টিমেয় মার্কামারা সাহিত্যসেবীই যে শুধু অনুপ্রাসে অনুরক্ত, তাহা নহে। বাগ্ব্যাপারে অহরহঃ ভূভারতে আবালবৃদ্ধবনিতা কোটিকণ্ঠে সমস্বরে সর্ব্বাবস্থায় আমার বিজয়বার্ত্তা বহন করে।

আমি বিশ্বব্যাপী, জগজ্জয়ী, শক্তিশালী, সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার যশঃ জগৎযোড়া, আমার হাসি ভুবন-ভুলান। বিশ্ববাসী আমাকে যথাযোগ্য মানমর্য্যাদা দেয়। যেখানে জনমানবের সমাগম আছে আমি সেখানেই আছি। সকল স্থানে, সকল কালে, কোন কিছু করিতে, আমায় আবশ্যক

---

* ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত। (২২এ জুলাই ১৯১২)

হয়। তাই ত পারত-পক্ষে তিলেকের তরে আমি কস্মিন্‌কালে কাছছাড়া হই না। সকল কথা বুঝাইয়া বলা সময়সাপেক্ষ, তোমরা বিনাবাক্যব্যয়ে ধৈর্য্যধারণ করিয়া শোন। কি করিয়া, কিসের কারণ, কেন, কি বৃত্তান্ত, বলিয়া বিরত করিও না।

জীবে শিবে, জীবে জড়ে, স্থূলে সূক্ষ্মে, রূপরসে, দিগ্‌দেশে, জলে স্থলে, ভূলোকে দ্যুলোকে, অনলে অনিলে সলিলে, আলোকে আঁধারে, আকাশে বাতাসে, সরিৎসাগরভূধরে, পারাবারে, সমুদ্রসৈকতে, সাগরসঙ্গমে, বারিধিবক্ষে, বাড়বরঙ্গিতে, তরঙ্গভঙ্গে, লহরীলীলায়, শীতল নির্ম্মল জলে, সসাগরা ধরায়, ধরাধামের শ্যামশোভায়, ফলমূলে, উদ্‌ভিদে, ফুলফলে, পত্রপুষ্পে, পত্রপল্লবে, লতাপাতায়, তরুলতায়, শাখাপ্রশাখায়, জঙ্গলেজঙ্গলে, বনেবাদাড়ে, পাহাড়পর্ব্বতে, গিরিগুহায়, গুহাগহ্বরে, নদীনালায়, খালবিলে, বিল ও ঝিলে, চরাচর উভরাইএ, জীবজন্তুতে, পশুপক্ষীতে, সরীসৃপে, কৃমিকীটে, সাতসমুদ্রে, দশদিকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্ববৈচিত্র্যে, সর্ব্বত্র আমাকে প্রভূত পরিমাণে পাইবেন। রণে বনে, জীবনে মরণে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে, সংসারে সন্ন্যাসে, শ্মশানে মশানে, মান-অপমানে, শয়নে স্বপনে, অশনে বসনে, আসনে বাসনে, বিবাদে বিবাহে, সর্ব্বত্র আমি সুশোভন। সামনে পিছনে, ভিতরে বাহিরে, অন্তরে বাহিরে, সুরু হইতে শেষে, আমাকে পাইবে। উপরে উঠিতেও আমি, নীচে নামিতে ও আমি। এ মহী মণ্ডলে, সুকু, উদ্ধ অধঃ, উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, আপন পর, আসমান জমীন, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, সকল ঘটেই আমি আছি। ধর্ম্মকর্ম্মই বল আর চুরিচামারিই বল, গরুচুরিই বল আর বৈষ্ণববন্দনাই বল, আমা ছাড়া কিছুই নাই। মহামায়ার ভোজবাজী হইলেও, আমার জোরেই এই জগদ্‌যন্ত্রটা চলিতেছে।

দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন নাই, চর্ম্মচক্ষেই আমাকে দেখিতে পাইবে।

হাবভাবে, ভাবভঙ্গীতে, ভাবভক্তিতে, ভাবেভোবে, ঠারেঠোরে,. রকম-সকমে, ধরণধারণে, আকারপ্রকারে, চালচলনে, শিক্ষাদীক্ষায়, শিক্ষা-সহবতে, মুদ্রাদোষে, আমি একাধিকবার হাতেনাতে ধরা পড়ি। আমারই গুণে কর্ম্ম করিলে ঘর্ম্ম হয়, হিল্লোল উঠিলে জলে কল্লোল হয়। আমারই তাড়নায় ষড়্‌রিপু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। কাম-ক্রোধ, মদ-মোহ-মাৎসর্য্য, আমার বশ। কেবল লোভ লোভ সামলাইয়াছে। হলাহল কালকূটও আমার সংস্পর্শে সুখচরের চিনির মত মিষ্ট। আমারই অনুরোধে এক রবি কবি, আর এক রবি ছবি আঁকেন। আমারই আবদারে 'নায়কে'র নেকনজরে পড়িয়া এই লেখকের ললিতলবঙ্গ নাম-লাভ হইয়াছিল।

অগ্নিকণায় আমি, বারিবুদ্‌বুদেও আমি সসীমে আমি, অনন্তেও আমি। অকিঞ্চিৎকরে আমি, সারাৎসার পরাৎপরেও আমি। জ্ঞাননেত্রে আমি, চর্ম্মচক্ষেও আমি। মহামহোপাধ্যায়ে আমি, মহামূর্খেও আমি। দেবভাবে আমি, পশুপ্রকৃতিতেও আমি। সখ্যস্থাপনে আমি, শত্রুতা-সাধনেও আমি; সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আমি, বিদ্বেষবহ্নিতেও আমি। স্বার্থ-সিদ্ধিতে আমি, পরার্থপরতায়ও আমি। ন্যায়নিষ্ঠাতে আমি, পক্ষপাতেও আমি। মনের মিলনে আমি, মনোমালিন্যেও আমি। মিথ্যাকথায় আমি, সারসত্যেও আমি। ভক্তিভাজনে আমি, কৃপাপাত্রেও আমি। শক্তিশালী সৌভাগ্যশালীতে আমি, প্রিয়পাত্রেও আমি। সৎসঙ্গে সৎসংসর্গে সাধুসঙ্গে আমি, আবার কুচক্রী কুলোকের কাছেও আমি। সহজাত সংস্কারে আমি, শিক্ষাসহবতেও আমি। বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি, স্মৃতিশক্তিতেও আমি। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে আমি, বিষয়বুদ্ধিতে আমি, আবার বাতুরে বুদ্ধি, বিকৃতবুদ্ধি বা বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিতেও আমি। শারীরিক শক্তি বা বাহুবলে আমি, ব্রাহ্মণ্যবলেও আমি, আবার বিংশ শতাব্দীর

বিজ্ঞানবলেও আমি। সুস্থ সবলশরীরে আমি, দুর্ব্বলদেহেও আমি। বিরহীর হাহুতাস দীর্ঘশ্বাসে আমি, আবার বীরের হুঙ্কারটঙ্কারেও আমি। অন্ধ অনুরাগে আমি, ভবিষ্যৎ ভাবনায়ও আমি। ত্রেতায় রামরাজ্যে রামরাজত্বে আমি, আবার মগের মুল্লুকে কাতলাকেল্লার দেশেও আমি। স্বর্গসুখে নন্দনকাননে আমি, আবার নরককুণ্ডে, রৌরবে, প্রেতপুরী বা পাতাল-পুরীতেও আমি। হাটে ঘাটে বাটে মাঠে গোঠে আমি, নগরে সহরে গণ্ড-গ্রামেও আমি। লোকালয়ে আমি, পশুশালায়ও আমি। গহনকাননে বনবাসেই যাও আর লোকালয়েই থাক, আমি সঙ্গের সাথী। প্রভাততপনে আমি, সন্ধ্যাসূর্য্যেও আমি। মৃগমদে আমি, গোবরগাদায়ও আমি। বদ্ধ বায়ুতে আমি, বিশুদ্ধবায়ুতেও আমি। কুরুকুলে আমি, পঞ্চপাণ্ডবেও আমি। সীতাসতীতে আমি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিতেও আমি। মায়ামৃগে আমি, স্বর্ণসীতায়ও আমি। বালবিধবায় আমি, পতিপুত্রবতীতেও আমি। মেয়েমানুষে আমি, পুরুষমানুষেও আমি। বনের বানরে আমি, মনের মানুষেও আমি।

নরনাথ বা ক্ষিতিপতিতে আমি, রাজরাণীতেও আমি। রাজপূজায় আমি, প্রজাপ্রীতি প্রজাপালন প্রজারঞ্জনেও আমি। সুশাসনে আমি, কু-শাসনেও আমি। কুশাসনে গুরুপুরোহিত, সিংহাসনে রাজারাণী, সুখাসনে বরবধূ, আমার নিকট তুল্যমূল্য। পূর্ব্বপুরুষে আমি, বংশবৃদ্ধি বংশবিস্তারেও আমি। ঔরসসন্তানে আমি, পোষ্যপুত্রেও আমি। কৃষিকর্ম্মে বস্ত্রবয়নে হলচালনে পশুপালনে, গরুচরান ভেড়াচরানয় আমি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বণিগ্‌বৃত্তিতেও আমি। গুরুগিরিতে আমি, আবার মাছিমারা কেরাণীর কাগে কলমেও আমি।

সুখসম্পদে, সুখসৌভাগ্যে, সুখস্বস্তিতে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে, সুখশান্তিতে, সম্মানসম্ভ্রমে, ধনে মানে, ধনজনযৌবনে, পদপসারে, পসার-প্রতিপত্তিতে,

খ্যাতিপ্রতিপত্তিতে, বিষয়-সম্পত্তিতে, বিষয়-আশয়ে, বিষয়-বাসনায়, বিষয়-বিষে, ব্যয় (ব্যসনে ?) ভূষণে, ব্যয়বৃদ্ধিতে, ব্যয়বাহুল্যে, বিলাস-বিভ্রমে, বিলাস-লালসায়, ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভে, চঞ্চলা কমলার কৃপাকটাক্ষে আমি, আবার বিধি বাম হইলে আপদ্ বিপদে, বিঘ্নবাধায়, বিঘ্ন ব্যাঘাতে, দৈবদুর্ব্বিপাকে, দেবদৈবে, দুঃখদৈন্যদারিদ্র্যে, ধাক্কায়, অদৃষ্ট-দোষে, ললাটলিপিতে, মহামুস্কিলেও আমি। বিরসবদনে আমি, সহাস্য আস্যেও আমি। হাসিখুসিতে আমি, মন কেমন করাতেও আমি। ধনী মানী মান্যগণ্য জনগণের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে, আবার দীনদুঃখী দীনহীন দীনদরিদ্রের মধ্যেও আমাকে দেখিতে পাইবে। (রাজা উজীরের) রাজা রুজীর, রাজা মহারাজার, রাজা রাজড়ার, আমীর ওমরার, পাত্রমিত্র সভাসদের কাছেও আমি, আবার মুটে মজুরের কাছেও আমি। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে আমি, শ্বশুরদত্ত সম্পত্তিতে আমি, আবার পুরুষ-পরম্পরাগত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর অস্থাবর সরিকানী সম্পত্তিতেও আমি। রাণী ভবানীতে রাণী রাসমণিতে রাজা রামকৃষ্ণে আমি, আবার ভজা জেলেয় ফুলী জেলেনীতে পরাণ পালে শিবুসায়ও আমি। পরশপাথরে, মণিমাণিক্যে, মণিমুক্তায়, মুক্তার মালায়, চুণীপান্নায়, আকবরী মোহরে, হীরার হারে, [নম্বরী নোটে, কোম্পানীর কাগজে] হীরাজহরতে, ধনদৌলতে, সোণার খনিতে, লাক টাকায়, চেক কাটায়] পুঁজিপাটায়, টাকাকড়িতে, মোটা মাহিয়ানায়, উপরি পাওনায় আমি, আবার টাকাটা শিকাটায়, পাইপয়সায়, কাণাকড়িতে, শকৃশরাবে, ভিক্ষাভাণ্ডে, রিক্তহস্তে, খালি থলিতে, টাকার টানাটানিতে, ধার করায়, কর্জ্জ করায়, ধনস্থানে শনিতে, সর্ব্বস্বান্তে, সর্ব্বশূন্য দরিদ্রতায়ও আমি। এক কথায়, পাতাচাপা কপালেও আমি, পাথরচাপা কপালেও আমি।

সবল সুস্থশরীরে নির্নিমেষ-নয়নে চোখ চেয়ে জলজ্যান্ত বসিয়াই থাক,

আর চিররোগী জরাজীর্ণ দুর্ব্বলদেহ তন্দ্রাতুর কম্পমান-কলেবর হইয়া মরার মত শয্যাশায়ীই থাক, আর সুখশয়িত হইয়া ঘুমের ঘোরে, সুপ্তিসুখে সুখস্বপ্নই দেখ বা সুষুপ্তিসাগরে ডুবিয়াই যাও, আমি আশে পাশে আছি। আনমনা বা অন্যমনস্ক হইয়া একমনে একধ্যানে আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ভাবনায় বিভোরই হও, আর কার্য্যকুশল করিৎকর্ম্মা বা অক্লান্তকর্ম্মা বা ক্রূরকর্ম্মা (বা কাঠকবুল) হইয়া অসমসাহসিকতার সহিত প্রাণপণে অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্যতার জন্য কৃতসঙ্কল্পই হও; শশব্যস্ত, ব্যস্তসমস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ব্যস্তবাগীশই হও আর বাকাবীর বাক্যবাগীশ বচনবাগীশ বক্তৃতাবাগীশই হও, কার্য্যকালে দ্বিধাবোধ ও গয়ংগচ্ছ না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশের জন্য ও দশের জন্য অগ্রগামী ও প্রাণান্তপরিচ্ছেদ বা প্রাণপাত করিয়া অগ্রগণ্যই হও, আর পরপ্রত্যাশী পরপদানত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও মনমরা হইয়া সহজসাধ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে পিছপাও বা পশ্চাৎপদই হও; শত্রুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া স্বয়ংসিদ্ধই হও আর কষ্টে সৃষ্টে কায়ক্লেশে কষ্টকল্পনা বা সাধ্যসাধনা করিয়া কেঁদে ককিয়ে বড় বেগতিক বুঝিয়া কাতরকণ্ঠে 'চাচা আপনা বাঁচা' বলিতে বলিতে বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে পিটটানই দাও, (পৈত্রিক প্রাণ লইয়া পালাবার পথ পাবে না), আমার অধীনতা ছাড়াইতে পারিবে না। সংস্কৃত করিয়া নরনারীকে শুভসংবাদ সুসমাচারই দাও, আর সোজাসুজি মেয়েমর্দ্দকে খোসখবরই দাও, বাক্যব্যয় করিলেই আমার সাড়া পাইবে। শ্রুতিসুখ সরস বচনবিন্যাসে কর্ণকুহরে মধুধারাই ঢাল, আর চৌদ্দ চুপড়ি কথায় ভ্যান ভ্যান করিয়া কত কি হেনতেন সাতসতের হাবরহাটী আবোল তাবোল বকিয়া কাণ ঝালাপালাই কর, আমাকে ঠেলিতে পারিবে না। কেননা, দরকারে বা কাযের কথায়ও আমি, বৃথা বাক্যব্যয়ে বা বাজে বকুনিতেও আমি।

তোমরা সাহিত্যরসে ভরপূর, সাহিত্য হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তেলা মাথায় তেল ঢালিব না। ধর্ম্মের কাহিনী বোধ হয় তোমরা শুনিতে চাহিবে না। অতএব সে প্রসঙ্গও নাই তুলিলাম। ব্যাকরণ অভিধান, ছন্দঃ অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, বৈদ্যকশাস্ত্র প্রভৃতির কথা আলাদা আসরে বলিয়াছি। অন্যান্য বিদ্যায়ও আমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে কি না দেখ।

(১) বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানবলে বলীয়ান্, অতএব বিজ্ঞানের বিষয়ই বিবেচনা কর। প্রকৃতিপরিচয়ে, বায়ুবিজ্ঞানে ও বিমানবিদ্যায়, ব্যোম বিহারে, বিমানযানে, জলযানে (জাহাজে), জলস্থানে, স্থিতিস্থাপকতায়, কৈশিক আকর্ষণে, দিগ্‌দর্শনে, মানমন্দিরে, শ্বেতসারে, সুরাসারে, তাড়িতে, তারহীন তাড়িতবার্ত্তায়, কপিকলে, কলকাঠিতে, [কম্পাসের কাঁটায়] বিজ্ঞানের বরাতে মাথামাপায়, [এমন কি টেলিগ্রাফের টরেটক্কায় পর্য্যন্ত] আমার রসে নীরস সরস হইয়াছে।

[তাহার পরে বিদেশী শব্দ আসরে আমদানী করিলে ত অনুপ্রাস অফুরন্ত যথা,—alkali, alcohol, soda acid, test-tube, phosphorus, phosphate, Tartaric, Tantalum, Carbide of Calcium, Calcium Chlorate, mesmerism, protoplasm, Rontzen rays ; Atlantic গামী জাঁদরেল জাহাজ Titanic ও তাহার আরোহী সলিল-সমাধিস্থ মহামনাঃ ষ্টেস স্মিথ ষ্টেড এষ্টর ; বিজ্ঞানবিৎ Pasteur ও Lord Lister, Haukine, Lagrange, Laplace, Galileo সবই আমার বশ। Boyle's law আমরাই হাতগড়া। রসায়ন-বিজ্ঞানে chemical compound কিন্তু mechanical mixture—এই সূক্ষ্ম প্রভেদও আমার কৃতিত্ব নহে কি ?]

(২) গণিতবিজ্ঞানে পাটীগণিত বীজগণিত, জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি,

ক্ষরিপ পরিমিতি [ক্যালকুলস্ কোয়াটার্নিয়ন] প্রভৃতি শাস্ত্রে, ও যোগ বিয়োগ, সঙ্কলন ব্যবকলন, হরণপূরণ, গুণনীয়ক গুণিতক, সম্পাদ্য উপপাদ্য, প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় আমারই যোগাযোগে যুগলমিলন ঘটিয়াছে। পৌনঃপুনিক, সম্বন্ধ-সমুত্থান, পরিশোধ-সমীকরণ, সমান্তর সরলরেখা, সমসূত্র, স্বতঃসিদ্ধ —সবই অনুপ্রাস-রসে সুসিদ্ধ। শুভঙ্করের কড়াক্রান্তিকাক, দশবিশ গণ্ডা, কাঠায় কুড়ো, কাঠাকালি, নৌকাকালি, সুদকষা, মাসমাহিনা, সবই আমার প্রসাদে।

(৩) চিকিৎসা-শাস্ত্রেও আমার হাতযশ আছে। কবিরাজীতে হয় ত ইংরাজি-শিক্ষিতসমাজ গররাজী। অতএব ডাক্তারীর [এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ইলেক্‌ট্রোপ্যাথি ভাইভোপ্যাথি হাইড্রোপ্যাথি অক্সিপ্যাথি ও মেডিকেল ম্যাগ্নেটিজ্‌মের] কথাই বলি। ডাক্তারীতে, অন্তর্দর্শী বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কাল পূর্ব্বেই ইষ্টিরসে কেষ্টরসের ব্যবস্থা করিয়া অনুপ্রাসমাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ম্যালেরিয়া ও মশকে, মহামারী ও মূষিকে, সম্বন্ধনির্ণয় করিয়া অনুপ্রাসপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ক্ষেপা কুকুরের কামড়ে কশৌলিতে [পাষ্টুর ইনষ্টিটিউটে] পাঠানও অনুপ্রাসের অনুরোধে কিনা, কে জানে?

ঘুসঘুসে জ্বর, জ্বরজারি, জ্বরজালা, জ্বরবিকার, জ্বরাতিসার, বিকারের ঘোর, গালগলা ফুলা, মাথাব্যথা, পেটের পীড়া, প্রস্রাবের পীড়া, পিত্তিপড়া, কফকাসী, সর্দ্দিকাসী, শ্বাসকাস, দাদ, দরদ, গলগণ্ড, শিরোরোগ, পিলেপাত, পেটে পিলে, পেঁচোয় পাওয়া, ছেলেপিলের মাসিপিসি, স্বপ্নসঞ্চরণ (Somnambulism), বেরিবেরি, [Breakbone—ডেঙ্গু] প্রভৃতি রোগে আমার বীজাণু বিরাজিত। [পিল পাউডার, ক্যাসকারা, কাষ্টকি] টোটকা, মলম, সালসা [সিনকোনা, কুইনাইন, কুইনাইন ক্যাপস্যুল,—ম্যালেরিয়ার মহৌষধ] অজীর্ণ অম্বলের অষুধ যমানীজল [টাইকো সোডা টাবেলট] [সালফার

সোপ [গন্ধকের গেলাস,—পেটেণ্টের কথা অন্য স্থানে তুলিয়াছি --] হোমিওপ্যাথিক ক্যামোমিলা [প্রভৃতি ঔষধেও আমার ঝাঁঝ পাইবে। চক্ষু-চিকিৎসা প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় আমি প্রশ্রয় পাই। ব্যারামে ব্যবহৃত বিলাতী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রেও আমি অধিষ্ঠিত [যথা পকেট কেশ, ক্লিনিকাল থারমোমিটার, ষ্টেথোস্কোপ]। [হেনিমান হোম, হেনিমান হল, হল অভ হেল্থ, পীকক কেমিকাল ওয়ার্কস, প্রভৃতি ঔষধালয়েও আমার দেখা পাইবে। ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ও মেডিকাল কলেজ, মেটিরিয়া মেডিকায়, সিভিল সার্জ্জনে] কুষ্ঠকুটিরে, মুমূর্ষুর সেবাশুশ্রূষায়, পথ্য ও পরিচর্য্যায়, আমার নজর আছে। আমারই জন্য [এরারুট, পার্ল পাউডার, বার্লি বিস্কুট, বার্লি ব্রেড, মলটেড মিল্ক] চালে-ডালে এবং মাগুরমাছ মৌরলা মাছ সুপথ্য। এক কথায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য-সংসাধনে আমি সর্ব্বদা সচেষ্ট। আবার আমারই ব্যবস্থায় চিররোগীর মরণ মঙ্গল।

(৪) আমি ইতিহাসেও প্রসিদ্ধ। [বেবিলনের রাণী সেমিরামিস্, নেবুক্যাডনেজার, ব্যানিয়ার টাভার্নিয়ার, বোর্ব্বোঁ, হলওয়েল] শক্তসিংহ, সংগ্রামসিংহ, সমরসিংহ, বনবীর, বীরবল, দুর্গাদাস, দনুজমর্দ্দন দেব, দেবপালদেব, শূরসেন, সামন্তসেন, বল্লাল, প্রতাপাদিত্য, ললিতাদিত্য, গঙ্গাগোবিন্দ, মীরমদন, তান্তিয়াতোপী, সোমালী মোল্লা, দাউদ, কৈকোবাদ, বুলবন, বাবর, সাহসুজা, সরফরাজ, গুরগন, খাফি খাঁ, আগা খাঁ, আবু বকর, আবুল ফজল, আমেদ সা আবদালি, সাহান সা, রায় রায়ান, নবাব নাজিম, নায়েব নাজিম, আবদর রহমন, আফগানিস্থানের আমীর, খেলাতের খাঁ, পারস্যের শা, মিকাডো মুৎসুহিদো, সাসেরামে সরোবরে সমাহিত সের-সংহারক সেরসাহ, সকলেই আমার সাফাই সাক্ষী। তক্তাউসে, দিল্লী দরওয়াজায়, কমলমীরে, চৈতকের চবুতারায় আমি। কুরুক্ষেত্রে পাণিপথে, [ব্যানকবর্ণ

কিলিক্র্যাঙ্কি ওডিনার্ডি হোহেনলিণ্ডেন মারষ্টন মোরে] আমার যোগাড়ে যুদ্ধজয় হইয়াছে। আমারই কারসাজিতে [স্পেনে স্যারাসেন] বঙ্গে বর্গী ও বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়।

(৫) খগোল ভূগোলেও আমি গণ্ডগোল বাধাইতে ছাড়ি নাই। আমারই জন্য পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল বা কদম্বকুসুমাকৃতি। স্থলভাগ জলভাগে, দেশ মহাদেশে, সাগর উপসাগর মহাসাগরে, নদনদীতে, উপনদী শাখানদী মহানদীতে, দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপ অন্তরীপে, উপত্যকা অধিত্যকায়, অগ্নিগিরিতে, গিরিগুহায়, বাণিজ্যবন্দরে, সর্ব্বত্র আমি। [ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ চালাইলে, ল্যাটিচিউড লঙ্গিচিউডে, প্রাচীন ব্যাবিলনে, নাইনেভেতে, পিলপনিসসে, চার্সোনিসিতে, কিলিকিয়ায়, আধুনিক কঙ্কর্ডে কনেক্টিকটে সিনসিনাটিতে টরণ্টোয় টিটিকাকায় মিসিসিপি ম্যাসাচুসেটসে পপোকাটাপেটলে, ল্যাপল্যাণ্ডে বার্ব্বারিতে টিম্বকটুতে সিসিলিতে লণ্ডনে ডাণ্ডীতে গ্লাসগোতে উলউইচে সিসিটারে, চিচেষ্টারে, বে অভ বিস্কেতে, ফার্থ অফ ফোর্থে, ষ্টোক অপন ট্রেণ্টে, South সাউথ সীতে, Lopatka South of Kamschatkaয়, ভিসুভিয়াসে, স্যানকিন ক্যাণ্টনে, ককেসসে, স্যালসেটে, আলিওয়ালে; ওয়াণ্ডিওয়াশে, হংকংএ, কোচিন চায়নায়, ষ্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেণ্টসে, পুলোপিনাঙে, কেপ কলোনিতে, কেপ কমোরিনে, বে অভ বেঙ্গলে, আমার অধিকার।] নীলনদ, দামোদর, ঘর্ঘরা, কঙ্কণা, গঙ্গা, গুড়গুড়ে, শীতললক্ষা, বাগদেবীবিল, সরস্বতী, মধুমতী, টালির নালা, প্রভৃতি নদনদী খালবিলেও আমার চলাচল।

নবাবী আমলের বাঙ্গালাবিহারে আমি, প্রাচীনকালের অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গ কাশীকাঞ্চীকোশলেও আমি। প্রাচীনকালে আমার আরও আদর ছিল। আমারই প্রভাবে পাটনার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র, পেশোয়ারের প্রাচীন নাম পুরুষপুর, মথুরার প্রাচীন নাম শূরসেন ছিল। বৃন্দাবনে আমি,

কান্যকুব্জে আমি, কর্ণসুবর্ণেও আমি। রাঢ়বাগড়ী-বরেন্দ্র আমারই সূত্রে বদ্ধ। বীরমাটী মেবার-মাড়বার আমারই জোরে যোড় বাঁধিয়াছে।

কটকে আমি, ক্যালিকটে আমি, কুম্ভকোণমে আমি, ক্যানানোরে আমি, নাইনিতে আমি, দেরাডুনে আমি, বাঁশবেরিলিতে আমি, লুণ্ডি কোটালে আমি, বোম্বাই এ আমি, কালকায় আমি, সিমলাশৈলে আমি। মিয়ান-মীরে আমি, মৌলমিনে আমি, মার্কিন-মুল্লুকেও আমি। দূর ধাপধাড়ায় আমি, সুদূর পুলিপোলাওয়ে আমি। মহানগরী কলিকাতায় আমি, আবার এই অধম লেখকের বাসভূমি কাঁচকুলিতেও আমি। পূর্ব্ববঙ্গে আমি, আবার দক্ষিণ দেশেও আমি। সেনানিবাস গোরাবারিক দমদমায় আমি, আবার সাহিত্য-সম্মিলন-স্থান ময়মনসিংহ-চুঁচুড়ায়ও আমি। কোথায় দক্ষিণ বঙ্গ কোথায় আসাম! অথচ বজবজ বাঁশবেড়িয়া বৈগুবাটী পাইকপাড়া কাঁচড়াপাড়া কুঠীঘাটায় আমি, আবার নবীনগর শিবসাগরেও আমি।

কলিকাতায় ও তাহার আশে পাশে পাড়ায় পাড়ায় বাজারে বাজারে অলিতে গলিতে হাটে ঘাটে আমি চলাফেরা করি। বৌবাজার, বাগ্‌বাজার, রাজার বাজার, বাবুর বাজার, টিকিটিকি বাজার, বৈঠকখানা বাজার, বাঙ্গাল বাজার, বড় বাজার, পগেয়া পটী, কালীশালের চক, চাঁদনীচক, ঠনঠনিয়া, কালীতলা, তালতলা, তেঁতুলতলা, তিনকোণা তালাও, মৌলা-আলি, শুঁড়িপাড়া, কলুটোলা, পটুয়াটোলা, পালকীপাড়া, লেবুবাগান, বকুলবাগান, বাদুড়বাগান, পদ্মপুকুর, মীরবহর ও তেলকল ঘাট, [মাণিক-তলা মিউনিসিপ্যালিটি, amalgamated area, Creek Row ক্রীক্রো, ক্রসষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, এজরা রোড, রেড রোড, রসারোড, মদনমোহন সেন লেন] সর্ব্বত্র আমি। [কলেজ ষ্ট্রীটের যোগ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সঙ্গে, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের যোগ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের সঙ্গে—সেও আমার যোগাযোগে।] শেয়ালদহ হইতে শ্যামবাজার, গড়পার হইতে হাবড়ার হাটে

পর্যান্ত আমার গতিবিধি আছে। ; মনুমেণ্টে উঠিলে আমাকেই নজরে পড়িবে। ইডন গার্ডন বাডন গার্ডনে, মিউনিসিপাল মার্কেটে, হেষ্টিংস্ হাউসে, স্মিথ ষ্টানিষ্ট্রীট কুক কেলভি হেরিসন হেথাওয়ের ও হোয়াইটএওয়ে লেডলর নবনির্ম্মিত showshop বা প্রদর্শনী-বিপণিতে আমি আছি।!

তুইটী স্থানকে একত্র যুড়িতে অনুপ্রাস-সূত্রের প্রয়োজন পড়ে। যথা, দূর সহর মক্কা-মদিনা, জেদ্দা-জেনো, কাবুল-কান্দাহার, দিল্লী-লাহোর, দেরাগাজীখাঁ-দেরাইস্মাইলখাঁ; ইরান-তুরান, তাতার-তিব্বত, সমরখন্দ বোখারা, ও খাস বাঙ্গালাদেশে, বাকুড়া বীরভূম বৰ্দ্ধমান, বাখরগঞ্জ বরিশাল, রঙ্গপুর দিনাজপুর, অম্বিকা-কালনা, কোড়া-পাঁচপাড়া, খানাকুল-কৃষ্ণনগর, ঝাপড়দ-মাপড়দ, কাগা-নোগা, যোগা-মোগা, রূপদিয়া-রাংদিয়া, বড়িশা-বেহালা, বারে-বরেয়া, শিবপুর-শিবপুর, সাঁচড়া-পাঁচড়া, সোমড়া সুখড়া, হাঁটরা শুকরপুর, হাটহাজারি-ফটিকচারি।

সহর, বাজার ও গ্রামের নামেও আমার ভরাভর আছে।

আরারিয়া, আসানসোল, উজীরপুর, কড়কড়ে, করচমারিয়া, কলসকাটী, কাওয়াকোলা, কাঁচিকাটা (র কুঠী), কাজীর বাজার, কাড়াপাড়া, কাল কেওট, কালিয়াকর, কুচকুচিয়া, কুচিয়াকোল, কোড়কদী, কৈকালা, খন্যান, গরলগাছা, গাফরগাঁও, গীতগ্রাম, গুণাইগাছা, গুপ্তিপাড়া, গোদা-গাড়ী, গোপালগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গোরগ্রাম, গোবরাছড়া, ঘোড়াঘাট, ঘোড়ামারা, ঘোলাঘাট, চঞ্চল, ঝাঝা, ডাকাতে ডুমুরদহ, ডামডিম, ডোরণ্ডা, দিলদার-নগর, নাজিরবাজার, নান্নুর, পাঁচপাড়া, পাতিলপাড়া, পার্ব্বতীপুর, পালনপুর, পালপাড়া, পীরপাহাড়, পীরপৈতি, পুনপুন্‌, পোলমপুর, প্রতাপপুর, ফরিদা-বাদ, ভেড়ামারা, মারাপাড়া, মীরপুর, মোগলমারি, মেহেরপুর, মুর্শিদাবাদ, মৌলবীবাজার, রড়া, রাড়ীপাড়া, রাজারামবাটী, রাণীনগর, রিষড়া, লাল গোলা, লাহিড়িপাড়া, বক্সীবাজার, বজ্রযোগিনী, বড়বড়ে, বদলবাধ, বন

বিষ্ণুপুর, বাগ্‌বাটী, বারগোড়া, বারবাজার, বারহারোয়া, বাবুবাজার, বাহাদুরপুর, বাহিরবন্দর, বীরনগর, বীরপুর, বেলাবেড়া, বেড়বরাদী, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, শিয়ারশোল, শিবনিবাস, শিববাড়ী, সারবাড়ী, সারসুনা, সুখসাগর, সুসঙ্গ, সেরপুর, সৈসম, হাজরাহাটী, হাটহাজারি।

(৬) জাতিবর্ণ-উপাধিতে আমি বিরাজিত। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য, শূদ্র-ভদ্র, অসিজীবী ও মসীজীবী, কামার কুমার, ধোপা নাপিত, তেলি মালি, তেলি তাম্বুলি, ডুলিমালি, জেলেমালা, মাঝীমাল্লা, জেলে ও হেলে, ডোম ডোকলা, হাড়ি ডোম, তেওর কেওরা, মেথর মুদ্দফরাস মড়িপোড়া, রাজমজুর, মুটে মজুর, মজুর মিস্ত্রী, প্রভৃতিতে সমাজের সকল স্তরে সর্ব্বব্যবসায়েই আমি যোড় মিলাইয়াছি। তাঁতী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, (কারুকর) কারিকর, নরসুন্দর, সভাসাজস্থ (ধোপা), সুবর্ণ বর্ণিক (সুবর্ণবণিক) বা সোণার বেণে, কৃষি-কৈবর্ত্ত, সৎশূদ্র, গড়োগোয়ালা, ঝাড়ুবরদার, সকলেই আমার তাঁবেদার। এমন কি পশুপালন হলচালন বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি বৃত্তির টোলকেলা যাযাবর জাতির মধ্যে পর্য্যন্ত (যথা কুকি, মিশমি) আমার বসবাস।

আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণে আমি, সপ্তশতী ব্রাহ্মণেও আমি। রাঢ়ীতে আমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে আমি, বৈদিক ব্রাহ্মণে (পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য) আমি, এমন কি বর্ণের ব্রাহ্মণেও আমি। লাহিড়ি ভাদুড়ি শৈচব যেমন আমার আজ্ঞাধীন, বাড়ুজ্যে মুখুজ্যে চাটুজ্যেও তেমনি, তবে উজ্যের দরুণ একটু তিক্ত। মুখুটি কুটিল ও ঘোষাল রসালে আমার সমদৃষ্টি। গাঙ্গুলি, পুতিতুণ্ড, বটব্যাল, বেজবরুয়া, দ্বিবেদী, নন্দন, নন্দী, নান, গড়গড়ি, গর্গ, সরকার, দেববর্ম্মা, কাশ্যপ-কাণ্ডারী, দাস বসু, দাস ঘোষ, দাস দত্ত, দাস দে, সেন নিয়োগী, সেন সরকার, মিত্র মজুমদার, দফাদার, দস্তিদার, দিহদার, মজুমদার,

প্রভৃতি দেদার উপাধিতে আমি বর্ত্তমান। দোবে-চোবে আমারই তাঁবেদার।

গাইগোত্র, পর্য্যায়পটী, কুলশীল, গণপণ, আদানপ্রদান, বিয়ে-থাওয়া, পালটিপ্রকৃতি, কুলক্রিয়া বা কুলকর্ম্ম, কুললক্ষণ, করুণে কনে, মনোহর মুখুটি, চারি চক্রবর্ত্তী (চোর-চক্রবর্ত্তী নহে), কুলীন কন্যা, কুলীন বামুন, কুলীন কায়েত, নৈ-কষ্য কুলীন, শুদ্ধ বা সিদ্ধ ও সাধা শ্রোত্রিয়, কুলীন ও কাপ, কেশরকুনি, গৌতমগোত্র, ঘটককারিকা, কুলকারিকা, মেলমালা, রাজযোটক, সবই আমার যোটকতায়। ছড়গুড়, সিমলাই পিপলাই, চাদাইন্যাধাই, নাধাধাধা প্রভৃতি অদ্ভুত যোড় আমিই মিলাইয়াছি। ঘোষ বোস আমারই দাবীতে কুলের অধিকারী। দেবী-বর নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়াছেন।

(৭) সংসার-সম্পর্কে কে কবে আমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিয়াছে? তাত, মাম, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বস্, ননান্দৃ, মাতামহ প্রভৃতি সাধুশব্দ ও বাবা, মামা, মামী, দাদা, দিদি, কাকা, কাকী, মামী মা, মাসী মা, মেসোমশায়, বোনাই বাবু প্রভৃতি গ্রাম্যগোছের শব্দ বা চাচা, চাচী, নানা, নানী, ফুফু, মামু প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ সর্ব্বত্রই আমার সমান অধিকার। বাপ-পিতম, মাতাপিতা, পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগিনী, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, পতিপত্নী, স্বামিস্ত্রী, বরবধূ, সন্তানসন্ততি, নাতিপুতি, কাচ্চাবাচ্চা, ছেলেপুলে, যমজ ও পিঠোপিঠি, পোষ্য পান, শিশু, বেবি!— এক কথায়, যাহাদিগকে লইয়া ঘরকরনার নিবিড়বন্ধ বা সংসার-সুখ, সকলেই আমার বশ। বাপবেটা, বৌবেটা, মা মাসি, মাসি পিসি, মেসো পিসে, খুড়াখুড়ী, জ্যেঠাজ্যেঠী, ভাইপো ভাগ্নে বা ভাস্তেভাগ্নে, বহুরীঝিউরী, এই সব ভালবাসার সম্পর্কে আমি যুগল মিলাইয়াছি। একান্নবর্ত্তিপরিবার-প্রথায় আমার পূর্ণ প্রকোপ। শ্বশুর ভাশুর, মামাশ

পিসেশ ননাশ (!) মামশেশ খুড়শেশ জ্যেঠশেশ বড়শেশ এসব ধরিলে তো শেষ নাই। আজা আই, জামাই বেহাই, তাঙুই মাঙুই, বোনাই আবুই ও আমার আমলে আসেন। আমার কল্যাণে ভাশুর-ভাদ্র (ভ্রাতৃ)-বধূতে মিল আছে, কিন্তু ননদভাজে মিল নাই! জ্ঞাতগোষ্ঠী, জ্ঞাতগোত্র, ভাইভায়াদের ভয়ে শ্বশুরালয়ে (শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী) আশ্রয় লইলেও আমার হাত হইতে নিস্তার নাই। সেখানেও শ্বশুরশাশুড়ী শালাসম্বন্ধী শালীশালাজ (সাক্ষাৎ শালা বা সোদর শালাও শুনিয়াছি!) ও ভায়রাভাই। পত্নী বাপের বাড়ীই থাকুন আর শ্বশুরবাড়ীই ঘরসংসার করুন, পতির সঙ্গে মিলিয়া আমার প্রভাবে মধুময়ী হইয়া উঠেন। আমারই কৃপায় ঘরণী-গৃহিণীর নামান্তর সংসার বা পরিবার বা অর্দ্ধঅঙ্গ। পোষ্যপুত্র, পালিতপুত্র, পালকপিতা, পাতান পিসি, ধর্ম্ম মা আমার আশ্রিত। বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি আমি বড় ভালবাসি। যাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তাহাকেও হরির খুড়ো বা সরকারী মামা বলিয়া আমি কোল দিই।

কুমারীর কামনা ভাল ঘর বর। সধবার সাধ স্বামিসেবা, আর সোণাদানা যত হউক না হউক—শাঁখা-সাড়ী ও সকলের সেরা, সুন্দরীর সীমন্ত-শোভা সিন্দূরবিন্দু। সন্তান-সম্ভাবিতার শুভসূচনা সাধসেমন্তন (সীমন্তোন্নয়ন)। পতিপুত্রবতীর ছেলে কোলে দোলে বা শিশুসন্তান স্তনপান করে। স্বামিসেবা, পতি-প্রীতি, পত্নী-প্রেম, মাতাপিতার মায়ামমতা, সন্তানস্নেহ, শিশুর লালনপালন, এই সব লইয়া সোণার সংসার। গিন্নীধন্নীগোছের শ্যামা স্ত্রী বা সুন্দরী স্ত্রী সংসারাশ্রমের সুশীতল বটচ্ছায়া। পবিত্রপ্রণয়প্রতিমা পতিপ্রাণা বঙ্গবধূ অনুপ্রাসে অনুপ্রাণিতা। বিয়েবাড়ীতে, বাসিবিয়েতে, ঢেলাফেলায়, আমি ফেলা যাই না। বিবাহব্যাপারে বরের বাপ কন্যাকর্ত্তার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। বিবাহবাসরে বরবধূর মধুরমিলনে সুখস্বপ্ন। শুভবিবাহ শুভসাদী হইলে সোণায় সোহাগা হইত!

অনুপ্রাসের অট্টহাস।

শেষের পালা।

(৮) জীবজগতে জড়জগতে সবাই আমার ভয়ে জড়সড়। দানব-মানব, যক্ষরক্ষঃ, ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা (দানব), রাক্ষসখোক্কস, নরবানর, জীবজন্তু, পশুপক্ষী, জন্তুজানোয়ার, [ম্যামথ ম্যাষ্টোডন মেগাথিরিয়ম] মেষমহিষ, গোগবয়, গোগদ্দভ, হয়হস্তী, উল্লুকভল্লুক, শকুনি গৃধিনী, শুকশারী, পোকামাকড়, মশামাছি, গেঁড়িগুগলি, আমিই এ সব অদ্ভুত যোড় মিলাইয়াছি। আমারই দাপটে বাঘেগরুতে, বাঘেবকরীতে, বাঘেবলদে, এক ঘাটে জল খায়, কোন কথা কাকেবকে বা কাকেকোকিলে জানিতে পারে না। কলুর বলদ ও বামুনবাড়ীর বিড়াল উভয়েই আমার বশ। কোকিলের কাকলীতে বা পিককুহুতে, শিখীর কেকায়, পাপিয়ার পিউ পিউ রবে, ভ্রমর-ঝঙ্কারে, ঝিল্লী-ঝঙ্কারে, ভেকের মকমকে, রাসভ-রাগিণীতে, কুকুরকীর্ত্তনে, কেউটের কামড়ে, আমার সাড়া পাও না কি? কুকুরকুণ্ডলী আমারই পাকচক্রে। আমারই প্রসাদে বিড়াল বাঘের মাসী। আমার আমদানী ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরে।

পলুপোকাতে আমি, প্রজাপতিতেও আমি। পঙ্গপালে আমি, মধুমক্ষিকা বা মৌমাছিতে আমি, জোনাকীপোকায় আমি, আবার কাণকোটারি ঘুরঘুরে পোকাতেও আমি। মত্তমাতঙ্গে বন্যবরাহে বনবিড়ালে, বনের বাঘে, বনের বানরে, গঙ্গাগোকুলায়, [আই-আই উরাঙ্গ উটাঙ্গে], হনুমানে, এঁড়ে গরুতে, বকনা বাছুরে, ছাগলছানায়, বাঘের বাচ্ছায়, লড়াইয়ে মেড়ায়, শীকারী কুকুরে, শশকে, কুকুরে, টাটুতে, ঝিঁঝি ছুঁচো চামচিকে টিকটিকি গিরগিটি সরীসৃপ কৃমিকীটে, কালান্তরের

কেউটেয়, সুতোসঞ্চার সাপে, কোথাও আমার অভাব নাই। পাখী পাখালীর ভিতর কাক, কোকিল, কাকাতুয়া, কুক্কুট, তোতা, ঘুঘু, বাবুই, টুনটুনি, বুলবুলি, পাপিয়া, কাঠঠোকরা, হাঁড়িচাচা, [পেঙ্গুইন পক্ষী], সারস, জলজন্তুর মধ্যে কাঁকড়া, শুশুক, মিরগেলমাছ, মাগুরমাছ, ময়ামাছ, মৌরলামাছ আমার কাছছাড়া নহে। কাঁকড়ার দাড়ায় ও ঊর্ণনাভের লুতাতন্তুতে আমি জড়াইয়া আছি। পিঞ্জরের পাখীরও আমার দিকে আঁখি। বাবুই এর বাসায়, শূয়রের খোঁয়ারে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসায়ও আমাকে পাইবে। নিশাচর পিশাচ, কাণকাটা (বা কাঁধকাটা), জুজু, ঘোঘো, চোখচাটা, আমার বশ। আড়গোড়ায় পশুশালায় আমি, পিজরা পোলে আমি, হরিহরছত্রের বা মেঘমর্দ্দনের মেলায় ক্রয়বিক্রয়েও আমি।

(৯) জড়জগতে—নীলগোলাজলে পূর্ণ পানাপুকুরই বল আর পদ্ম পুকুরই বল আর মনোহর সরোবরই বল, কুলতলাই বল বেলতলাই বল বকুলতলাই বল তেঁতুলতলাই বল, পল্লীপ্রান্তরের বটবৃক্ষই বল আর কৃষককুটীরের কাণাচে বাঁশবন বেতবন বেণাবন ঝোপঝোড় ঝোড়জঙ্গলই বল, সর্ব্বত্র আমার অধিকার। স্থলকমলে, জলজলতায়, কদম্বকুসুমে, কুন্দকুসুমে, কেতকীকুসুমে, কনকচম্পকে, শিরীষপুষ্পে, বকুলফুলে, বকুলবীথিকায়, লবঙ্গলতায়, লজ্জাবতী লতায়, এলালতায়, মধুমালতীতে, মল্লিকামালতীতে, জাতীযূথীতে, কমলকুমুদকহ্লারে, করবীর-কুরুবকে, কুসুমকলিকায়, সরসিজে, আমার শোভা মনোলোভা। পাদপপাদপে আমিই খাদ্য রাখি, পদ্মপত্রে আমিই টলমল করি। আবার কাশকুশে, বেউড়বাঁশে, টোপাপানায়, পলাশপাতায়, আলো চা'লে, ছোলার ডালে, ডেঙ্গোর ডাঁটায়, বৈদ্যবাটীর তরীতরকারীতে, শাকসব্জীতে, আমজামে, কলামূলায়, ছোলা কলায়, চা'লকলায়,কদুকুমড়োয়, কচুঘেঁচুতে, গোলআলুতে, তালফোঁপোলে, পাকাকলায়, কাঁচকলায়, কুলবেলতালে, মুগমসূরে, মাকালফলে, কাঁকুড়ে,

কাঁকরোলে, তেঁতুলে, চিচিঙ্গেতে, শশায়, সর্ষেয়, শস্যে, আমার অজস্র আমদানি। বেগুনের বোঁটায় কাঁটা আমারই দ্বারা আঁটা। মর্ম্মররবে বা সন্ সন্ শব্দে আমার আওয়াজ সুস্পষ্ট। সপ্তপর্ণ, দেবদারু, কণ্টিকারি, ঋদ্ধি-বৃদ্ধি-কন্দদ্বয়, গজারি গাছ, কালকসুন্দে আশশ্যাওরা ঘলঘসে কাঁটানটে, শুশুনি শাক, সজনা শাক, মর্ত্তমান, সর্ব্বত্র আমি বর্ত্তমান। আমারই যোগাযোগে শালপিয়ালপরসাল, তালতমাল, শালপলাশ, শাল্মলী, হরীতকী বিভীতকী আমলকী, বনউপবনের শোভা সংবর্দ্ধন করে। দূর্ব্বাদলে ধরণীর শ্যামশোভা আমারই গুণে। অরহর বরবটীতে আমি, কিসমিসেও আমি। বাতাবী ও কমলালেবু আমারই রসে ভরপুর। পেঁপে ও আম আদা আমারই রসে মুখরোচক। লুনেব lawless হইয়াও আমার বশ্যতা স্বীকার করে। পলতা তিক্ত স্বভাববশতঃ পটোলপত্র নাম লইয়া একটু মধুর হইতে চাহে না। নিমনিসিন্দেও তিক্ত, কিন্তু অনুপ্রাসরসে সিক্ত।

(১০) প্রকৃতিবৈচিত্র্যে আমারই বিচিত্র লীলা। অরুণরাগে বা অরুণকিরণে আমি, খরতর রবিকরে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড দাবদাহে আমি, পূর্ণিমা-চন্দ্রমার সুধাধারায় আমি, আবার বর্ষার বারিধারায় বৃষ্টিবাদলে জলঝড়ে পূবে বাতাসে মেঘমালায় জলদজালে বারিদবৃন্দে বিদ্যুদ্বিকাশে চপলাচমকে দামিনীদমকেও আমি। নিদাঘ-নিশাপে আমি, নিশির শিশিরে আমি, মধুমাসে মলয়-মারুতে মলয়ানিলে বা বসন্তবাতাসে আমি। চাঁদনী রজনীতে আমি, আবার পৌষের শীতবাতেও আমি।

(১১) বর্ণবিন্যাসে লাল আমার বাহারে লালে লাল। লালকালা, লালনীল, কালা ও ধলা, শ্বেত-হরিৎ-পীত-লোহিত, [ডার্করেড, গ্রীন এণ্ড গোল্ড, ব্লুব্ল্যাক, ব্রোঞ্জ-ব্লু, গ্রে-গ্র্যানাইট] সর্ব্বত্র আমি জল জল করিতেছি।

(১২) দশদিকে দেখ আমি আছি। পূর্ব্বপশ্চিম, প্রাচী প্রতীচী,

অবাচী উদীচী, উর্দ্ধ অধঃ, ঈশান কোণে, পিছুপানে, সামনে ও পিছনে, সব দিকে আমি। দিগ্‌দর্শন আমিই উদ্ভাবন করিয়াছি।

(১৩) সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দে আমি রসসঞ্চার করিয়াছি। দশএকাদশ, দ্বা-দশ, দ্বিতীয়তৃতীয়, সপ্তম অষ্টম নবম দশম, আর কত গুনিব? বিশত্রিশ, দশবিশ, দশপচিশ, শতসহস্র, অযুতনিযুত, আমার জোরে যোড়বন্দী। দুদণ্ডে, দুদিনে, দুদশদিনে, অথবা দশবিলম্বে, আমার পরিচয় পাইবেই পাইবে, কেননা হাজার হউক আমি নাছোড়বান্দা। আর এক কথা। আমি হাজারেও বেজার নহি।

(১৪) বার-তিথি-মাস-ঋতু ও অন্যান্য কালবিভাগে আমি যথাকালে দেখা দিই। কলাকাষ্ঠা, পল বিপল অনুপল, দিনমান, দিবাদণ্ড, বারবেলা, কালবেলা কুলিকবেলা, মলমাস, সত্যত্রেতা, কলিকাল, কোটিকল্প, প্রভৃতি গণনা আমার জন্য। নিশিদিসি, সাঁঝ সকাল, সকাল সন্ধ্যা, সকাল বিকাল, সব সময়েই আমি হাজির। দিনদুপুরেও আমার দেখা পাইবে, সারারাতও আমার দেখা পাইবে। ভূতভবিষ্যৎ ভাবনায় আমি। 'এমন দিন কবে হবে' বলিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। কেননা কলিকালে আমার প্রভাব প্রকট।

তিথির মধ্যে দ্বিতীয়া তৃতীয়া, পঞ্চমী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী, একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী আমার বশীভূত। ষষ্ঠীরও আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা আছে। প্রতিপদে আমিই প্রীতিপ্রদ। ষোলকলায় আমি পরিপূর্ণ।

বারের মধ্যে আমি বার বার তিন বার আছি—রবিবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার বা গুরুবার। বুধবৃহস্পতি, শুক্রশনি, যোড়ে যোড়ে আমার গুণ গায়। শনির শেষ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, শনির দশা, সবই আমার কারসাজি।

মাসের মধ্যে কার্ত্তিকে, মার্গশীর্ষে, পৌষমাসে, মাঘমাসে, মধুমাসে, ভরাভাদরে, আমার আদর আছে।

ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা, শরৎ শীত, হেমন্ত বসন্ত, আমার কৃপায় সখ্যসূত্রে বদ্ধ। পঞ্জিকাবিভ্রাটের ফলে পর্য্যায়বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে অথবা অয়নচলনহেতু কোন কোন ঋতু অগ্রগামী হইয়াছে, তাহা জ্যোতিষী মীমাংসা করুন।

(১৫) রাশি-নক্ষত্রেও আমাকে দেখিবে। মেষবৃষ আমিই একত্র করিয়াছি; মিথুনমীন, মকরমীন পাশাপাশি না থাকিলেও আমার বশ। কর্কটে আমার কামড় আছে। সাতাশ তারার অনেকগুলিই আমার তেজে তাল পাকাইয়া জ্বলিতেছে। কৃত্তিকা আমার কীর্ত্তি-পতাকা।

(১৬) মানবের দশদশায় আমি। শৈশবে, বাল্যাবস্থায়, বাল্যবয়সে, বালিকাবয়সে, বালকবেশে, ছোট ছেলেয়, ছেলেবেলায়, ছেলেখেলায়, ধূলাখেলায়, খেলাধূলায়, সদানন্দ শিশুর সরল হাসিতে, আমি; আবার নবযুবায়, নবযুবতীতে, নবযৌবনে আমি; বয়োবৃদ্ধিতে, বৃদ্ধবয়সে, বুড়া-হাড়ে, বুড়াহাবড়ায়, ঠেঙ্গাধরা বুড়ায়, বাহাত্তুরে বুড়ায়, বুড়ী থুড়থুড়ীতে, বড়াইবুড়ীতেও আমি। শৈশবস্বপনে, বাল্যবন্ধুত্বে, বনিতাবিলাসে, সন্তানসম্ভাবনায়, আমার সত্তা অনুভব কর নাই কি? সমসাময়িক বাল্যবন্ধুবিয়োগবেদনায়, মা মরায়, যমজ্বালায়, যমযন্ত্রণায়, শিয়রে শমনে, শমনভবন-গমনে, পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতেও আমার ব্যাপ্তি আছে।

(১৭) মলমূত্রময় মানবশরীরের অবয়বে অষ্ট অঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সর্ব্বশরীরে আমি বিরাজ করিতেছি। মুখচোখ, নাক-কাণ, গালগলা, পিঠপেট, ঠোঁট, টুঁটী, নুরনুরী, ফুসফুস, কঁকাল, যোড়া ভুরু, নাড়ীভুঁড়ী, ধড়ঘড়ি ভাঙ্গা, দুধে দাঁত, মেদমজ্জা, মুস্মুর, সুষুম্না, শীর্ষ, সর্ব্বত্র আমার খরনজর। মুখমণ্ডলে, বদনবিবরে, কর্ণকুহরে, খরনখরে, চর্ম্মচক্ষে, নিম্ন-

নাভিতে, পদপ্রান্তে আমি। মাথার মগজে, চোখের চামড়ায়, চোখের চাহনিতে, চোখের দেখায়, নাকের নিশ্বাসে, মুখে মেছেতায়, পায়ে পাকুই এ, পেটে পিলেয়, মুখময় থুথুতে, নাসিকাকুঞ্চনে, বদনব্যাদানে, সর্দি নামায়, মরা নাসে, ছিরিছাঁদে, আমি। চিৎকাৎ, কাণাকুঁজো, কোলকোঙ্গা, সবই আমার প্রসাদে। বামনবঙ্কুরে আমি, দশাসই মানুষেও আমি। আমার প্রভাবে চোখে দেখে, কাণে শোনে, নাকে সোঁকে, মুখে খায়।

(১৮) এইবার বীররসের অবতারণা করিব। যুদ্ধবিগ্রহে, সমরশান্তি সন্ধিতে, সন্ধির সর্ত্তে, যুদ্ধযাত্রায়, যুদ্ধজয়ে, আমার অধিকার। শূরবীর ধনুর্দ্ধরের হুঙ্কার-টঙ্কারে, কার্ম্মুকে, শরাসনে, শেলশূলে, তরবারিতে, দোর্দণ্ডকোদণ্ডে, অস্ত্রশস্ত্রে, বর্ম্মচর্ম্মে, ভিঙ্গিরে, তর্জ্জনগর্জ্জনে, তনুত্রাণ আর্ত্তত্রাণে, সম্মুখসমরে, শৌর্য্য বীর্য্য ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্যে, কীর্ত্তিকাহিনীতে আমি; আবার অশ্বসাদীতে, সৈন্যসামন্তে, হয়হস্তীতে, লোকলস্করে, [সিপাইসান্ত্রীতে, পুলিশপল্টনে] গোরাগুর্খায়, শরীর রক্ষী সৈন্যে [বা বডি-গার্ডে, ক্যাডেট কোরে] গুলিগোলায়, ঢালতরওয়ালে, বারুদবন্দুকে, টোটায়, কুচকাওয়াজে, যুদ্ধজাহাজেও আমি। সামরিক সংবাদে, বালকবীরে, বীরবৌলিতে, প্রবল প্রতিপক্ষেও আমি। মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তি যুঝোযুঝি হুটোপুটি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি লাঠালাঠি ঘুঁষোঘুঁষি হাতাহাতি গুতোগুতি জুতোজুতি, অথবা বর্ব্বরের দন্তাদন্তি নখানখি চুলোচুলি কীলোকীলি, আঁচড়কামড় চড়চাপড় (বিরাশী শিক্কার ওজনে), লড়াই লাগা, বিবাদ বাধা, উত্তমমধ্যম, পাদপ্রহার, চরণতাড়ন, তর্জ্জনী-তাড়ন, কেশাকর্ষণ, ভ্রূভঙ্গ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, লাঠিঠেঙ্গা, লাঠিসোটা, কোঁৎকা, ডাণ্ডা, বটিকাটা, মুড়া খ্যাংরা, কিছুই আমাছাড়া নহে। বুকে ব'সে দাড়ী উপড়াইতে, নাক কাণ কাটিতে, টিকি কাটিতে, মাথা মুড়াইয়া ঘোল

ঢালিতে, দফারফা জেরবার নাস্তানাবুদ খুনখারাপী উৎপাত উৎখাত করিতে, আমার কৃতিত্ব কম নহে।

(১৯) আবার হাতাহাতি ছাড়িয়া মুখোমুখি করিলেও আমার অধিকারে থাকিতে হইবে। দ্বন্দ্বদ্বেষ, দ্বেষহিংসা, রেষারেষি, মনকসাকসি, মনোমালিন্য, কাজিয়া কলহ, বিবাদ বিসংবাদ, বাদবিচার, বাদবিতণ্ডা, বাগ্‌বিতণ্ডা, ঝগড়াঝাটি, গোলমাল, গণ্ডগোল, দিগদারী, খিটকেল, ধাক্কা, ঝঞ্ঝাট, বিষম সমস্যা, সবই আমার কারসাজিতে। গালাগালি, ঢলাঢলি, কড়কান, কথা কাটাকাটি, জলদি জবাব, রাগে গর গর করা, গা খস খস করা, সবই আমার কর্ত্তৃক। দোষ দেওয়ায় বা দোষ দেখানয়, লাঞ্ছনা গঞ্জনায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপে, শ্লেষবিষে, রাগরোষে, রাগরীষে, বাক্যবাণে, বিদ্রূপবাণে, বাকা বাকা বুলিতে, ফষ্টিনষ্টিতে, মুখশেলে, শেলসম কুবাক্যে, মিছরির ছুরিতে, মজামারায়, মজার মানুষে, হাসি তামাসায়, ঠাট্টায়, রগড়ে, কৌতুকে, স্তোকবাক্যে আমি। গালিগালাজ মুখখিস্তি মুখখারাপে কড়াকথায় কটুকথায় কটুবাক্যে কটুকাটব্যে, আমি মূর্ত্তিমান্। তা' সাধুভাষায় অকালকুষ্মাণ্ড, অব্যবস্থিতচিত্ত, কপট লম্পট শঠ, কুলকলঙ্ক, কুলপাংশুল, গজগম্ভীরগতি, চতুরচূড়ামণি, চোরচূড়ামণি, চোর চক্রবর্ত্তী, জড়ভরত, দেশ-দ্রোহী, ধর্ম্মধ্বজী, নষ্টদুষ্ট, নিপটকপট, পাষণ্ড ভণ্ড তুরিপণ্ড, মদমত্ত, বকধার্ম্মিক, স্বার্থসর্ব্বস্ব, হৃদয়হীনই বল, আর ইতর ভাষায় উড়ে ম্যাড়া, একরোকা, ক্যাবলাকান্ত, কাঠখোট্টা, খয়েরখা, খামখেয়ালি, খোদার খাসী, গড়ো গোয়ালা, গবাগণ্ড, গাছগরু, গুণ্ডাষণ্ডা, গোবরগণেশ, গোবরগাদা, গোঁয়ার-গোবিন্দ, ঘাটেপড়া ঘাটঘোড়া, ছুঁচো, জবরজঙ্গী, ঠেঁটা, ঠোঁটকাটা, ধামাধরা, নাককাণকাটা, নিঘিন্নে, নিমকহারাম, নির্ব্বংশের বেটা, পাগল-পারা, পাজীর পাঝাড়া, ভেড়ের ভেড়ে, মদমাতালে, মড়িপোড়া মিনসে, বকেয়া বদমায়েস, বজ্রবাটুল, বাঙ্গালা বাহাদুর, বুড়োবাদর, বে-আক্কেল

বে-আদব, বেইমান বেতমিজ, বেজায় বেল্লিক, বেহদ্দ বেহায়া, বোম্বেটে, ষাঁড়ের গোবর, হাবা কাঠার বাবা, হাড়হাবাতে, হোঁদলকুৎকুতে—স্ত্রীলোকের বেলায় ইঁদুরদাঁতী, ডগাটুনটুনি, নোলা-ডগডগি, কাঠকুড়ুনী, পাড়াবেড়ানী ই বল।

(২০) আবার গালাগালি ছাড়িয়া গলাগলি কোলাকুলি কর, তথাপি আমার অধিকারে সামঞ্জস্য, ভাবসাব, বনিবনাও করিয়া থাকিতে হইবে। আনন্দে আত্মহারা বা আহ্লাদে আটখানা হইবে, অথবা বাপুবাছা করিয়া কাকুতি-মিনতি করিবে, আমারই ইচ্ছায়। আষ্টেপিঠে, চটপটে, চালাক চতুর, জাঁহাবাজ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, গণ্যমান্য বদান্য বরেণ্য, গুণী জ্ঞানী, গোঁসাইগোবিন্দ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ, পবিত্র-চরিত্র, মাথার মাণিক, শান্ত শিষ্ট, সৎস্বভাব, সুশীল ও সুবোধ, সত্যসন্ধ, মাটির মানুষ, মানুষের মত মানুষ, মুড়কীমুখী, প্রভৃতি প্রশংসায় গুণগানে বা গুণ গাওয়ায় আমার হাত আছে।

মানবজীবনের সকল বিভাগেই আমি বিহার করিতেছি।

(২১) বিচারব্যাপারে ধর্ম্মাধিকরণে আমি, বিচারবিভ্রাটেও আমি। আইনের আমলে আসিলেই আমি দেখা দিব। আইন আদালত, আইনকানুন, আমলা ফয়লা, মামলা মোকদ্দমা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, অর্থী প্রত্যর্থী, বাদী প্রতিবাদী, [উইল কডিসিল], সহিমোহর, সহিসুপারিশ, বাহালবরতরফ, [ডিক্রী ডিসমিস, জজ ও জুরী], হাকিম ও হুকুম, জোরজার, জোরজুলুম, জোরজবরদস্তি, জুলুমজবরদস্তি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দাঙ্গাফ্যাসাদ, হাঙ্গামাহুজ্জুৎ, খুনখারাপী, খুনজখম, ক্রোক, সাফাই সাক্ষী, জোবানবন্দী, বারবরদারী, [সেসন সোপর্দ্দ, জেলা জজ, dying declaration], নকলনবীশ, স্বত্বসাবাস্ত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সালিশী সভা, মামলা মুলতবী, যোগসাযোগ, গরহাজির, গাঁটকাটা, [লাইবেল বা]

মাননাশ বা মানহানির মামলা, আদালতের আমলা, ময়লা সামলা, ব্যারিষ্টারের বাবু, ডিক্রীজারীর মোক্তার, দেনার দায়, আমমোক্তারনামা, কবুলজবাব, বায়নানামা—সবই আমার প্রসাদাৎ।

(২২) জমীদারী সেরেস্তায়ও আমি আছি। জমিদার জোতদার তালুকদার ইজারাদার পত্তনিদার দরপত্তনিদার ছেপত্তনিদার একযোগে আমার এলাকায় আছে। খিলজমি লাখজমি মালজমি, জোৎজমা, বাজেজমা, জমিজমা, জমিজায়গা, জমিজিরেৎ, তালুকমলুক, খোদকস্তা, পাইকস্তা, শিকস্তি পয়স্তি, দখল দেওয়া, দাখিলা দেওয়া, হপ্তম পঞ্চম, মাঙ্গন মাথট, বন্দোবস্ত, বিলিবন্দেজ, বাওবাব, আবওয়াব, উঠিতপতিত, ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর পীরোত্তর, বৃদ্ধিবৃদ্ধি, বাকীবকেয়া, কিস্তি খেলাপ, প্রজাপত্তন, রাজাপ্রজাসম্বন্ধ, প্রজা জমিদার, পত্তনিপাট্টা, নিকাশপ্রকাশ, তরতিববন্দী, খাজাঞ্চিখানা, খাজনাখানা, গোমস্তাগিরি, সরকার, কারকুন, আশাশোটা, পাইক পেয়াদা, লোকলস্কর, ধরপাকড়, তাড়াতাড়, ফৌতফেরার, উৎখাত, ব্রহ্মোত্তরের বেড়া বদলান, সব আমার কৃপায়। দশশালা বন্দোবস্ত আমার গুণে (Encumbered Estates আমার দোষে)।

(২৩) মহাজনের মালমশলা, লেনাদেনা, দেনাপাওনা, দাবীদাওয়া, বাকীবকেয়া, বিলাতবাকী, লাভলোকসান, কারকারবার, পুঁজিপাটা, আমদানীরপ্তানি, হাওলাত-বরাত, দরদাম, দরদস্তুর, দাদন, বাজারদর, গুদোগার, দেনদার, খরিদদার, দোকানদার, চড়াদর, নরমদর, গুণোদর, খাতাপত্র, বিলবহি, হিসাবকিতাব, (বুককিপিং), যোগান ও টান, বখরাবন্দোবস্ত, রোবকারী, রোকড়, গড়পড়তা, সর্ব্বসাকল্যে, দালাল, নমুনা, ধার করা, কর্জ্জ করা, দর করা, দর দেওয়া, ট্যাঁকে টাকা, মরসুম, তহবিল তছরূপ, সখের বা খুসির সওদা, ভেজাল মিশান, (পেটেণ্ট), কল-কারখানা সবই আমার। মুদীর দোকানে, মাড়োয়ারী মহাজনে,

কলের কুলিতে, ব্যবসায়বাণিজ্যে, বিক্রয়বাণিজ্যে, বাহির্ব্বাণিজ্যে, অর্ণব-বাণিজ্যে, বাণিজ্যজাহাজে, [জাহাজের জেটিতে], বাণিজ্যবিস্তারে, ঋণদানে, আয়ব্যয়ে, উত্তমর্ণঅধমর্ণে, পরিশোধ-সমীকরণে, সম্ভূয়সমুত্থানে আমি বিরাজ করি। স্বদেশীশিল্পে, সূচিশিল্পে, শ্রমশিল্পে, শিল্পিসভায়, শ্রমজীবি-সমবায়ে, [ট্রেড গিল্ডে], কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে, প্রদর্শনীপ্রাঙ্গণে [বেঙ্গল ব্যাঙ্কে, বর্ম্মা ব্যাঙ্কে, চারটারড ব্যাঙ্কে] আমার দেখা পাইবে। বৈশ্যবৃত্তিতে, লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে— এই মূলমন্ত্রে আমি। আমারই কৌশলে কলিকাতা সকলের সেরা বাণিজ্যবন্দর। আমারই চেষ্টায় উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বর বন্দর বসান হইবে।

(২৪) রাজনীতি রাষ্ট্রনীতিতে, জাতীয় জীবনে, মিলনমন্দিরে, মেটা-মজলিসে, বাবুবৈঠকে, [কন্‌গ্রেস কনফারেন্সে], স্বেচ্ছাসেবকে, স্বায়ত্ত-শাসনে [নমিনেশনে] নির্ব্বাচনে, পুনর্নিয়োগে, [পঞ্চান্নয় পেনশান পাওয়ায়] [লাটের লেভিতে], সদস্যপদপ্রার্থনায়, [ভোটভিক্ষায়, ভোট ভাঙ্গানয়, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়তে], পঞ্চায়ত-প্রথায় আমি। বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গবিভাগবিষয়ক বিধি-ব্যবস্থায় আমি, আবার বঙ্গবিভাগ-ব্যবস্থা-বদলেও আমি। [প্রোক্লামেশান পিলারে] দিল্লী দরবারে [সেন-সাসে, রিপোর্ট রেজলিউশানে, ব্লুবুকে, সিভিল সার্ভিসে, ষ্টেট সেক্রেটারীতে] শাক্ত-শাসনে, রাজরোষে, [পিউনিটিভ পুলিশে, ডিটেক্‌টিভে, পুলিশ পাহারায়, পুলিশ পলটনে, কালকোর্ত্তা কনষ্টেবলে], সূর্য্যাস্তে সভাভঙ্গেও আমি। আমার কল্যাণে সর্ব্বসাধারণের সভায় লক্ষলোক সমবেত হয়। চাঁদাদাতার খাতায়ও আমাকে পাইবে।

(২৫) সমাজসংস্কারকের সম্মতিসঙ্কটে, সহবাস-সম্মতিতে, বিধবা-বিবাহবিধিতে, বিবাহবিচ্ছেদ ব্যবস্থায়, বিবাহবিলাস ব্যবস্থায়, বন্ধুর বিয়ে, বিবাহ-বিভ্রাটে, বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-বারণে, ষোড়শী-বিবাহে, যৌননির্ব্বা-

চনে, মনের মিলনে, তথাকথিত পবিত্র-প্রণয়ে, চিরকুমার-ব্রতে, ভ্রাতৃভাবে, পুরুষপুঙ্গবকর্ত্তৃক নারী-নিগ্রহ-নিবারণে, মহিলামিত্র সমাজে, সখীসম্মিলনে, সারদাসদনে, স্ত্রীশিক্ষায়, স্ত্রীস্বাধীনতায়, [পর্দ্দাপার্টিতে, প্রমদাপার্ক বা পর্দ্দাপার্কে], মেয়ে মজলিসে, মেয়ে মদ্দানী ভোটভিখারিণী জেনানা জোয়ানে আমি বলবান্। পক্ষান্তরে প্রাচীন প্রথায়, প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্ম-বিবাহ, চেলির পুঁটুলি, ঘোমটাটানা ও কাপড়ের কানাতে আবরুরক্ষা আচার-রক্ষা এবং বালবিধবার বৈধব্যব্রতে ব্রহ্মচর্য্য বারব্রত নিরম্বু উপবাসবিধি ও অন্নকষ্টে খৈ-দৈ এবং পুরুষের পক্ষে বৃদ্ধ-বয়সে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ, পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণ-প্রথা বা পণগ্রহণ, আমিই ব্যবস্থা করিয়াছি। দেখ আমি কেমন সমদর্শী!

(২৬) বাবু বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভাসমিতিতে আমার যাতায়াত আছে। শুদ্ধিসভায়, হিতসাধিনী সভায়, অনুশীলন-সমিতিতে, শক্তি-সমিতিতে, সাধনা-সমিতিতে, সেবাসমিতিতে, সেবকসমিতিতে, ব্রতিসমিতিতে, প্রজাপতি-সমিতিতে, সাধারণসম্মিলনসমিতিতে, সাহিত্যসম্মিলনে, সারস্বতসম্মিলনে, [মেমোরিয়াল মীটিং বা] স্মৃতিসম্মিলনে, স্মৃতিসভায়, সহানুভূতিসভায়, শোকসভায়, সান্ধ্যসমিতিতে, সুহৃৎসভায়, সুহৃৎসম্মিলনীসভায়, সখা-সম্মিলনে, সৎস্বভাবসাধনার্থ সুনীতিসঞ্চারিণী সভায়, সত্যনারায়ণ সমাজে, রাধারমণ সেবাশ্রমে, চুঁচুড়া নিত্যানন্দনিকেতনে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রেম-প্রচারিণী সভায়, বৰ্দ্ধমান বংশগোপাল হলে, সর্ব্বত্র আমাকে পাইবে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভায় আমি, সংলোপ-সভায়ও আমি। সভারম্ভে, সভাভঙ্গে, স্বস্তিবাচনে সংস্কৃত শ্লোকে, প্রবন্ধপাঠে, হাততালিতে, [হিপ হিপ হুর্‌রেতে] যৎকিঞ্চিৎ জলযোগে, [টী পার্টিতে] আমাকে দেখিতে পাইবে। আবার মামুলি রকমের কথকতায়, বারইয়ারী ব্যাপারে, মঠমন্দির ও পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠায়, অন্নদানে, আমার স্থান আছে। মুসলমানের

মাদ্রাসা মকতাব মুশাফিরথানা মসজিদে, মহম্মদ মহসীনের ইমামবাড়ীতেও আমার প্রবেশনিষেধ নাই।

(২৭) আমোদপ্রমোদ, বাজনাবাদ্যি, গায়ন বায়ন, নৃত্যগীত, গীতবাদ্য, তৌর্য্যত্রিক, সঙ্গীতশাস্ত্র, আমার অগোচর নহে। কায়দাকরতবে, গমক-গিটকিরিতে, রাগরাগিণীতে, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে, উদারামুদারা তারায়, কড়ি ও কোমলে, সুরসংযোগে, স্বরসুধায়, স্বর ও সুরে, কলকণ্ঠে, কিন্নরকণ্ঠে, আমার আওয়াজ সুস্পষ্ট। কালীকীর্ত্তনে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে, সঙ্গীতসঙ্কীর্ত্তনে, মানমাথুরে, সখীসংবাদে, সুবল-সংবাদে, রাজারসায়নে, মনসার ভাসানে, আমিই আসর মাত করি। তানানানা ভাঁজিলেই, পিড়িং পিড়িং বা বুজুং-বুজুম বাজিলেই, তেরাখিটিতা তবলায় চাটি দিলেই, তাইরে নাইরে গাহিলেই, ধিন্তাধিনা নাচিলেই, আমি আসিয়া পড়ি। কালোয়াতের কর্কশ-কণ্ঠে বা কাংস্যকণ্ঠে, দাড়িঁদাতে, আমি বিরাজিত। সঙ্গীত শুনিয়া বাহবা দাও, বাঃ বেটা বাঃ বল বা হাততালি লাগাও, সে সবও আমার লীলা।

ইমনকল্যাণ, গুর্জ্জররাগ, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, তেতালা, দশকুশী, দাদরা, মধ্যমান, মেঘমল্লার, বসন্তবাহার, সর্ব্বত্র আমার বাহার। বেণুবীণা, বংশীবট, সেতার এসরাজ, সপ্তস্বরা, সুরবাহার, মুরজমুরলী, মৃদঙ্গমন্দিরা, রবাব, দুন্দুভি, ঘুঙ্গুর, কনককিঙ্কিনীতে আমি, আবার খোলকরতালে, নাগারাটিকারাকাড়ায়, তূরীভেরীতে, ঢোলক-তবলায়, ঢাকঢোলে, দামামা-দগড়ে, জগঝম্পে, চড়বড়েয়, ঠেটরায়, [গ্রামোফোনের গানে, ব্যাণ্ড-বাজনায়] ব্যাংবাঁশীতে, ডুগড়ুগিতে, গাবগুবাগুবেও আমি। বেহালা বেসুরা বলে, সেও আমার জন্য। দুন্দুভিনিনাদে, বীণাবাদনে, বাঁশীবাজানয়, বীণাবাজানয়, বেহালাবাজানয়, আমি। সঙ্গীতসঙ্ঘ, সঙ্গীতসমাজ, সুহৃৎ-সঙ্গীতসমাজ, সুহৃৎসঙ্কীর্ত্তনসমিতি, বঙ্গরঙ্গভূমি, [ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটার] নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত, পটপরিবর্ত্তন [মোশন-মাষ্টার, বেনিফিট নাইট, ফুট-

লাইট] দুর্গাদাস দে, মিনার্ভার মহেন্দ্র মিত্র, বৈকুণ্ঠ বসু, বেজবরুয়া, তানসেন, গীতবিৎ মাষ্টার মদন, সবাই অনুপ্রাসরসে মগন। যাত্রার কালুয়াভুলুয়া, বৃন্দাদূতী, মালিনীমাসী, আমারই যোগাযোগে যোটে।

(২৮) খেলাধূলা ক্রীড়াকৌতুকেও আমার লীলাখেলা। অষ্টাকষ্টি, আগড়ুমবাগড়ুম, আতালিপাতালি, ইস্কিমিস্কি, কিৎকিৎ, তাইতাই, কাতুকুতু, গুপু-গুপু, ছিনিমিনি, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী, সিঁদূরটোকাটুকি, সব তা'তেই আমি। [ব্যাটবল বা ক্রিকেটে আমি], ঝালঝাপ্পায় হাড়ুডুড়তে আমি, প্রাচীন কন্দুকক্রীড়ায় আমি। ঘুড়ী উড়ানয় আমি, আবার লাট্টুলেটিতেও আমি। তাস পাশা শতরঞ্চে আমি, দাবাবড়েয় আমি, তিনতাস ছবিছুট [পেরেমারা পিংপং] বায় ইস্তককাবারে আমি। ধাঁধায় আমি, কথাকাড়াকাড়িতে আমি; জলের খেলায় ভূলার খেলায় আমি, ঘোড়দৌড়ে [পোলোখেলায়ও] আমি। শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়ে, জাপানী জিউজিউষুতে, মালামোয়, কুস্তির কসরতে, কুচকাওয়াজে, আমার আওয়াজ পাইবে। ভোজবাজী, বাঁশবাজী, মেড়ার লড়াই, বুলবুলির লড়াই, ভীমভবানী, [কার্লেকারস্ সারকাস্], মোহনমেলা,—সর্ব্বত্র আমার দর্শন পাইবে।

(২৯) সভ্যসমাজের [এটিকেটে] তরিবতে, কায়দাকানুনে, আদবকায়দায়, আদরআপ্যায়িতে, আদরআহ্বানে, অনুরোধ উপরোধে, লোকনকুতায়, লোকলজ্জায় (আঙ্গুল আবডালে), দানধ্যানে, দয়াদাক্ষিণ্যে, দয়ামায়ায়, মায়ামমতায়, স্বাগতসম্ভাষণে, করকম্পে, প্রাতঃপ্রণামে, গললগ্নীকৃতবাসে পাদস্পর্শপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে, আমি আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছি। তত্ত্ব-তল্লাসে, যানবাহনে, পোষাকপরিচ্ছদে, বসনভূষণে, বেশবিধানে, বেশবিন্যাসে, বেশভূষায়, সাজগোজে, ছাটকাটে, সাজসরঞ্জামে, ঘরবাড়ীর সাজসজ্জায়, আহারবিহারে, আচারব্যবহারে, বিলাসবাসনে, আমার অধিকার অপ্রতিহত!

(৩০) । টেলিফোঁ টেলিগ্রাফ, পোষ্ট মাষ্টার, পোষ্ট পিয়ন, রনার, বুক প্যাকেট, পার্শেল পোষ্ট । হরকরা, চিঠি ১ পাটি, প্রভৃতি ডাকঘরের ব্যাপারে আমার ডাক পড়ে। পত্রপাঠমাত্র উত্তর-প্রদানে, পত্র-প্রেরণে, চিঠি পাঠানয়, ভক্তিভাজন পরম-পূজনীয় পরম-পোষ্টাবর সম্মানভাজন মহামহিম মঙ্গলালয় বশংবদ অবশ্যপোষ্য প্রণাম-পুরঃসর সসম্মান নিবেদন শ্রীচরণসরোরুহরাজেষু, প্রভৃতি পাঠে আমি বিরাজ করি।

(৩১) যানবাহনে, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঘরের গাড়ী, ভাড়ার গাড়ী, বুড়ীগাড়ী, গাড়ীঘোড়া, ঘোড়ায় চড়া, । বগি ব্যারুচ রাউনবেরি দেড়াভাড়ার গাড়ী, । টমটম, পুশপুশ, মোটর কার, ট্রেন ষ্টীমার, ট্রেনট্রলি ট্র্যাম, (শিয়ালদহ হইতে শ্যামবাজার) । যাত্রী জাহাজ, । সাইকেল ষ্টে ডার্জিলিঙ্গের ডাণ্ডী রেলরোড বা । রেলের রাস্তা, । লুপ লাইন, গ্র্যাণ্ড কর্ড, মাদ্রাজ মেল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, বম্বে-বরোদা, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল । সারাসেতু, শোণসেতু, দীঘাঘাট, । জাহাজের জেটি ও জলিবোট, কাড-ক্যাচার, কোষ্টক্যানাল লাইন । সর্ব্বত্র আমি। পাণিপাড়ে, মিশির মহারাজ, । ষ্টেশন-মাষ্টার, টিকিট কলেকক্টর, টিকিট, নাইট ডিউটি, গার্ড ড্রাইভার, টাইমটেব্‌ল্‌, । গাড়ীর গড়গড় ধড়ধড় ঘ্যাচরঘ্যাচর ক্যাচক্যাচ হুসহুস, সবই আমার যোগাযোগে। । কেলনার কোম্পানীর রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে আমি আরাম করি। ।

(৩২) বিদেশে বিঘোরে ভাড়ার বাড়ী বাসাবাড়ীতেই থাক আর বসতবাটী বাস্তুভিটায়ই থাক, শরীর সারার জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে বাস কর আর নিরুপায়ে মাতুলালয়েই আশ্রয় লও, আমার মায়া কাটাইতে পারিবে না। গৃহদাহ ঘটিলে, ভিটামাটি ঘুচাইলে, চাটিবাটি তুলিলে, বাড়ী বিক্রয় করিলে বা বাড়ী বাঁধা দিলে, চালচুলা না থাকিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। আবার বাগানবাড়ী বৃক্ষবাটিকা বিশ্রামবাটিকা প্রমোদউদ্যান ক্রীড়াকাননে

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদপ্রমোদ আহারবিহার বনভোজন (পিকনিক) কর বা (ইড্‌নগার্ড্‌ন বীডন্ গার্ড্‌নে বা বীডন বাগানে) বিশুদ্ধ বায়ুসেবন কর বা বিজনবাসে বনবাসে প্রবাসবাসে যাও, আমি সঙ্গের সাথী। আমার আবদারে ঘরবাড়ীর তরাবেতর নামনির্দ্দেশ। যথা, কমলকুটীর, কামিনী কুটীর, তটিনীকুটীর, দেবনিবাস, পুলিনপুরী, ভূদেবভবন, মদনমহল, (আইভি ভিলা, অকিড ডেল, লাহিড়ি লজ, হলি লজ)।

দ্বারদেশে, দ্বাররক্ষকে,সদরদরজায়,সদররাস্তায়, দরদালানে, চণ্ডীমণ্ডপে, ঠাকুরঘরে, গোসাঘরে, ঘণ্টাঘরে, খাসকামরায়, গুপ্তগৃহে, গর্ভগৃহে, গুহাগৃহে, পয়ঃপ্রণালীতে, জলের কলে, চৌবাচ্চায়, মাটকোঠায়, দরজা দুয়ারে, দরজা জানালায়, শার্শীখড়খড়ীতে, ঘুলঘুলিতে, ঝিলমিলিতে, ঘরদোরে, সদর অন্দরে, কোথাও আমার প্রবেশনিষেধ নাই। বহির্বাটী বা বাহিরবাড়ী গেলে সেখানেও আমি হল্লা করিব, তেতালায় উঠিলে সেখানেও আমি চড়াও হইব, বড়বাড়ী গেলে সেখানেও আমি উঁকি মারিব। কারাগারে কারাকক্ষেও আমি কাছছাড়া নহি।

ঘরবাড়ীর মালমশলা সাজসরঞ্জাম যোগাড়যন্ত্রে আমি কার্য্যকুশলতা দেখাই। আমিই রাজমজুর, মুটে মজুর মিস্ত্রী, কারিকর খাটাই, মেরামত করাই, লোনা লাগাই, কর্ণিক দ্বারা কারুকার্য্য গর্জগিরি করাই, মর্ম্মর-প্রস্তর বসাই। ইটকাঠ, ইটটালী বিলাতী মাটী, আড়াবরগা, কড়িবরগা, বাঁশবরগা, কড়িকাঠ, কাঠকাটরা, শাল সেগুন, সুঁদরী শিশু, খোলাখাপড়া, সুরকী সিমেণ্ট, খড় দড়ি, কাঠখড়, ন্যাকড়া কানি, লাকলাইন, দড়াদড়ি, রশারশি (মায় গ্রাউণ্ড গ্লাস)—সব যোগাড়বাগাড় আমার ভার।

ঘরবাড়ীর সাজসজ্জায় আমার হাত আছে। (বেঞ্চি চেয়ার) চৌকি, (কোচ) কেদারা, পালংপোষ, (পাংখা পুলার), খসখস টাটী, (মেজের ম্যাটিং), জাজিম, পাপস, গালিচা তুলিচা, সুজুনী শতরঞ্চ, (ডেস্ক ড্রয়ার

ডাণ্ডী তোয়াটনট বুক-কেস, পোর্টম্যাণ্টো ষ্টীলট্রাঙ্ক ক্যাসবাক্স ; বিজলীবাতী, খাটের খুরা, গালবালিশ, কোলবালিশ, পাশবালিশ, বিছানা বালিশ, প্রদীপ পিলসুজ, পিতলের পিলসুজ, শেজ সামাদান, লণ্ঠন, গোললণ্ঠন, কেরাসিনের কুপি, শিশি, সাঁড়াশী, সুপো, কাঁচকড়া ও কড়িকোটার জিনিস, (কার্পেটে কারচুপি কায), বাসনকোসন, ঘটীবাটী, বটি কাটারী কুরুনী, ছুরীছোরা, বিড়েবারণ, মুড়াখ্যাংড়া, ছড়াঝাড়ী, খড়কেকাঠি, জিবছোলা, কাজললতা, কাঠকয়লা, কোককয়লা, কাঠখড়, কাঠখড়ি, শুষ্ককাষ্ঠ—সব আমি যোটাই।

(৩৩) সভ্যভব্য নব্য বিলাতফেরত ইঙ্গবঙ্গের (কফ কলারে, হেট-বুট-প্যাণ্ট-শার্টে কাল কোটে) ছাতা-ছড়ি-ঘড়ি-ঘুড়ীগাড়ীতে, জুতামোজায়, জামাজুতায়, মাথার ছাতায়, চোখের চশমায় (Short-sight !) ; স্বদেশ ভক্তের সুখচরের স্বদেশী হাফহাতা গেঞ্জী-মোজা তোয়ালে-রুমালে, (স্বদেশ-ভক্ত সাবধান) ; সেকেলে সম্প্রদায়ের চোগা-চাপকান আচকান ইজার চুড়ি-দারে, আবা-কাবায়, জামা-যোড়া দৌড়দার শালদোশালায়, শাল আলোয়ানে, (অলউল) লালিমলিতে ; ঘরণীগৃহিণীগণের (শেমিজ-জ্যাকেটে, সিল্ক শাটিনে, সিল্কের শাড়ী) দেশীশাড়ীতে, পরণে পাছাপেড়ে শাড়ী পাকা পাড়ে, শাঁখাসিঁদূরে, মিশিমাজনে, (সাবানসোডায়, স্নিগ্ধসুরভি সোপে) আয়নাচিরুণীতে, চুলআচড়ানর চিরুণীতে, বেড়াবিনুনিতে, কৃষ্ণকুঞ্চিত কুন্তলে, আলুলায়িত কুন্তলে বা এলোচুলে, বদ্ধবেণীতে, অলকাতিলকায়, টিপকাটায় ; খোসপোষাকীর মখমলে কিংখাবে, রেশমপশমে ; দীনদুঃখীর কাপড়চাদরে, ধুতীফোতায়, কাছাকোঁচায়, তেলধুতীতে, সাতহাতী ধুতীতে বা কাঁধকাটা কাপড়ে, কাঁথা-কম্বলে ; তেজঃপুঞ্জ সাধুসন্ন্যাসীর জটা-ফোটা-লোটায় ; বাউলের আলখাল্লায়, কোথায় আমি নাই ?

(৩৪) গয়নাগাটি সোণাদানা গায়ে এক গা গয়নায়, অষ্ট অঙ্গে অভরণে (আভরণে) অলঙ্কার-প্রতিকারে আমি অলঙ্কারের অলঙ্কার।

যথা কেয়ূরকুণ্ডল; অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী; নাকে নথ-নোলক-নক্স; (কুল কামিনীর কাঁকে কলসী নাকে নোলক পরণে পাছাপেড়ে সাড়ী পাকাপাড়) কাণে ঝুমকো কাণবালা কর্ণকুণ্ডল; সীঁথায় সীঁথিপাটি ঝাপটা; মাথায় মুকুট; মাঝায় মেথলা বা কটিতটে কাঞ্চী কনক কিঙ্কিনী, সুর্য্যহার চন্দ্রহার, বেট গোট; গলায় গজমতি মুক্তাহার, হেলেহার, হেঁসোহার, দড়াহার, মতির মালা, শতরত্ন; হাতে তার তাগা তাবিজ বাজুবন্ধ বালা বাক ব্রেসলেট! বাউটি বাঁউড়ি, যবদানা মরদানা, লবঙ্গদানা লবঙ্গফুল, মৌরীমাড়লি, মড়কিমাড়লি, দমদম, বিনোদবাহার যৌবনবাহার স্বামিসোহাগিনী চুড়ী, চেনচুড়ী, ঢাকার শাঁখা, সোণাবাঁধান শাঁখা; পায়ে পাশুলি চরণপদ্ম পাইযোড় পাল-পাতা দমদমা বা গোলমল। গিনীসোণা, অভাবে গিল্টির গয়না, রোলড গোলড, কেমিকাল, মায়াপুরী মেটালে পালিশ-পাতা বা কারকোর গয়না গড়ান।

(৩৫) নেশার বশ বাঙ্গালী বাবুর আলবোলা গড়গড়ায়, চকমকি ঠোকায়, হুকাকলিকায়, অম্বুরীথাম্বিরায়, তামাকটিকায়, দোক্তাতামাকে, চাচুরুটে, (চুরট-সিগরেটে, বিড়ি-বার্ডসাইএ, কাফিকোকোতে, কোকেনে), মুক্তিমণ্ডপে ভূরিতানন্দে তোড়যোড়ে, চরসচণ্ডুতে, গাঁজা গুলিতে (পেয়ারার পাতায় প্রস্তুত!), ছিটা টানায়, চুরুট টানায়, নস্য টানায়, নস্য লোসায়, নস্য নেওয়ায়, সুরাসক্ত মদমাতালের মদের মুখে, মাতলামোয়, পানপাত্রে, শুঁড়ীবাড়ীতে, পাঁটি টানায়, বোতলবাহিনীতে, (ব্র্যাণ্ডীর বোতলে, ব্র্যাণ্ডী-বিয়ারে, শেরি-শ্যামপেনে, পেলএলে, হোয়াইটহর্স হুইস্কিতে আমি অধিষ্ঠিত। আমার গুণে গুড়ুকে গম্ভীরবুদ্ধি, তেল-তামাকে পিত্তনাশ, নেশার রাজা গাঁজা, সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে। পাণসুপারি, পাণে চূণ (পিপারমিণ্ট ও সেন-সেন), পাণে পোকা, পাণের দোনা, এলাচ-লবঙ্গ, জৈত্রী-জায়ফল, দারুচিনি কাবাবচিনি, কর্পূরপূগ, ইত্যাদিও আমি সরবরাহ করি।

(৩৬) এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। চর্ব্ব্যচূষ্য ভক্ষ্যভোজ্যেও আমি আছি। কমলাকান্তের মত ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভূরি ভোজন কর, গণ্ডে পিণ্ডে গেল, কুঁচকিকণ্ঠা বোঝাই কর, গাবগুটো করিয়া খাইয়া আইঢাই কর ও পেটটি টইটম্বুর কর, সাত তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গোঁজ, আর যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ বা একটু মিষ্টিমুখ কর, পেটপূজা বা পেট টালা যেখানে আমি সেখানে; দগ্ধোদর বা পোড়াপেটের জন্য যা কিছু যোগাড় কর, আমায় ঠেলিতে পারিবে না। চা'লচিঁড়ে বেঁধে ধাপধাড়ায়ই যাও আর দিল্লীকা লাড্ডুই খাও, আমি ভাগের ভাগী। আবার জঠরজ্বালা বা জঠরযন্ত্রণায় ছটফট কর, দাঁতে দড়ি দাও, ভাতের পাতে না বস, ভাতে হাতে না কর, হাতের ভাত হাতেই থাকে, হাওয়া খাওয়ায় খুসী থাক, সেখানেও আমি।

খাদ্যপ্রস্তুত-প্রক্রিয়ার জন্য 'পাকপ্রণালী' বা 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' খুঁজিলে আমাকেই পাইবে। পরিপাক, পাকসাক, খানাপিনা, খাইখরচা, পলাশপাতা, পাতা পাতা, সরা সাজান, ছাঁদা বাঁধা, খড়কে-কাঠি ও শেষের সম্বল গাড়ু-গামছা—সবই আমার প্রসাদে। [বাবুর্চ্চি বটলারে], রাঁধুনী বামুনে, চা-চিনিতে, চামচেতে, কড়াবেড়ি, হাঁড়িবেড়ি, হাঁড়িসরা, হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁড়িহেঁশেল, হাঁড়িচড়ান প্রভৃতিতে পর্যান্ত আমি।

হোমরা চোমরা আমীর ওমরা ও ইংরাজীজানা বাবুভেয়েদের শিককাবাব, পোলাও পাঁঠা, পোলোয়া কালিয়া, কালিয়া কাবাব কোপ্তা কোর্ম্মা [কাটলেট অমলেট মটনচপ মটনমুর্গী হটওয়াটারপ্লেটে] মদ্যমাংস বা মদমাসে, [রুটিবিস্কুট কেক কমফিটসে, শিশুদিগের লজেঞ্জুস বনবনে] আমার যেমন রুচি, খাঁটি সোখীন খাদ্যদ্রব্য লুচিচিনি, লুচিকচুরী, পাপর, খাজাগজা জেলাপি, মিঠাইমণ্ডা গণ্ডা চ গণ্ডা, মতিচুর মিহিদানা, রাবড়ী রসগোল্লা, সরভাজা সরপুরিয়া, লবঙ্গলতিকা, মনোমোহিনী খিলি, দানাদার,

চমচম, আবার খাবো সরেসসন্দেশেও আমার তেমনি রুচি। স্বদেশী পায়সপিষ্টক, দধিদুগ্ধ, ক্ষীরসর, ক্ষীরখণ্ড, খণ্ডখিরি, নবনীত, মুড়ামাখন, মাখনমিছরিতেও আমার বিলক্ষণ টান আছে। যদি মুখ মেরে আসে, শেষে সুস্বাদু আচারচাটনী, আমের আচার, কাসুন্দি কুলের আচার, স্নিগ্ধ-সরবং [সোডা লেমনেড]।

মধ্যবিত্তের অন্নব্যঞ্জনে, চা'লডা'লে, ডালডালনায়, ঝালঝোলঅম্বলে, শাকসুক্তয়, চড়চড়িতে, সরসরিতে, হাবজাগোবজা তরকারিতে, খাড়া-বড়িথোড় থোড়বড়িখাড়ায়, মৎস্যমাংসে, মাছমাংসে, ঝালের ঝোলে, তেল-ঝোলে, (ওলে ঝোলে খেও না খবরদার), আটার রুটি পরোটায়, পুরি রুটিতে, আর পালেপার্ব্বণে—পিঠেপুলিতে, পাতসারা গুড়ে, চিড়ের ফলারে, ক্ষীর-চিড়েতে, সরুচিড়ে শুকো দইএ, উড়কি ধানের মুড়কিতে, মর্ত্তমান চিনি-চম্পা রামরম্ভা পাকাকলায়, পৈদএ, ভোজভাতে, নবান্নে, নেমন্তন্নে, অন্নপ্রাশনে (দাঁতে ভাতে খেতে) সর্ব্বত্র আমি আছি। আবার দীনদুঃখী মুটেমজুরের দানাপাণিতে, ভুজাভাঙ্গে, ভাজাভুজোয়, মূলামুড়িতে, গুড়মুড়িতে, চিড়ে মুড়িতে, চিড়ে মুড়কিতে, মুড়ি মুড়কিতে, কুটকড়াই মুড়কিতে, গরম মুড়িতে, কটকটেয়, চাণাচুরে, গাছছোলায়, ছোলার ছাতুতে, ভাত তরকারীতে, কাঁচাকলায়ের ডালে, ফ্যাণফেণে, ভাতে ভাত বা ভিজেভাতে, পান্তাভাতে, বীচেবড়িতে, পটোলপোড়াতে, আমি আছি। পিত্তপ্রধান ধাতুর চা'লজলও আমার ব্যবস্থায়।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

ফোয়ারা

ভাবের ফোয়ারা, ভাষার ফোয়ারা, রসের ফোয়ারা, হাসির ফোয়ারা

সুশিক্ষিত পাঠকপাঠিকার উপভোগ্য—ইহাতে গরুর গাড়ী, বিরহ, কৃষ্ণকথা, পত্নীতত্ত্ব, বর্ণমালার অভিযোগ প্রভৃতি প্রবন্ধ একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"তোমার ফোয়ারা বেড়ে বহি হইয়াছে। এই new vein তুমিই প্রথম open করিয়াছ কি আগে আর কেহ করিয়াছে আমি জানি না ...তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তুমি লিখেছ খুব ভাল, একটি শব্দও পরিবর্ত্তসহ নহে, অতি পরিষ্কার। তোমার গ্রন্থখানিকে আমি বাঙ্গলা সাহিত্যসেবীদিগের একটি নিকষ অর্থাৎ পরীক্ষার স্থল বলিয়া ধরিয়া রাখিলাম। যদি সাহিত্যসেবী সাধারণ appreciate করে তবে বুঝিব গত ৫০।৬০ বৎসরের সাহিত্যচর্চ্চার কিছু ফল ফলিয়াছে আর যদি ইহা falls flat, তাহলে বুঝা গেল power of appreciation বড়ই rudimentary, এখনও ঢের বাকী......।"

গুণিগণাগ্রগণ্য স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি, এম এ, ডি এল, পি এচ্ ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—

"ফোয়ারার জল এখনও রীতিমত পান করা হয় নাই। তবে তাহার যতটুকু পান

করিয়াছি তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সেই জল পান করিলে আধিব্যাধি শ্রান্তিক্লান্তির সম্যক্ উপশম হইবে।"

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"আপনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি ফোয়ারা খুলিয়া করিলেন 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ মজা নিরবধি'"।

"ভাষার কোমলতায়, ভাবের মধুরতায়, বিকাশের দক্ষতায়, প্রয়োগের শিষ্টতায়, ললিতকুমারের রসিকতা সাহিত্যের সম্পৎ-শোভা-সর্দ্ধক।" বঙ্গবাসী।

"সত্যই রসের ফোয়ারা।...... রচনায় পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু পাণ্ডিত্যের চেয়ে সরসতার জন্যই ফোয়ারার আদর বেশী হইবে।" বঙ্গদর্শন।

"ষোলটি বিষয় সুললিত সরস ভাষায় লিখিত। প্রতি প্রবন্ধে কৃতিত্বের পরিচয়। যিনি পড়িবেন তিনিই মোহিত হইবেন।" নব্যভারত।

"হাস্যরসের অবতারণায় লেখকের দক্ষতা অসাধারণ। এ হাস্যরসধারায় এতটুকু পঙ্কিলতা নাই। পাঠে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষালাভ হয়।" ভারতী।

"ললিত বাবু তাঁহার রসিক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপ্রিয়।......এই পুস্তক জীবনসংগ্রামে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর অবসর-কালকে হাস্যময় করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানেও পরাঙ্মুখ হইবে না।" প্রবাসী।

"............ললিত বাবুর তরল সরল রসটলমল রচনাগুলি একত্রে পাইয়া আজ বড়ই আনন্দ হইতেছে............তাঁহার "গরুর গাড়ী," "সুখের প্রবাস," "পত্নীতত্ত্ব" যদি বঙ্গভাষায় স্থায়ী আদর লাভ না করে তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব বাঙ্গালাদেশে সমজ্‌দার পাঠক নাই। এই প্রবন্ধত্রয়ে তিনি যে অনাবিল প্রাণপূর্ণ হাস্যরস এবং কাব্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য।" ভারত-মহিলা।

" "ফোয়ারা" বাস্তবিকই হাস্যরসের ফোয়ারা। অনেক স্থানে 'পরিহাস-বিজল্পিত' বচনের মধ্যেও 'পরমার্থে'র একটা পরোক্ষ সত্য উঁকি দেয় এবং হাস্যরসটাকে অলক্ষ্যে জমাইয়া তুলে; এটাই ফোয়ারার বিশেষত্ব। * * * এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এই প্রথম।" প্রতিভা।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

বাঙ্গালা রচনায় বিশুদ্ধি-শিক্ষার জন্য এরূপ পুস্তক আর নাই। অতি সরস ভাষায় ব্যাকরণের গুরুতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত এবং বহু মনীষী ও সাময়িক-পত্র কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন—"আপনি বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দ্বারা উহার নাড়ী-নক্ষত্র বুঝিয়া এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। নীরস ব্যাকরণসংক্রান্ত বিষয়ের সরসভাবে নির্দ্দেশ ও বিন্যাসে আপনি সিদ্ধহস্ত।"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"আপনার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে।"

প্রবাসী।—"ইহা আমাদের নিকট ত বিভীষিকা বলিয়া বোধ হইল না। বহু চিন্তনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সমাহৃত হইয়াছে।"

সময়—"এমন কঠিন বিষয় রচনাগুণে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে, যেন কবিতা, যেন উপন্যাস। বইখানি ছোট হইলে কি হয়,—হীরাও ছোট—কিন্তু দাম কত!"

মানসী—"লেখকের স্বাভাবিক রসিকতা ব্যাকরণের নীরস সূত্রের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

ভারতী—"এই দুঃসময়ে, অসাধারণ গবেষণা ও চিন্তার ফলস্বরূপ, গ্রন্থকারের অমূল্য ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলে উপকৃত হইবেন।"

বসুমতী—"গ্রন্থখানি বাঙ্গালা লেখক ও পাঠকের অবশ্যপাঠ্য, এই গ্রন্থের রীতিমত অনুশীলনে ছাত্রসম্প্রদায় যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।"

হিতবাদী—"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করেন এই পুস্তকখানি তাঁহাদের পাঠ করা উচিত।"

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা।

স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে টি, এম-এ, ডি-এল, পি-এচ্ ডি লিখিয়াছেন—

"উভয় পক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত কথাগুলি এরূপ বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন যে, সেই মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য।"

"এরূপ ভাবের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বঙ্গভাষায় আর দেখা যায় না। যুক্তির প্রণালী যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ,ভাষা তেমনই সরস ও মধুর।" বঙ্গবাসী।

"বাঙ্গালা ভাষায় লেখকগণ, বিশেষতঃ নবীন লেখকগণের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত। সাধারণ পাঠকও এই পুস্তকপাঠে জ্ঞান ও আমোদ লাভ করিবেন।" হিতবাদী।

"এমন আবশ্যক বিষয় এত সরল, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সরসভাবে অন্য কেহ লিখিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা সরল, সরস ও বিশুদ্ধ ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে শিখিতে চাহেন, তাঁহারা ছাত্রই হউন, শিক্ষকই হউন, লেখকই হউন আর বক্তাই হউন, তাঁহাদের ঐ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" বসুমতী।

বাণান-সমস্যা।

"ললিত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় বর্ণ-বিন্যাসের নীরস তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, পড়িতে কোথাও বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ হয় না। যে সব শব্দ লিখিতে প্রায় ভুল হয়,তাহার তালিকা দিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের সবিশেষ উপকার করিয়াছেন। স্কুল কলেজের ছাত্রবর্গ ইহার এক একখানি সংগ্রহ করিলে বর্ণাশুদ্ধির হাত হইতে নিস্তার পাইবে, ইহা আমরা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি।" বসুমতী।

শিশুপাঠ্য **ছড়া ও গল্প।** ছবির বই

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সেন্‌ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ইহাতে পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের দশটি গল্প সরল সরস মজাদারী রূপকথার ভাষায় বর্ণিত। দুই রঙের কালীতে সুন্দর বর্ডারে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই। মলাট তকতকে ঝকঝকে ত্রিবর্ণের চিত্র-শোভিত। তেরখানি হাফটোন ছবি ও একখানি তিন রঙের ছবি আছে।

বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, বেঙ্গলী, ভারতী, প্রবাসী, মানসী, আর্য্যাবর্ত্ত, নব্যভারত, ভারতমহিলা, প্রভৃতিতে একবাক্যে প্রশংসিত।

দেশপূজ্য স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি, এম্ এ, ডি এল্, পিএচ্ ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—"আপনার 'ছড়া ও গল্পে'র ভাষা সরল সুমিষ্ট এবং সর্ব্বত্রই যথাযোগ্য। গল্পগুলি শিশু-দিগের চিত্তরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ হইবে। ছাপা ও ছবিগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। তাহার সহিত তুলনায় চারি আনা মূল্যে এ পুস্তক অতি সুলভ বলিতে হইবে।"

সাহিত্য-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"আমাদের নবীন বংশধরদের ভাগ্যক্রমে আপনার মত লোক গুরু-মশায়ের ভীষণ গৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের মনো-রঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—যেখানে বেতের চাষ ছিল সেখানে ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যে আপনি ঠাকুর-দাদার পদে পাকা হইয়া বসুন এবং নাতিনাৎনীদলের আনন্দ-কোলাহলে দেশে আপনার জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতে থাকুক।"

শিশুপাঠ্য **আহ্লাদে আটখানা।** ছবির বই

সেণ্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

কয়েকটি গল্প ও ছড়া সরল সরস রূপকথার ভাষায় রচিত হইয়াছে। ইহাতে চৌদ্দখানি হাফটোন ছবি ও একখানি তিন রঙের ছবি আছে। দুই রঙের কালীতে সুন্দর বর্ডারে ছাপা। মলাট তকতকে ঝকঝকে, চারিবর্ণে মুদ্রিত চিত্র-পরিশোভিত। আকারে 'ছড়া ও গল্প' অপেক্ষা বড়।

দেশপূজ্য স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে টি এম এ ডি এল পি এচ ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—

"এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে আপনি সিদ্ধহস্ত। পুস্তকের ছবিগুলি, বিশেষতঃ মলাটের ছবিখানি অতি সুন্দর হইয়াছে।"

"গ্রন্থ গদ্য-পদ্য দুই ভাষায় লেখা। দুইই মিষ্ট। গ্রন্থকারের লিপি-পটুতার তারিফ বটে। সঙ্গে সঙ্গে ছবি। সেও সুন্দর ও স্বাভাবিক। ছাপা চিত্তাকর্ষক। এ গ্রন্থ স্কুলের ছেলেদের সুপাঠ্য।" **বঙ্গবাসী।**

"ছেলেদের চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানার্জ্জনের এমন সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালায় নাই। ভাষা রসময় সরল ও শিশুদিগের উপযুক্ত।" **বসুমতী।**

"আটটি গল্পই কৌতুককর এবং শিশুর চির-কৌতূহলের সামগ্রী পশু-পক্ষীর কাহিনী। ইহা শিশুদের শিক্ষাদাতা ও আনন্দ-সহচর হইবে।"

প্রবাসী।

"গল্পগুলি সরস বর্ণনাভঙ্গীতে মধুর উপভোগ্য হইয়াছে। বক-ধার্ম্মিকের পাপের প্রতিফল, সিংহের দুর্দ্দশা, শৃগালের শাস্তির কাহিনী গুলি পড়িয়া শিশুর দল সত্যই আহ্লাদে আটখানা হইবে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিবে; তাহাদিগের ক্রীড়াকুঞ্জ হাস্যমুখর হইয়া উঠিবে। ছবিগুলিও শিশুচিত্তে কৌতূহলের সৃষ্টি করিবে।" **ভারতী।**

আহ্লাদে আটখানার একখানি ছবির নমুনা